ফিরোজা-বিবি।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।)

বর্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা-নিবাসী

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা,—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,

সনাতন পুস্তকালয় হইতে

শ্রীভিখারীলাল দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED BY NILMONEY DHUR. AT THE

Chaitanya Press.

No. 336 Upper Chitpore Road.

1901.

[মূল্য ॥৹ আট আনা।

ফিরোজা-বিবি।

প্রথম তরঙ্গ।

প্রেমের ফাঁস।

"আগে ঐ লোকটাকে খুন কর,—তাহার পর তোমার সকল কথা শুনিব।"

একটী বিংশতিবর্ষীয়া মুসলমান যুবতীর মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা অতি মৃদু উচ্চারিত হইল।

দিল্লীর কোন প্রমোদ উদ্যানে যুবতী সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পদচারণা করিতেছেন। পার্শ্বে একটী যুবক। যুবক অনুচ্চ-স্বরে কি বলিতেছেন, আর অনিমেষনয়নে যুবতীর মুখের দিকে চাহিতেছেন।

উদ্যানটী একটী সুবৃহৎ অট্টালিকার অন্দর-সংলগ্ন, সাধারণ রাজপথের উপরেই অবস্থিত। পথ দিয়া লোক যাতায়াত করিলে, উদ্যানের মধ্য হইতে বেশ দেখা যায়। উদ্যানে

ফলবৃক্ষ অপেক্ষা ফুলবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। নানাদেশজাত নানাজাতি সুরভি-কুসুমরাজি দ্বারা উদ্যানের শোভা সতত সম্বর্দ্ধিত। মধ্যে একটী প্রশস্ত তড়াগ। চারিপার্শ্বে ফুলবৃক্ষ। মাঝে মাঝে মর্ম্মর প্রস্তরের আসন। যুবতী সন্ধ্যার মৃদুবাতাসে অঙ্গগ্লানি দূর করিবার জন্য ধীরে ধীরে তড়াগের পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন। যুবক প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। যুবতীর মুখভাব দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তান্বিত বলিয়া বোধ হয়—যুবকের প্রেমপূর্ণ সরস আলাপ তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে কি না সন্দেহ।

পথবাহী কোন যুবকের উপর অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়াতে সুন্দরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, পদ্মনেত্রে কটাক্ষপাত করিয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সঙ্কেতে পথিককে দেখাইয়া কহিলেন,—"আগে ঐ লোকটীকে খুন কর, তাহার পর তোমার সকল কথা শুনিব।"

যুবতীর নাম ফিরোজা-বিবি, যুবকের নাম পীর মহম্মদ আলি। মহম্মদ আলির নয়ন-চকোর ফিরোজার মুখ সুধাকরের সুধাপানে অনন্যমনা; পথগামী যুবকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ফিরোজার মুখে অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া মহম্মদ আলির চমক ভাঙ্গিল,—কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না; সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে খুন করিতে হইবে?"

সুন্দরী যুবকের দিকে পুনরায় কটাক্ষপাত করিয়া, চম্পক অঙ্গুলী সঙ্কেতে পথবাহী যুবককে দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ খোদাবক্স আলিকে।"

যুবক স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি। প্রথমে মনে করিলেন, এ কথা-

গুলি রহস্যমাত্র, অথবা প্রেম-পরীক্ষার অভিনয় বিশেষ। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন, যুবতীর মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল,—সুন্দর মুখের সুন্দর লাবণ্যের মধ্যে গম্ভীরতার ছায়া সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তিনি যুবককে কহিলেন, "মহম্মদ! সত্যই কি তুমি আমাকে ভালবাস?"

মহম্মদ সোৎসাহে কহিলেন, "ফিরোজা! তোমাকে যে ভালবাসিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তোমার চিত্তহারিণী মূর্ত্তিকে যে জাগ্রতে স্বপনে উপাসনা করিতেছি, তাহা কি তুমি আজ জানিলে? আমি তোমাকে যেমন ভালবাসিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে জগতে কোন পুরুষ অন্য রমণীকে সেরূপ ভালবাসিতে পারে নাই।"

ফিরোজা-বিবি ঈষৎ হাসিয়া, একটী নবপ্রস্ফুট মল্লিকাকে উভয়করে ছিন্ন করিয়া কহিলেন, "তুমি আমায় ভালবাসিয়াছ, যদি আমার ভালবাসা পাইতে চাও, তবে আগে ঐ লোকটাকে, ঐ খোদাবক্স আলিকে হত্যা কর, আমি তোমার সকল কথা শুনিব, জীবনে মরণে তোমার হইব।"

মহম্মদ আলি ফিরোজা-বিবির রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, কথা শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, সুন্দর মুখের সুন্দর হাসি দেখিয়া মরিয়াছেন; কহিলেন, "কেন? ও ব্যক্তি তোমার কি করিয়াছে—ও কি তোমার শত্রু?"

ফিরোজা প্রবালরক্তিম ঈষৎ বক্র, ঈষৎ স্থূল, অধর ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপাইয়া, মহম্মদের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শত্রু বলে শত্রু—বিষম শত্রু! ও যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমার জীবনে সুখ নাই।" ফিরোজার মুখ মলিন

হইল, শরতের পূর্ণেন্দুর বিমল বিভা যেন মেঘে ঢাকা পড়িল। ফিরোজা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

মহম্মদের হৃদয় চঞ্চল হইল। সুন্দরী যুবতীর চোখে জল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিল। তিনি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বলিতেছ ফিরোজা! সত্যই কি উহাকে হত্যা করিতে হইবে? সত্যই কি ও তোমার এত শত্রু?"

ফিরোজা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "মহম্মদ! তুমি জান না, আমি ঐ পাষণ্ডের হাতে কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছি, কতবার ঐ পিশাচের ছুরিকা হইতে জীবনরক্ষা করিয়াছি, ও আমাকে হত্যা করিবার জন্য দেশ দেশে আমার অনুসরণ করিয়া বেড়াইতেছে।"

মহম্মদ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "নিশ্চিন্ত থাক ফিরোজা। নিশ্চিন্ত থাক, তোমার আর কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। যদি আমি উহাকে হত্যা করি—"

মহম্মদের কথায় বাধা দিয়া ফিরোজা কহিলেন, "আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইব, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"

মহম্মদ আলি উন্মত্ত হইলেন, হিতাহিতজ্ঞান হারাইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি তোমার শত্রু নিপাত করিব। কিন্তু শুনিতে চাই, ও তোমার শত্রু হইল কেন?"

ফিরোজা বাধা দিয়া কহিলেন, "সে সব অনেক কথা, আগে ঐ পাষণ্ড খোদাবক্স ইহলোক হইতে অপসৃত হউক, আমি নিশ্চিন্ত হই; তখন সকল কথা বলিব। কৌমুদী-স্নাত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে, তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তখন একে একে সকল কথা বলিব।"

এই বলিয়া ফিরোজা মহম্মদের হাত ধরিয়া, তাঁহার বিশাল-নেত্রের বিলোল কটাক্ষ তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, যেন তাঁহার অন্তরের ভাব জানিবার জন্য স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। রূপমুগ্ধ মহম্মদ আলি সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মদিরা বিস্ফারিতনেত্রে যতই পান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। আজি প্রায় মাসাবধি ফিরোজা-বিবির অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহার পশ্চাৎ ফিরিতেছেন, কিন্তু একদিনও এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আজি নবীনার কর-স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সমাবেশ হইল। তিনি আত্মহারা, বিহ্বল হইলেন।

ফিরোজা মহম্মদের হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, উদ্যানস্থ বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ বৈঠকখানার সাজ-সজ্জা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। গৃহস্বামীর বিপুল বিভবের পরিচয়, তাঁহার মার্জ্জিত রুচির শতচিহ্ন গৃহের প্রত্যেক বস্তুতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ফিরোজা মহম্মদের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "আলি সাহেব! তুমি আমার বিভব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছ, হইবারই কথা বটে! আমি বিপুল অর্থের অধিকারিণী সত্য; কিন্তু খোদাবক্সের ভয়ে আমার জীবনে কিছুমাত্র সুখ নাই। সময়ে সময়ে মনে হয়, এরূপ ভয়ে ভয়ে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আত্মঘাতিনী হওয়া ভাল।"

মহম্মদ কহিলেন, "ফিরোজা! বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! তোমার মত সুন্দরী অতি দুর্লভ! সৌন্দর্য্যের পদে নত

হয় না, এমন লোক জগতে অতি বিরল! তোমার আবার শত্রু! তোমার প্রতি শত্রুতা করিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়?"

ফিরোজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "প্রেমে নিরাশ হইলে, স্বার্থে আঘাত লাগিলে, উহার মত পাষণ্ড না করিতে পারে এমন দুষ্কার্য্য জগতে অতি বিরল।" তৎপরে কাতর স্বরে কহিলেন, "তাহার নাম মনে হইলে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। হায়! কত দিনে আমি তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। আমার আহারে বিহারে সুখ নাই, রাত্রিতে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারি না। আমার এ বিভব—এ যৌবন—তোমার ভালবাসা কিছুতেই আমায় সুখী করিতে পারিবে না। যতদিন ও জীবিত থাকিবে, ততদিন আমার জীবনের কোন ভরসা নাই।"

মহম্মদ ফিরোজা-বিবির দক্ষিণ-পল্লব ধরিয়া দৃঢ়তাব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন, "ফিরোজা! হৃদিবিহারিণি! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমার শত্রু নিপাত করিব, আমি তোমায় সুখী করিব, কিন্তু অগ্রে শুনিব, উহার সহিত তোমার বিবাদের কারণ কি? তোমায় হত্যা করিবার জন্য ও দেশে দেশে কেন ঘুরিতেছে?"

মহম্মদের হস্ত হইতে ফিরোজা ধীরে ধীরে নিজ হস্ত অপসারিত করিয়া কহিলেন, "নিতান্তই শুনিবে, তবে শুন।" এই বলিয়া ফিরোজা বস্ত্রাঞ্চলে একবার নয়নপ্রান্ত এবং মুখ-খানি মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"তুমি জান, আমার বাড়ী এ দেশে নয়, দক্ষিণাপথের বিজয়পুরে আমাদের আদি নিবাস। আমার পিতার নাম ইস্‌মাইল খাঁ।

তাঁহার অবস্থা তত ভাল ছিল না। আমার বয়ঃক্রম যখন চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন এক অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত আমার বিবাহ হয়। আমার স্বামীর পূর্ব্বপক্ষের এক কন্যা ছিল, তাহার নাম বিলাসী। আমার স্বামীর জীবিতাবস্থায় তিনি আমার নামে ও বিলাসীর নামে তাঁহার যাবতীয় বিষয়ের দানপত্র লিখিয়া যান। একের অবর্ত্তমানে অপরে সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইবে। আমার বিবাহের এক বৎসর পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। বিলাসীর বয়স তখন সাত আট বৎসর, সুতরাং আমার স্বামীর সঞ্চিত যাবতীয় ধনরত্নাদি আমার হাতেই পড়ে। এতদিন কেবলমাত্র জানিতাম, আমার স্বামী ধনী; কিন্তু তাঁহার ধনরত্নাদির পরিমাণ আমি কিংবা অপরে জানিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এত বিভব রাজার ভাণ্ডারেও নাই। আমি বেশ মনের সুখে রহিলাম। এই ঘটনার এক বৎসর পরে বিলাসীরও মৃত্যু হইল। সুতরং আমিই যাবতীয় বিভবের একমাত্র অধিকারিণী হইলাম।

"এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটে, মহম্মদ দৌলত আলির সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়। এতদিন আমার বিবাহ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি পিতার তাড়নায়, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিয়াছিলাম। আমার হৃদয়ে কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না, প্রেমের অর্থ বুঝিতাম না। দৌলত আলির রূপ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসিলাম, ভালবাসার

মোহে মজিলাম। এতদিন বেশ স্বাধীন ছিলাম, নিজে যাহা ভাল বোধ হইত, তাহাই করিতাম, এখন যেন আমি আপনি আপনার নই, আমি তাহার ভালবাসায়, তাহার প্রেমে আত্মহারা হইলাম। যাহা হউক, সে সব কথায় আর কাজ নাই।”

ফিরোজা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, “তাহার পরেই আমার দুঃখের দিন উপস্থিত হয়। আমার সুখ-শশধর কালচক্রের আবর্ত্তনে দুঃখের ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বিজয়পুরে থাকিতেই একদিন ঐ খোদাবক্স আলির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সে আমার রূপে মুগ্ধ হয়, আমার প্রেম ভিক্ষা করে। জানি না, তাহাকে দেখিবামাত্র কেন আমার হৃদয়ে আপনা হইতেই এক বিষম আশঙ্কার সঞ্চার হইল। আমি তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাহার প্রেমালাপ আমার ভাল লাগিল না। আমি তাহাকে নিকটে আসিতে দিতাম না, কিন্তু সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিত। আমার দেখা পাইলে কত অনুনয় বিনয় করিত। তাহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ দিনে দিনে তাহার প্রতি আমার বিরাগেরই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার বাড়ীতে আসিলে আমি তাহাকে সাধ্যানুসারে অপমানিত করিয়া তাড়াইতে কুণ্ঠিত হইতাম না। শেষে সে আমাকে ভয় দেখাইল, তত্রাপি আমি তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম না।

"একদিন আমায় নির্জ্জনে পাইয়া দুষ্ট কহিল, 'যদি তুমি আমায় বিবাহ না কর, আমি তোমাকে হত্যা করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিব।' তাহার তৎকালীন ভীষণ মুখচ্ছবি আজও আমার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত রহিয়াছে। তাহার আরও বিঘূর্ণিত নেত্রদৃষ্টি আজও আমার ভীতি উৎপাদন করিতেছে। তাহার সেই ভয়প্রদর্শক বাক্যগুলি আজও আমার হৃদয়ে বজ্রনাদের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে। আমি তখন তাহার কথায় উপেক্ষা করিলাম সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়-কম্পন মুহূর্ত্তের জন্যও নিবৃত্ত হয় নাই। আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে সে কত চেষ্টা করিয়াছে, আমি তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে কত চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারি নাই।

"ক্রমশই খোদাবক্সের দৌরাত্ম্য বাড়িতে লাগিল। যতই তাহার ভীষণ চরিত্রের ভীষণকাহিনী শুনিতে লাগিলাম, যতই তাহার পাপপ্রবণ হৃদয়ের লোমহর্ষণ ঘটনা ভাবিতে পারিলাম, ততই আমার হৃদয়ের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। তাহার মত পাষণ্ড পাপী আর নাই,—তাহার মত নির্দ্দয় পিশাচ পৃথিবীতে আর কখন কেহ জন্মায় নাই। আমি অন্য উপায়-ভাবে, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে বিজয়পুর ত্যাগ করিলাম। ভারতে এমন স্থান নাই, যেখানে আমি আত্মগোপন করিবার জন্য না গিয়াছি। কিন্তু কোথাও রক্ষা পাই নাই। কর্ণাট্, কাশী, লাহোর, কলিকাতা, সর্ব্বস্থানেই গিয়াছি, খোদাবক্সও আমার অনুসরণ করিয়াছে,—তাহার উদ্দেশ্য আমাকে খুন করিবে, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইবে। আমি দিল্লীতে আজ প্রায় চারি মাস আসিয়াছি

বেশ মনের সুখে ছিলাম, কোন গোলযোগই ঘটে নাই। ভাবিয়াছিলাম, খোদাবক্স আমার অনুসরণে ক্ষান্ত হইয়াছে, আমার অশ্রুপ্রবাহে তাহার পাষাণ হৃদয় গলিয়াছে। কিন্তু হায়! এখন দেখিতেছি, সে আমাকে হত্যা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না! মহম্মদ! আমার এখন শেষ আশা তুমি! আমি আমার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি, তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। রাখিতে পার, ইহজীবনের মত তোমারই হইয়া থাকিব, নচেৎ আমার পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর! ভাবিলেও হৃদকম্প হয়! খোদাবক্সের ছুরিতেই উহা বিনষ্ট হইবে।" এই বলিয়া ফিরোজা বামহস্তে চক্ষু মুছিলেন এবং দক্ষিণ কর-পল্লবে মহম্মদ আলির হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। মহম্মদ আলির গলে প্রেমের ফাঁস আরও দৃঢ় আবদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

প্রেমের দাদন।

মহম্মদ আলি যুবতীর করপীড়নে বিচঞ্চল হইলেন। লাবণ্যময়ী, বিলাসময়ী কামিনীর বিলোল কটাক্ষের আবেশময়ী কৃপাদৃষ্টিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন। জীবনের সুখ, উদ্দেশ্য, ভবিষ্য আশা ফিরোজার চরণ-নখরে উৎসর্গ করিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তোমার সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে, তোমার জীবনের সুখের পথের কণ্টক উদ্ধার করিতে, যদি আমাকে স্বহস্তে নিজ হৃদয়-রুধির ঢালিতে হয়, পাপের অধঃস্তন গহ্বরে নিমজ্জিত হইতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না; কিংবা মুহূর্ত্তের জন্য ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিব না। পরে প্রকাশ্যে কহিলেন,—"ফিরোজা! তোমার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া আশ্চর্য্য এবং স্তম্ভিত হইয়াছি। এখন জানিতে পারিলাম, খোদাবক্স আলি কত পাষণ্ড; তাহার অকার্য্য কিছুই নাই! যে পাষণ্ড ফিরোজার মত সুন্দরীর প্রাণ লইতে উদ্যত, তাহার হৃদয় কত কঠিন। ফিরোজা! তুমি নির্ভয়ে কালযাপন কর, তোমার আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আমি তোমার জীবনের পথ নিরাপদ করিবার জন্য খোদাবক্সের রক্তে

হস্ত রঞ্জিত করিব, তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব, তোমার সুখের পথের কণ্টক উদ্ধার করিয়া তোমার মলিনমুখ উৎফুল্ল করিব।”

ফিরোজা আরও ব্যাকুলস্বরে কহিলেন, “মহম্মদ! যদি কখন আমি ‘খোদাবক্সের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই; যদি কখন আবার আমার হৃদয়ের লুপ্তশান্তি ফিরিয়া পাই, তখন দেখিবে মহম্মদ! তখন দেখিবে, এ হৃদয়ে কত ভালবাসা আছে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমের গভীরতা কত! তখন জানিবে, আমার হৃদয় কত উদার, আমি তোমার জন্য কত আত্মত্যাগ করিব।” এই বলিয়া ফিরোজা ধীরে ধীরে মলিন অশ্রুসিক্ত মুখখানি উত্তোলন করিলেন, মহম্মদের দিকে চঞ্চল আবেশময় কটাক্ষ সঞ্চালন করিয়া, তাঁহার মৃণালবৎ সুগোল সুকোমল বাহুলতিকা দ্বারা চঞ্চল উত্তেজিত মহম্মদের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—মহম্মদ অযাচিত অনুগ্রহে হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। আত্মহারা হইলেন, আবার কহিলেন, “আমি খোদাবক্সকে হত্যা করিয়া তোমায় সুখী করিব।”

ফিরোজার মলিনমুখ প্রভাতপদ্মের মত উৎফুল্ল হইল, তিনি ধীরে ধীরে মহম্মদের গলদেশ হইতে বাহুলতিকা অপসারিত করিয়া কহিলেন, “কিন্তু প্রিয়তম! অতি সাবধানে, অতি গোপনে তোমায় এ কাজ করিতে হইবে। এখানকার আইন আদালত বড় খারাপ, আমায় উদ্ধার করিতে গিয়া ঘুণাক্ষরে যদি তোমার কোন বিপদ হয়, তবে আমি আর এ জীবন রাখিব না। তুমি বীরপুরুষ, বীরত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়

সামান্য ঘাতকের ন্যায় একজনকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবে, তাহা আমার অভিপ্রায় নয়,—আমি তাহা প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না। বিশেষতঃ, অনুত্তেজিত অবস্থায় কাহাকেও হত্যা করা মহাপাপ! তুমি এমন কাজ করিবে না, যাহা দ্বারা পরে তোমার মনে অনুতাপের সঞ্চার হয়। কলে-কৌশলে তাহার সহিত বিবাদ করিয়া, অবসর বুঝিয়া যদি তাহাকে হত্যা করিতে পার, আইন-আদালতেও তোমার কিছু করিতে পারিবে না, এবং তুমি ধর্ম্মেও পতিত হইবে না।"

মহম্মদ আলি ফিরোজার যুক্তির সার্থকতা বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে পিশাচের সহিত আবার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ—তাহার সহিত আবার ধর্ম্মযুদ্ধ! যে ফিরোজার শত্রু, তাহাকে সামান্য শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় হত্যা করাই উচিত।"

ফিরোজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই কহিলেন, "তুমি তলোয়ার খেলিতে পার কেমন?"

হাসিয়া মহম্মদ আলি কহিলেন, "উত্তম সুন্দরি! এ পর্য্যন্ত অসিযুদ্ধে আমি আমার সমকক্ষ পাইলাম না। তাহার সহিত বিবাদ বাধাইয়া, আমি তাহাকে অসিযুদ্ধে আহ্বান করিব; পাষণ্ড নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হইবে। সেই ভান ফিরোজা! লোকেও আমায় দোষ দিতে পারিবে না, এবং আমার মনেও সান্ত্বনা থাকিবে যে, আমি ন্যায়যুদ্ধে একজনকে নিহত করিয়াছি।"

সুন্দরী ফিরোজা তাঁহার নিজের হইবে—তাঁহার সহিত মধুর আলাপে পরমসুখে সময় কাটিবে, এই আনন্দে মহম্মদের হৃদয় প্রমত্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভবিষ্য সুখের শতচিত্র

হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইল, কল্পনার কুসুম-কলিকা মনের ডালে ডালে ফুটিয়া উঠিল। কর্ত্তব্যের কঠিন বন্ধন শিথিল হইল। ন্যায় অন্যায়, সদসৎ বিচার হৃদয় হইতে পলাইল—ধর্ম্মজ্ঞান মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, হৃদয়ের পবিত্রতা, মনের দৃঢ়তা পাপের আবিলতা-সাগরে ডুবিল, সুন্দর মুখের সুন্দর হাসি দেখিয়া, তাহার বান্ধুলি-রাগ-রক্তিম সরস ওষ্ঠে প্রেমের সম্ভাষণ শুনিয়া, তাহার সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন; হৃদয়ের পবিত্রতাকে নরকের অন্ধকারে ডুবাইলেন, হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া ফিরোজার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। ফিরোজাও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সে কটাক্ষে, সে দৃষ্টিতে—কত আশা, কত সুখ, কত কিসের ভরসা দিতে লাগিল। সে কটাক্ষে কত অনুনয়, কত বিনয়, কত আত্মদান প্রকাশ করিতে লাগিল। সে কটাক্ষে কত হলাহল বর্ষণ করিতে লাগিল। মহম্মদ সে বিশ্বপ্লাবী কটাক্ষের সম্মুখে একটী সামান্য কীটাণু কীট। যতী, ঋষি, সাধক যে কটাক্ষের ভয়ে সদাই শঙ্কিত, রথী, মহারথী যাহার তাড়নায় বিমোহিত, মহম্মদ—বিলাস-মদিরায় বিমুগ্ধ, মোহাচ্ছন্ন যুবক যে আজি তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, ফিরোজা পূর্ব্বে জানিলে বোধ হয় এককালে এতগুলি অস্ত্র ত্যাগ করিতেন না। মহম্মদ আত্মহারা, বিহ্বল!

ফিরোজা অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।" প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, নিতম্বিনী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

বসন্তের প্রথম পত্রোদ্গম যেমন নয়নমনের আনন্দদায়ক, নিশীথের সুদূরাগত সঙ্গীতপ্রবাহ যেমন মর্ম্মস্পর্শী, প্রণয়ের প্রথম প্রীতি-সম্ভাষণ তেমনি হৃদয়হারক ও মনের প্রফুল্লতা-সম্পাদক। বিরহের বৈশাখী বৈকালে যখন দর্শন পিপাসায় ছাতি ফাটিতে থাকে, তখন প্রথম মিলনের সেই স্মৃতিই সুশীতল বারিবিন্দু-রূপে হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে। সে স্মৃতি বড়ই মধুর। হৃদয়ের বেলাভূমে সংসার-বারিধির কত তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করে, সুখ-দুঃখ-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে কত কল্লোল কোলাহল সমুত্থিত হয়, মনের ময়দানে সংসারের স্বার্থপরতা, কপটতা, প্রবঞ্চনার নিত্যযুদ্ধে কত শোণিতপাত হয়, তথাপি হৃদয় হইতে সেই প্রথম মিলনের সুখের স্মৃতি কখন মুছিয়া যায় না। তাই বলিতেছি, প্রথম মিলনের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ বড়ই মধুর! ফিরোজা চলিয়া গেলে, মহম্মদ তাঁহার রূপসাগরে আপনাকে আকণ্ঠ মজ্জিত করিয়া, অদ্য যে সকল প্রেমসম্ভাষণ, মধুর আলাপ হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণে প্রত্যেক কথার প্রত্যেক অক্ষর হইতে কত সুখের রত্নরাজি বাহির করিতে লাগিলেন। ফিরোজার প্রেমের জন্য, তাহাকে পাইবার জন্য নরহত্যা করিয়া যে হস্ত কলঙ্কিত করিতে হইবে, সে বিষয় একবার মনের মধ্যে উদয় হইল। একবারও ভাবিলেন না যে, ফিরোজা প্রত্যাশী হইয়া তাঁহাকে কি ভয়ানক আত্মোৎসর্গ করিতে হইতেছে, আপনার অবিনশ্বর আত্মাকে নরহত্যার মহাপাতকে কলঙ্কিত করিতে হইতেছে। অহো! মানব রমণীর প্রণয়প্রার্থী হইয়া, জগতে কত প্রকার কত ভীষণ দুষ্কার্য্যেরই না অবতারণা করিতেছে!

মহম্মদ বসিয়া বসিয়া যতদূর সম্ভব, আপনার সুখের চিত্রকে সুন্দর করিয়া, মনের মতন করিয়া আঁকিতেছেন। মূর্খ মানব, মোহাচ্ছন্ন জীব একবার ভাবে না, তাহার এত যত্নলব্ধ, হৃদয়ের শোণিতে পরিপুষ্ট, সাধের গড়ন, কোন্ অচিন্ত্য, অদৃশ্য পুরুষের একটী সামান্য অঙ্গুলিহেলনে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। একবারও ভাবে না, শত চেষ্টায় শত যত্নের মানস-প্রসূত আশামন্দির—যাহাকে কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া, মনের মত করিয়া হৃদয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা একজনের অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হইবে!

মহম্মদ বসিয়া বসিয়া ভাবিলেন,—খোদাবক্সকে অসিযুদ্ধে নিহত করিব, সে একটা সামান্য প্রাণী, আমি যোদ্ধা, বীর-পুরুষ, আমার সমকক্ষ সে কখনই হইতে পারিবে না। তাহার পর—তাহার পর ভাবিতেও হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হয়, ফিরোজা বিশ্ববিমোহিনী, নিতম্বিনী, রূপসীকুলের গর্ব্বহারিণী, সুন্দরী সুকেশী ফিরোজা আমার হইবে, আমরণ আমার হইয়া থাকিবে। তাহাকে বিবাহ করিব। তাহার অতুল বিষয়-সম্পত্তি;—দুইজনে মনের সুখে, নিত্য নব-প্রেমরঙ্গে, হাস্যকৌতুকে আমাদের জীবন কাটিবে। সুখ, অনন্তসুখ—অবিচ্ছেদ আনন্দ কিঙ্করের ন্যায় সদা সেবা করিবে। কত লোক ঈর্ষাপূর্ণ নয়নে আমার সুখ-সৌভাগ্যের দিকে চাহিবে। ভাগ্য—ভাগ্য—সকলই ভাগ্যের ফল। এত কষ্ট, এত নির্য্যাতনের পর, আমার ভাগ্যে যে আবার এত সুখ হইবে, তাহা কে জানে?

মহম্মদের কল্পনাস্রোতে বাধা পড়িল। হাসি-হাসি-মুখে ফিরোজা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং চঞ্চল-

লোচনে তাঁহার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহম্মদ! আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি—সেই ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ যদি তোমাকে কোন দ্রব্য দিই, তুমি বোধ হয় লইতে অস্বীকার করিবে না?"

মহম্মদ চমকিত হইয়া কহিলেন, "সে কি ফিরোজা! তোমার প্রদত্ত জিনিষে অবহেলা! তোমার যে কোন স্মৃতি-চিহ্ন আমার হৃদয়ের রক্ত অপেক্ষা আমার বেশী আদরের এবং যত্নের।"

"তবে এই লও"—বলিয়া ফিরোজা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দুইটী অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট থলিয়া বাহির করিয়া মহম্মদের হস্তে দিলেন। মহম্মদ প্রণয়িনীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া কহিলেন, "একি ফিরোজা! একি! এ যে মোহর! মোহর কি হইবে ফিরোজা?"

ফিরোজা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "তোমাকে লইতে হইবে। আমি কোন সূত্রে জানিয়াছি, তোমার আপাততঃ বড়ই অর্থের অভাব! আমি—তোমার ভাবী-পত্নী, অর্থের রাশির উপর বসিয়া থাকিব, আর তুমি আমার স্বামী হৃদয়ের দেবতা, অর্থের জন্য চিন্তিত হইবে—আমি কোন্ প্রাণে দেখিব?"

মহম্মদ নীরব;—নিস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায় ফিরোজার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব। তিনি বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছেন। বাস্তবিকই তাঁহার অর্থের অভাব, কিন্তু সে নিগূঢ় তত্ত্ব ফিরোজা, অন্তঃপুর-নিবদ্ধা মহিলা কিরূপে শুনিল, ভাবিয়া আরও বিস্মিত। হঠাৎ তাঁহার মুখে কোন কথা সরিল না।

অনিচ্ছায় অথবা অজ্ঞাতে হস্ত পাতিয়া তোড়া দুইটী গ্রহণ করিলেন, দুটীই ভারী।

মহম্মদ আলিকে তদবস্থ দেখিয়া ফিরোজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহম্মদ! তুমি কি আমার নিকট হইতে টাকা লইতে কুণ্ঠিত হইতেছ? এখনও কি তুমি আমায় পর ভাবিতেছ? তোমার সামান্যমাত্র দুঃখ দূর করিতে আমি যখন আমার জীবন ত্যাগ করিতে পারি, তখন টাকা ত সামান্য কথা! তুমি যদি না লও, আমার দুঃখের অবধি থাকিবে না।"

মহম্মদ টাকার তোড়া দুইটী সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "ফিরোজা! তুমি আমার মনের ভাব বুঝিতে পার নাই। আমি ভাবিতেছি, তুমি আমার এ গোপনীয় বিষয় কিরূপে জানিলে? সত্য আমার অর্থের অভাব, এত অভাব যে, শীঘ্র কিছু অর্থের সংগ্রহ করিতে না পারিলে লোকের নিকট আমার মুখ দেখান ভার হইবে, কিন্তু সে বিষয় কেহই জানে না। তুমি—"

বাধা দিয়া মহম্মদের হাত ধরিয়া ফিরোজা কহিলেন, "যেরূপে হউক জানিয়াছি এবং যাহাতে তোমাকে লোকের নিকট অপদস্থ হইতে না হয়, তাহারও উপায় করিয়াছি। এই দুইটী তোড়াতে দুই হাজার মোহর আছে, ইহাতেই আপাততঃ তোমার একরূপ চলিবে, আবশ্যক হইলে আবার দিব।"

আনন্দে এবং বিস্ময়ে মহম্মদের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "ফিরোজা! আমি এত ঋণ গ্রহণ করিয়া কি করিব? একটীতেই আমার যথেষ্ট হইবে।"

তিরস্কারের হাসি হাসিয়া ফিরোজা কহিলেন, "ঋণ কি মহম্মদ! তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ আছে? যে যাহাকে হৃদয় দিতে পারে, ইহজীবনের সুখ দুঃখ যে যাহার হস্তে সঁপিয়া দিতে পারে, সে কি পাইবার প্রত্যাশায় তাহাকে টাকা দেয়? হৃদয়. অপেক্ষা—প্রাণের ভালবাসা অপেক্ষা টাকার মূল্যই কি এত বেশী? যখন তোমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি, যখন ইহ-জীবনের সুখ দুঃখের কাণ্ডারী করিয়াছি, তখন আমার যে বিভব আছে, তাহা তোমায় দিতে কি আর বাকি আছে! সুন্নই তোমার মহম্মদ!"

মহম্মদ আর কথা কহিতে পারিলেন না। ফিরোজার মধুর বচনে তাঁহার সর্ব্বাবয়বে সুধা সিঞ্চিত হইল। তিনি তোড়া দুইটী বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া কহিলেন, "ফিরোজা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, খোদাবক্স আলির ভয়ে তোমাকে আর অধিক দিন ভীত থাকিতে হইবে না।"

মহম্মদ চিত্তহারিণীর নিকট প্রেমের দাদন লইয়া, সে দিনের মত বিদায় হইলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ।

চতুরালী।

সন্ধ্যার অন্ধকারকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া পূর্ণেন্দুর বিমল-ভাতি ধরাতলে ছড়াইয়া পড়িল। মহম্মদ আলি ফিরোজার নিকট বিদায় লইয়া নগরের উপকণ্ঠে নিজ বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। সুখকল্পনায় হৃদয় ভাসাইয়া সমস্ত রজনী জাগিয়া কাটাইলেন। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন।

মহম্মদ আলির আদি বাসস্থান লাহোরের অন্তর্গত কোন গণ্ডগ্রামে। তাঁহার পিতা ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ আলি ব্যবসা উপলক্ষে দিল্লীতে আসিয়া বাস করেন; কিন্তু ব্যবসা ভাল না লাগায় সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তথায় কয়েক বৎসর বেশ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন, শেষে কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ কর্ম্মচ্যুত হন। সেই অবধি আর কোন কর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। দিল্লীর ন্যায় বিলাসিতা-পূর্ণ সহরে অবিভাবক-হীন যুবকের যে গতি হয়—মহম্মদ আলিও তাহার হস্ত হইতে

পরিত্রাণ পায় নাই। ক্রমে তাঁহার স্বভাব চরিত্রের বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। অপরাপর দোষের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল। তাঁহার অপরাপর পরিজনবর্গ, যাঁহারা দিল্লীতে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

মহম্মদ আলি দিল্লীতে এখন একা। তাঁহাকে কার্য্য-বিশেষে বাধা দিতে আর কেহ নাই। অপরিণত যুবক বুদ্ধি-দোষে, পিতার বহুকষ্ট সঞ্চিত অর্থরাশি দ্যূতক্রীড়ায় নষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। দেশ হইতে টাকা আনাইলেন, দেখিতে দেখিতে তাহাও ফুরাইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফিরোজার নিকট এই দুই হাজার মোহর না পাইলে, লোকের নিকট তাঁহাকে অপমানিত, অপদস্থ এবং শেষে হয় ত রাজদণ্ডেও দণ্ডিত হইতে হইত।

ফিরোজার নিকট মহম্মদ আলি প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন, খোদাবক্সকে খুন করিবেন। তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছেন, তাহার বাসস্থান কোথায়, তাহাও জানেন না। এই বিস্তৃত, বহুলোক-পূর্ণ সহরের মধ্যে তাহার কোথায় সাক্ষাৎ পাইবেন, এই এখন তাঁহার প্রধান ভাবনা। সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়াও তাহার বাসস্থানের সন্ধান পাইলেন না। সন্ধ্যার সময় ফিরোজা-বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া শুনিলেন, বিবি সাহব বাড়ীতে নাই। কার্য্যবশতঃ কোথায় গিয়াছেন, দাস-দাসী তাঁহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না। তিনি ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সে রাত্রি সেইরূপেই কাটিয়া গেল। প্রভাতে আবার খোদাবক্সের সন্ধানে বাহির হইলেন, কত স্থানে অনুসন্ধান করিলেন—সকলই বৃথা হইল।

সন্ধ্যার সময় আবার ফিরোজার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজিও সেই উত্তর। ফিরোজা বাড়ীতে নাই। নিরাশায় প্রণয়ীহৃদয়ে আঘাত লাগিল। মহম্মদ আলির মনে এই প্রথম সন্দেহের একটী কালছায়া অস্ফুট দেখা দিল। ভাবিলেন, "ফিরোজা ত আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছে না? ভালবাসায় ভুলাইয়া, অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া ত স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে না?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন একটী গলির মধ্যে গবাক্ষপথে কোন সুন্দরীর মুখ-চন্দ্রিমা মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল, ফিরোজা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না। বাটীখানি কাহার, সন্ধান লইলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। মনের মধ্যে ঘোর সন্দেহের উদয় হইল। এ প্রহেলিকার অর্থ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্যমনে ভাবিতে ভাবিতে মহম্মদ আলি চলিতেছেন। ফিরোজার সহিত সাক্ষাৎ—তাহার সহিত আলাপ—প্রণয়লাভে হৃদয়ের উন্মত্ততা—প্রেমসম্ভাষণ—খোদাবক্স আলিকে হত্যা করিতে অঙ্গীকার, ফিরোজার রূপলাবণ্য, যৌবন, সরল সুন্দর স্বভাব—সর্ব্বোপরি সুন্দর মুখ ভাবিতে ভাবিতে মহম্মদ আলি বরাবর চলিতেছেন। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছেন, এক-

বারও ভাবিবার অবসর পান নাই। কতক্ষণ চলিতেছেন, কতদূর আসিয়াছেন, একবারও লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। যখন চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন—সহর হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে। সহরের এ প্রদেশটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, লোকজনের বাস অতি বিরল। তিনি গৃহাভিমুখী হইলেন।

মুখ ফিরাইবামাত্র মহম্মদ আলি অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন, একজন লোক মন্থরগমনে পথের একপার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। দ্রুতপদে নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"এই না খোদাবক্স আলি!"

পথিকও চমকিত হইয়া মহম্মদের মুখের দিকে বিস্ময়-সন্দেহ-বিজড়িতনেত্রে চাহিতে লাগিল। মহম্মদ আলি তাহাকে সেইরূপে দৃষ্টি করিতে দেখিয়া কহিলেন, "কি দেখিতেছিস্ বদ্‌মায়েস! এত রাত্রে এখানে কেন? আমার সঙ্গে কোথায় যাইতেছিলি! খুনে—ঘাতক! নিশ্চয় তোর কোন বদমৎলব ছিল।" এই বলিয়া মহম্মদ তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। খোদাবক্স তাহার হাত মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইল; কিন্তু পারিল না। মহম্মদ আলি তাহার গণ্ডে এক ঘুসা মারিয়া কহিলেন,—"তুই ডাকাত! তুই খুনে! আমি তোকে সহজে ছাড়িব না।"

খোদাবক্স কহিল, "ব্যাপারখানা কি? আমার সহিত তোমার কখন আলাপ পরিচয় নাই; সুতরাং শত্রুতাও নাই। কেন আমায় অপমান করিতেছ? আমার হাত ছাড়—আমায় যাইতে দাও।"

মহ। যাইতে দিব! তোমায় খুন করিব! তুমি ডাকাতের সর্দ্দার!

খোদা। আমি ভদ্রলোক—নিরীহ, কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই। আমার প্রতি এ সকল অত্যাচার কেন?

মহ। কাপুরুষ! ভীরু!

খোদাবক্স তথাপি কোন উত্তর করিল না; কিন্তু তাহার মুখেও কোন ভয়ের লক্ষণ দেখা গেল না। মহম্মদ আলি খোদাবক্সের এইরূপ স্বভাব দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি তাহাকে এত অপমান করিলেন, তথাপি তাহার ক্রোধোদয় হইল না। তাঁহার নিকট এ সময়ে কোন অস্ত্র শস্ত্র নাই, কেবল একগাছি সামান্য যষ্টি মাত্র। তাঁহার মনে বড়ই ক্ষোভ হইল—হায় হায়! এমন সময়ে অস্ত্র নাই! ফিরোজার পরম শত্রুকে সম্মুখে পাইয়াও ছাড়িতে হইল!

খোদা। তোমার অপেক্ষা ভীরু কাপুরুষ আর আছে? একজন অসহায় ভদ্রলোককে বিনাদোষে অপমানিত করিতেছ।

মহ। কি! আমি ভীরু! আমি কাপুরুষ!

খোদা। নিশ্চয়ই! এতক্ষণ ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলি নাই—সকলই সহ্য করিয়াছি।

মহ। তুমি কি বলিতে চাও? জান, কাহার সহিত কথা কহিতেছ? আমি একজন সৈনিক-পুরুষ, তোমার মত ভীরু কি আমার সমকক্ষ?

খোদা। অস্ত্র পাইলে দেখা যাইত, কে কেমন খেলোয়ার!

মহ। বাঃ! লোকটার সাহসও ত কম নয়! আমার সঙ্গে তলোয়ার খেলিতে চায়!

খোদা। আচ্ছা, যদি কখন অবসর পাই, এ অপমানের প্রতিশোধ লইব। পাঠান কখন অন্যকৃত অপকার বিস্মৃত হয় না; জীবন পর্য্যন্ত তাহাদের পণ।

মহ। ভাল, তোমায় শীঘ্রই আমি অবসর দিব। তোমায় অপমান করিয়াছি সত্য, আমার ক্ষমতা আছে—করিয়াছি, তোমার থাকে—প্রতিশোধ দিও।

খোদাবক্স আর কিছু না বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল দেখিয়া মহম্মদ আলি কহিলেন, "কাল আবার দেখা হইলে, কাহার কত বল বোঝা যাইবে।"

খোদাবক্স আর কোন উত্তর দিল না, আপন মনে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। মহম্মদ ভাবিলেন, লোকটা ভারি কাপুরুষ। স্ত্রীলোকের উপর যাহারা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের আবার সাহস কোথায়? যাহা হউক, এইবার পাষণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আর উহাকে ফিরিতে দিব না। ফিরোজার সুখের পথের কণ্টক উদ্ধার করিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব। কিন্তু ফিরোজা যদি তাহার প্রতিজ্ঞা না রাখে? কখনই না—অসম্ভব! ফিরোজার মত সুন্দরী—তাহার মত সরলা জগতে দুর্লভ। এই কণ্টক দূরীভূত হইলেই সেই ফিরোজা আমার হইবে।

মহম্মদ বাড়ীতে ফিরিলেন। চিন্তায় সর্ব্বরীর শেষ হইল। মানবের মনে আশার নবকলিকা ফুটাইয়া দিনদেব উদয়াচলে দেখা দিলেন। মহম্মদ অতিকষ্টে দিবাভাগ যাপন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত হইতে লাগিলেন। গত কল্য নিকটে অস্ত্র না থাকায়, খোদাবক্স আলিকে সম্মুখে পাইয়াও

ছাড়িতে হইয়াছে, সেই জন্য অন্য বাহির হইবার পূর্ব্বে বস্ত্রমধ্যে একখানি ছোরা এবং একটী দুই মুখো পিস্তল লইলেন। সর্ব্বাগ্রে ফিরোজার বাটীতে যাইয়া হাজির হইলেন; কিন্তু আজিও সেই উত্তর—বিবিসাহেব বাটীতে নাই। তাঁহার মনে মহা সন্দেহের সঞ্চার হইল। ফিরোজা কি সত্যই বাটীতে নাই, আমার সহিত কি চাতুরী খেলিতেছে? অসম্ভব! যাহাকে আত্মদান করিতে প্রতিশ্রুত, যাহার কষ্ট নিবারণের জন্য ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত—তাহার সহিত চাতুরী—অসম্ভব!

মহম্মদ আলি নিরাশ হৃদয়ে আশার ক্ষীণরেখা ধরিয়া ফিরিলেন।

চতুর্থ তরঙ্গ।

বন্দী।

মহম্মদ আলির নিকট অশ্ব অস্ত্র আছে। গত রজনীতে যে স্থানে খোদাবক্সের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, অশ্বও তথায় তাহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য, সেইদিকে ধীরগমনে চলিতে লাগিলেন।

জ্যোৎস্না-স্নাত রজনী। দিল্লীর রাজবর্ত্মে লোক-সমাগম ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইয়া আসিতেছে। কদাচিৎ দুই একজন ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। মহম্মদ আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছেন। তাঁহার ভাবনার আদি নাই, অন্ত নাই। আকাশ পাতাল ভাবনা। ফিরোজা কোথায়? সহসা এরূপ অদৃশ্য হইবার কারণ কি? খোদাবক্সকে হত্যা করিলেও যদি ফিরোজার সহিত আর সাক্ষাৎ না হয়—যদি সে তাহাকে আর দেখা না দেয়—ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মহম্মদ আলি চলিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্ব দিয়া একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল। দ্বার অর্দ্ধ উন্মুক্ত—গাড়িতে একজন পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক

রহিয়াছে, তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল। গাড়িখানি যখন তাঁহার নিকট হইতে এক রশি আন্দাজ পথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাহার মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠের কাতরধ্বনি, তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। তিনি সে দিকে প্রথমে তত লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই শকটস্থ রমণী ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। আবার সকলই নিস্তব্ধ—আবার, আবার সেই চীৎকার! "গাড়োয়ান গাড়ি থামাও—আমায় খুন কর্‌লে—কে কোথায় আছ, আমায় বাঁচাও——"

মহম্মদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সেইদিকে ছুটিলেন। রমণী গাড়ি হইতে নামিয়া পলাইতে লাগিল। সমভিব্যাহারী যুবকও গাড়ি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রমণীকে বলপূর্ব্বক ধরিল। রমণী আবার চীৎকার করিয়া কহিল,—"ছাড়—ছাড়—আমায় ছাড়—তোমার পায়ে পড়ি,—আমায় খুন ক'রো না—আমায় প্রাণে মেরো না।" তথাপি দুর্বৃত্ত নিরস্ত হইল না, একখানা ছোরা বাহির করিয়া রমণীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কাতরকণ্ঠে—প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রমণী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায়! কেহ কি হতভাগিনীকে রক্ষা করিতে নাই!"

"ভয় কি, আমি তোমায় রক্ষা করিব" বলিয়া মহম্মদ আলি ছুটিতে ছুটিতে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আক্রমণকারী পুরুষ তাঁহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া, রমণীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্শ্বস্থ এক অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। মহম্মদ দেখিলেন, যুবতী ভয়ে থর্ থর্ কাঁপিতেছে, তাহার বস্ত্রের স্থানে স্থানে রক্তের চিহ্ন। তিনি পলাতকের অনুসরণ না

করিয়া যুবতীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাহাকে অভয়দান করিয়া কহিলেন, "ভয় কি! শান্ত হও, আর তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমায় রক্ষা করিব।"

রমণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "মহাশয়! আজি আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। আপনি সময়ে উপস্থিত না হইলে, দুষ্ট আমাকে হত্যা করিত। উঃ! কি পাষণ্ড!"

মহম্মদ আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও পুরুষটী তোমার কে? তোমায় মারিতেছিল কেন?"

যুবতী চতুর্দ্দিকে ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "সে অনেক কথা মহাশয়! এখানে কিছু বলিতে পারিব না। দুর্বৃত্ত আবার এখনি আসিবে। আমায় সে খুন করিবে। আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, আমার জাতিকুল রক্ষা করুন। আমায় বাড়ীতে রাখিয়া আসুন। আপনি ভদ্রলোক, একটী ভদ্রপরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা করুন। রাস্তায় লোক জমিতেছে, আমায় বাঁচান—বাড়ীতে আপনাকে সকল কথা বলিব।"

মহম্মদ আলি সম্মত হইলেন। রমণীর কাতর প্রার্থনায় তাঁহার সাধারণত উন্নত হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি রমণীর সহিত গাড়িতে উঠিলেন। কোথায় যাইতে হইবে, যুবতী গাড়োয়ানকে বলিয়া দিল। গাড়ি চলিতে লাগিল।

পথে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। গাড়ি ক্রমাগত চলিতে লাগিল। রমণী মহম্মদ আলির পার্শ্বেই উপবিষ্ট। গাড়ির জানালা উন্মুক্ত। উভয়ে আপন আপন ভাবনায় অনন্যমনা। গাড়ি সহরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমাগত অর্দ্ধঘণ্টা চলিয়া গাড়িখানি একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল

বাটীর দ্বারে আসিয়া লাগিল। রমণী কহিল,—"আর ভয় নাই—আমরা বাটী আসিয়াছি, আসুন মহাশয়!"

যুবতী গাড়ি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মহম্মদ আলি পশ্চাতে। বাটীখানির অবস্থা কিরূপ, মহম্মদ আলি ভাল বুঝিতে পারিলেন না। যুবতী তাঁহার হস্ত ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। তাঁহারা দ্বিতলে উঠিলেন। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়, মহম্মদ আলির মনে কেমন একটা ভাসা ভাসা সন্দেহের আবছায়া পড়িল।

রমণী তাঁহাকে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসাইয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।"

মহম্মদ আলির সন্দেহ আরও বাড়িল। কহিলেন, "সুন্দরি! এত বড় বাড়ী, কৈ লোকজন কাহাকেও ত দেখিতেছি না? তোমার কার্য্য দেখিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন ভিতরে কিছু আছে।"

হাসিয়া রমণী কহিল, "ভয় কি মহাশয়! আপনি কি কোনরূপ সন্দেহ করিতেছেন? একজন অবলা স্ত্রীলোকের উপর এত সন্দেহ কেন?"

মহ। আজি কালিকার দিন সময় বড় খারাপ। কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না।

যুবতী। আপনি পুরুষ মানুষ—আমি স্ত্রীলোক, আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন। আমার দ্বারা কি কখন আপনার কোন অনিষ্ট হইতে পারে? উদ্বিগ্ন হইবেন না—অপেক্ষা করুন, আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছি।"

রমণী চলিয়া গেল। মহম্মদ আলি একখানি চেয়ারে বসিয়া

গৃহের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৃহখানি বেশ সজ্জিত। দেওয়ালের গায়ে নানা প্রকারের ছবি।

প্রায় পনের মিনিট কাল অতীত হইল, তথাপি রমণী ফিরিল না। মহম্মদ আলি ক্রমশই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আরও দশ মিনিট সময় গত হইল, তথাপি রমণীর দেখা নাই। ভাবিলেন, "গতিক ভাল নয়—প্রথম হইতেই ঘটনাটী আমার কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছে। সে পুরুষ কে? এ রমণীই বা কে? তাহার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? কোথায় যাইতেছিল? গাড়োয়ান কি পরিচিত? একবার বলিবামাত্র ত বেশ বাটীর দ্বারে আসিয়া থামিল! বাটীর অপরাপর লোকজন, দাস-দাসী কাহাকে ত দেখিতেছি না। ইহার মূলে কি কোন কু-অভিপ্রায় আছে? এখানে আর আমার অপেক্ষা করা ভাল দেখায় না—প্রস্থান করি। সৌজন্যের খাতিরে এতক্ষণ রহিলাম—আর না।"

মহম্মদ উঠিলেন। যে দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইতে গিয়া দেখিলেন, বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ। যুগপৎ তাঁহার মনে ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হইল। বুঝিলেন, কোন প্রকার চক্রান্ত হইয়াছে! তাঁহাকে কৌশলে আবদ্ধ করা হইয়াছে! মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁপিল—পরক্ষণেই তাঁহার অধরে ঘৃণার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার অর্থ—আজি তিনি সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছেন। যদি কেহ কু অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তিনিও আত্মরক্ষার্থে তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিতে ভুলিবেন না।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, ছোরাখানি বাহির

করিবার জন্য বস্ত্রের মধ্যে হাত দিলেন। কি আশ্চর্য্য! ছোরা নাই। বড়ই বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, ছুটিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে। যাউক, এখনও পিস্তল আছে—তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। জামার জেবে হাত দিয়া দেখেন, তাহাও অদৃশ্য। কি দুর্দ্দৈব! সেই সময়ে শত বজ্রপতন হইলে কিংবা কোন অমানুষিক ঘটনার সমাবেশ দেখিলে, মহম্মদ আলি অধিক চমৎকৃত বা স্তম্ভিত হইতেন না। তাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল—মুখ শুখাইল। যাহার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিবেন—শত্রু আসিলে ধরাশায়ী করিবেন ভাবিয়া, সাহসে হৃদয় বাঁধিয়াছিলেন, সে আশার সেতু ভগ্ন হইয়া গেল! তাঁহার মনে হইল, তবে এ রমণী কে?

আপন মনে আপনা আপনি দুই তিনবার প্রশ্ন করিলেন, এ রমণী কে? আমি তাহার কি অনিষ্ট করিয়াছি, তাই সে আমার প্রাণের হানি করিবে? রমণী দস্যু! তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল, রমণী দস্যু—কৌশলময়ী। ছলনা পূর্ব্বক আমাকে এখানে আনিয়াছে—এটী দস্যু-নিকেতন। কৌশলে অস্ত্র-শস্ত্রহীন করিয়া আমাকে পশুর মত হনন করিবে। উঃ! কি পৈশাচিক কাণ্ড! কি অত্যাচার! সর্ব্বোপরি চমৎকার রমণীর কৌশল—তাহার হাতের কৌশল—সাবাস সাবাস—আমার পকেট হইতে ছোরা, পিস্তল তুলিয়া লইল, আমি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলাম না। সাবাস তাহার সাহস! সাবাস তাহার চাতুরী!

নীরবে মহম্মদ আলি ভাবিতে লাগিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য। কি উপায়ে জীবন রক্ষা করি। অসহায়, নিরস্ত্র—দস্যুগৃহে

বন্দী! হায়, কেন যুবতীকে রক্ষা করিতে যাইলাম,—কেন তাহার মধুর কথায়, সরল বিশ্বাসে ভুলিলাম—কেন তাহাকে বিশ্বাস করিলাম! ফিরোজার আশা জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইল! ফিরোজা—বিশ্বসুন্দরী ফিরোজাকে আর পাইলাম না। কোথায় মনে—"

তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করিয়া ডাকিল, "সেলাম-আলি সাহেব!"

মহম্মদ আলি চিন্তায় বাধা পাইলেন। বিস্মিত হইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। এবার আরও বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইলেন। হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "খোদাবক্স আলি!"

পঞ্চম তরঙ্গ।

আমি খোদাবক্স আলি।

ভয়ে বিস্ময়ে মহম্মদ আলির মুখ হইতে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে বহির্গত হইল, "খোদাবক্স আলি!" উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন,—উভয়েই নীরব। মহম্মদ আলির মুখে ভয় বিস্ময়ের ছায়া—খোদাবক্স আলির মুখে ঈষৎ হাস্যরেখা, অপাঙ্গে কুটিল ভ্রুকুটী। কিয়ৎক্ষণ পরে মহম্মদ আলি স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"এতক্ষণে বুঝিলাম, খোদাবক্স আলি! এ কাহার ষড়যন্ত্র! এতক্ষণে বুঝিলাম, আমি কাহার জালে আবদ্ধ! দয়া প্রকাশ করিতে গিয়া আমার এই অবস্থা! তুমি অতি নীচ, কাপুরুষ! তোমার চতুরতায়—তোমার ষড়্যন্ত্রে, তোমার কুটিলতায় ধিক্! তোমার প্রতিহিংসাও ধিক্! রমণীর মোহজালে আবদ্ধ করিয়া, প্রতারণার বিতংস পাতিয়া আজ আমায় বন্দী করিয়াছ—আজ আমায় খুন করিবে!"

খোদাবক্স কহিলেন, "তোমার ভুল আলি সাহেব—তোমার ভুল! তোমায় খুন করিবার জন্য এখানে আনি নাই, তোমার জীবন রক্ষা করিতে এখানে আনিয়াছি।"

মহ। জীবন রক্ষা বটে! নির্ম্মম ঘাতুক—পাষণ্ড পিশাচ! জীবন রক্ষা ইহাকেই বলে বটে! এত দয়া তোমার শরীরে খোদাবক্স! তোমার মুখে দয়ার কথা শুনিলে দয়ার অপব্যবহার হয়! ছলনা, চাতুরী যাহার নিত্য ক্রিয়া; চুরি, জুয়াচুরি, বাটপারি যাহার অবিচ্ছিন্ন সহচর; নরহত্যা, নারী-নির্য্যাতন যাহার ক্রিয়া-কৌতুক, তাহার মুখে দয়ার কথা—অপরের জীবন রক্ষার কথা শুনিলে ভয়ে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়! আমার পিস্তল, আমার ছোরা কোথা খোদাবক্স আলি? আমার জীবন রক্ষা করিবে যদি, তবে কৌশলে এ সকল অপহরণ করিলে কেন? তোমার জীবন রক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়াছি, আমায় নিরস্ত্র করিয়া, নিঃসহায় অবস্থায় সামান্য পশুর ন্যায় হত্যা করিবে—কেমন এই ত?

খোদা। এও তোমার ভুল আলি সাহেব। তোমায় অস্ত্রহীন না করিলে এতক্ষণ মহা অনর্থ ঘটিত, তুমি আত্মরক্ষার জন্য আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইতে এবং আমাকেও জীবনরক্ষা করিতে তোমার জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে হইত।

মহ। আমি সশস্ত্র থাকিলে সেটা তত সহজ হইত না।

খোদাবক্স সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। মহম্মদ সে হাসির অর্থ তখন বুঝিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় তবে এখানে আনার উদ্দেশ্য?"

খোদা। উদ্দেশ্য অতি মহৎ! পৈশাচিক মায়াজাল হইতে তোমার উদ্ধার সাধন এবং তোমার জীবন দান!

মহ। অসম্ভব! শত্রু কি শত্রুর জীবন রক্ষা করে কখন?

খোদা। এও তোমার ভুল, আমি তোমার শত্রু নই।

মহ। কিন্তু আমি তোমার শত্রু! আমি তোমায় অপমান করিয়াছি—তোমায় প্রহার করিয়াছি, এবং—

খোদা। অবসর পাইলে খুনও করিতে, কেমন?

মহম্মদ আলি কথা কহিলেন না, খোদাবক্সের মুখের দিকে কেবল চাহিলেন মাত্র। খোদাবক্স ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা মহম্মদ আলি! আমরা পরস্পর অপরিচিত, তোমার বাড়ী এক দেশে, আমার বাড়ী এক দেশে, পূর্ব্বে কেহ কখন কাহাকে দেখি নাই; সুতরাং আলাপ পরিচয়ও নাই। এরূপ অবস্থায় পরস্পর পরস্পরের শত্রু হওয়া অসম্ভব। আমার কথা ছাড়িয়া দাও, আমি মিথ্যাবাদী, কপটাচারী, নরহন্তা প্রভৃতি, কিন্তু তুমি ত সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সারল্যে পরিপূর্ণ, এ অবস্থায় তুমি আমার অকারণ-শত্রু কেন হইলে? বিনা দোষে কেন আমায় আক্রমণ করিলে? রাস্তার মধ্যে—সাধারণ রাজপথে দাঁড়াইয়া কেন আমায় অপমান করিলে?

মহ। তাহা আমি বলিব না।

খোদা। তা না বল, আমি কিন্তু জানি!

মহ। তুমি জান?

খোদা। হাঁ আমি জানি! আশ্চর্য্য হইওনা মহম্মদ আলি, শুনিলে স্তম্ভিত হইবে, তোমার গূঢ় মন্ত্রণা, তোমার হৃদয়ের গুপ্ত অভিপ্রায়, নখদর্পণের ন্যায়, আমার হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত। তোমার উদ্দেশ্য—আমাকে অপমান করিবে, আমায়

উত্তেজিত করিবে, আমি কলহে প্রবৃত্ত হইব। তুমি আমাকে হত্যা করিয়া—স্বকার্য্য সাধন করিবে কেমন ?

মহম্মদ আলি নীরব, কোন কথা কহিলেন না খোদাবক্স পুনরায় কহিলেন, "আমার সঙ্গে যদি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, এস, আমি রাজি আছি।"

মহ। কখন ? কোথায় ?

খোদা। এখনই—এইখানে।

মহ। অসম্ভব! আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকার হইতে পারিলাম না। তুমি আমায় প্রতারণা করিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া এখানে আনিয়াছ। যদি খুন করিবারই অভিপ্রায় থাকে, তবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অভিনয়ে আর প্রয়োজন কি ?

খোদা। আমার কথায় বিশ্বাস কর। আমি তোমায় খুন করিতে আনি নাই! এ স্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মহ। প্রতারকের কথায় বিশ্বাস কি! আমি আমার জীবনে কখন এত প্রতারিত, এত প্রলুব্ধ হই নাই।

খোদা। সত্য, এত প্রতারিত, এত প্রলুব্ধ কখন হও নাই। রমণীর মোহবাক্যে যাহার মন আকৃষ্ট, সর্ব্বনাশী হাসিতে যাহার অন্তর মুগ্ধ, বিলাস-চাপল্যে, যৌবন-লাবণ্যে যাহার নয়ন নিবদ্ধ, তাহাকে পদে পদে প্রতারণার হাতে পড়িতে হয়!

মহ। বিপন্নের সাহায্য তোমার মতে তবে অকার্য্য ? আমি রূপ-লালসায় মুগ্ধ কিম্বা বিলাস-চাপল্যে বিভ্রান্ত হইয়া এখানে আসি নাই, কিংবা তাহাকে সাহায্য করিতে ধাবিত হয় নাই। আজি হইতে বুঝিলাম, দয়া প্রকাশ কেবল আত্মবিনাশের হেতু, পরোপকার অধর্ম্ম!

খোদা। সূক্ষ্ম বিচার! খোদাবক্সের জীবন-সংহার—কোন্ ধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া স্বীকার পাইয়াছিলে? রূপমুগ্ধ প্রতারিত যুবক! খোদাবক্সকে খুন করিবার জন্য দুই হাজার মোহর হাতে লইয়াছিলে, কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে? সেও কি পরোপকার মহম্মদ আলি?

মহম্মদ আলি শিহরিলেন। অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কম্পিত হইল! বদন বিশুষ্ক, বিবর্ণ; নয়ন প্রভাহীন, অঙ্গযষ্টি কম্পমান। লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে খোদাবক্সের মুখের দিকে চাহিলেন। মুখে বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না।

খোদা। দুই হাজার মোহার—মনে পড়ে আলি সাহেব! খোদাবক্স আলিকে হত্যা করিবার জন্য দুই হাজার মোহর দাদন লইয়াছ—ঘাতকের ভার গ্রহণ করিয়াছ; ধিক্, তোমায় ধিক্! রূপসীর কৃতদাস—নরহন্তা মহম্মদ আলি!

মহম্মদ আলি থর থর কাঁপিলেন। মুখে পাণ্ডুবর্ণের ছায়া পড়িল। মনে মনে ভাবিলেন,—এ খোদাবক্স আলি কে?

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া মহম্মদ আলি কহিলেন, "এখন আমি বোধ হয় যাইতে পারি?"

খোদা। তুমি আমায় প্রহার করিয়াছ।

মহ। হাঁ, সত্য করিয়াছি।

খোদা। তোমার উদ্দেশ্য—আমি তোমার সহিত বিবাদ করিব, তুমি আমায় খুন করিবে, কেমন?

মহ। হাঁ, তাও সত্য।

খোদা। এস, আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এস, তলোয়ার লও।

খোদাবক্স আলি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পার্শ্বের গৃহ হইতে দুইখানি তলোয়ার লইয়া আসিলেন। কহিলেন, "লও,—অসি গ্রহণ কর।"

মহম্মদ। আমি তোমার সহিত এখানে তলোয়ার খেলিব না। এ স্থান নিরাপদ নয়—আমি একক, তোমার বন্ধুবান্ধব লুকাইয়া আছে। আমি জয়ী হইলেও নিরাপদে বাহির হইতে পারিব না। তাহারা আমায় খুন করিবে।

খোদা। তোমার জীবনের ভয়ই কি এত বেশী। অর্থলুব্ধ ঘাতকের জীবনের এত মমতা ভাল নয়! আলি সাহেব! এই উপযুক্ত সময়। এমন সুযোগ আর পাইবে না। আমার জীবনের উপর তোমার কত আশা, কত সুখ নির্ভর করিতেছে। আমাকে খুন করিলে ফিরোজাকে বিবাহ করিতে পাইবে।

মহ। আমি তোমার সহিত লড়িব না, আমায় যাইতে দাও।

খোদা। কখনই না। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, নচেৎ তোমাকে খুন করিব—আমার অপমানের প্রতিশোধ লইব।

মহম্মদ আলি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। একখানি তলোয়ার বাছিয়া লইলেন। ফিরিয়া ঘুরিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমি প্রস্তুত, কিন্তু এখনও বলিতেছি, যদি প্রতিহিংসা লইবার বাসনা থাকে, লড়াইয়ের অভিনয়ে কাজ নাই, স্বকার্য্য সাধন কর। আমায় হত্যা কর—আমি তলোয়ার গ্রহণ করিব না। তোমরা অনেক, আমি একা।"

খোদা। এ বাটীতে আর কেহ নাই, তুমি আর আমি।

তথাপি মহম্মদ আলির বিশ্বাস হইল না! খোদাবক্স আলির বার বার তিরস্কারে উত্তেজিত হইয়া শেষে অসি ধরিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুইজনেই সমান। অসির ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ঝন্ ঝন্ শব্দে চারিদিক পূর্ণ হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়ের সম্মতিক্রমে উভয়েই নিরস্ত হইলেন। খোদাবক্স কহিলেন, "কেমন আলি সাহেব! এখন সন্তুষ্ট হইয়াছ—এখন দেখিতেছ, কেহ লুকাইয়া নাই—কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকা হইতেছে না?"

মহ। না।

খোদা। তুমি একজন বেশ ভাল খেলোয়ার। আমি তোমার খেলায় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

মহ। তোমার প্রশংসায় প্রীত হইলাম।

খোদা। তুমি জান, আমি ইচ্ছা করিলে তোমায় খুন করিতে পারিতাম। দুইবার তোমার ভুল হইয়াছিল।

মহম্মদ আলি শিহরিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার দুইবার ভুল হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, খোদাবক্স আনাড়ি অনভিজ্ঞ খেলোয়ার, তাঁহার ভুল লক্ষ্য করে নাই।

খোদা। এতক্ষণে বুঝিতে পারিতেছ, কোন রকম অধর্ম্ম বা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে না। যদি তুমি যুদ্ধে মর, জানিবে, ধর্ম্ম-যুদ্ধেই তোমার প্রাণ গিয়াছে।

মহ। তাহা হইলে এখনও তোমার যুদ্ধের ইচ্ছা আছে?

খোদা। বাঃ! এখনই শেষ! তুমি আমাকে খুন করিবার জন্য দুই হাজার মোহর লইয়াছ, আমায় অপমান করিয়াছ, আর আমি তোমায় অমনি ছাড়িব!

খোদাবক্সের প্রত্যেক কথা, মহম্মদ আলির হৃদয়ে তপ্ত-শলাকার ন্যায় যাতনা দিতে লাগিল। রহস্যময় শত্রুর রহস্যে তাঁহার হৃদয় উদ্ভিন্ন হইতে লাগিল।

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহম্মদ আলি এবার দেখিলেন, আততায়ী তাঁহা অপেক্ষা অনেক বলবান্, অনেক কৌশলী এবং অনেক ভাল খেলোয়ার। লঘুহস্তে তাঁহার অসিচালনা দর্শনে মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর, খোদাবক্স আলি কৌশলে মহম্মদ আলিকে অসিচ্যুত করিলেন। মহম্মদ আলি বুঝিলেন, তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত। তিনি রূপমোহে মুগ্ধ এবং অর্থলোভে প্রলুব্ধ হইয়া একজনের প্রাণ নষ্ট করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এইরূপেই তাঁহার দণ্ড হওয়া উচিত। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন,—"আর কেন খোদাবক্স! এই তোমার প্রতিহিংসার সময়—আমায় দ্বিখণ্ড কর, আমার পাপের সমুচিত দণ্ড হউক।"

খোদা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তোমায় খুন করিবার অভিপ্রায়ে আনি নাই, তোমার জীবন রক্ষা করিতে আনিয়াছি। আমার কথার নড় চড় হয় না। মুখে যাহা বলি, কাজেও তাহাই করি।

মহ। তবে এ অভিনয়ের প্রয়োজন কি? এ অসিযুদ্ধের উদ্দেশ্য?

খোদা। তোমার জীবন রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে।

মহ। রহস্যময় পুরুষ! তোমার সমস্তই রহস্যপূর্ণ, এ প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ঘাটন আমার সাধ্যাতীত।

খোদা। সত্য! তোমার সহিত তলোয়ারে বল পরীক্ষা করিলাম, এখন বুঝিতে পারিলে তুমি আমার সমকক্ষ নও। বীর, যুদ্ধব্যবসায়ী হইলেও সিংহে শৃগালে যত প্রভেদ, তোমায় আমায় অসিযুদ্ধে তত বিভিন্নতা। এখন দেখিতে পাইলে, তুমি সম্মুখযুদ্ধে আমায় খুন করিতে পার না।

মহ। এ সকল কথা কেন মহাশয়?

খোদা। ফিরোজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আমায় অসিযুদ্ধে নিহত করিবে, এখন দেখিলে অসিতে তুমি আমার সমতুল্য নও। এস, এইবার পিস্তল লইয়া লড়াই করি।

মহ। মাপ কর—আমি তোমার সহিত আর লড়িব না। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমি তোমার বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধরিব না।

খোদাবক্স আলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মহম্মদ মরমে মরিয়া গেলেন। ভাবিলেন, আমার কাপুরুষতা ভাবিয়া খোদাবক্স হাসিতেছে।

খোদা। সে কি আলি সাহেব! আজি আমায় হত্যা করিতে না পারিলে, তোমার সুখস্বপ্ন যে সকলই ভাঙ্গিয়া যাইবে! কি বলিয়া ফিরোজার সম্মুখে দাঁড়াইবে? তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বা কি বলিবে? ছি ছি! এত সাধের আশা সকলই যে নষ্ট হইবে! ধর, পিস্তল ধর—আমায় হত্যা কর। ফিরোজা—বিশ্ববিমোহিনী ফিরোজা যে তোমার আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছে। তুমি যে তাহার বিপদের সহায়। একদিকে খোদাবক্স শত্রুর প্রাণ—অন্যদিকে নারীরত্ন ফিরোজা। কোন্ দিক রাখিবে বল?

মহ। মাপ কর, আমায় রক্ষা কর। আমি আর ফিরোজা প্রত্যাশী নই।

খোদা। ছি! ছি! একটী সামান্ত মানুষের প্রাণের মমতায় ফিরোজার মত সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণের আশা পরিত্যাগ করিবে? ফিরোজার সে রূপ, সে যৌবন, সে বিলোল কটাক্ষ, সর্ব্বোপরি মধুর তাহার সেই অমৃতমাখা, হৃদয়গ্রাহী রসালাপ একবার ভাব দেখি, একবার ভাব দেখি তাহার সেই কোমল হৃদয়ের প্রেমের গভীরতা, হৃদয় স্থির রাখিতে পারিবে কি?

মহ। আমায় কেন আর ভর্ৎসনা করিতেছ? আমি তিরস্কারের যোগ্যপাত্র—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আমি যৌবন-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রার্থী হইয়াছিলাম, তাহাকে ভজনা করিয়াছিলাম, তাহার ফলও পাইয়াছি।

খোদা। ফিরোজা তোমার নিকট আমার অনেক কুৎসা করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

মহ। করিয়াছে, তা বলিয়া কি তাহার সব কথাই মিথ্যা?

খোদা। সমস্তই, ফিরোজা আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিল?

মহ। বিশ্বাসঘাতক হইব না—তাহা বলিব না।

খোদা। আচ্ছা, আমিই তোমার হইয়া বলিতেছি।

ফিরোজার সহিত মহম্মদ আলির যে যে কথা হইয়াছিল, খোদাবক্স আলি অবিকল সেই কথাগুলির আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া মহম্মদ আলির চক্ষে পলক পড়িল না। অবাক হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এ সর্ব্বজ্ঞ খোদাবক্স আলি কে? ভয়—বিস্ময়ে জড়ীভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরোজার উদ্দেশ্য কি?"

খোদা। উদ্দেশ্য প্রতারণা; আমায় খুন করিলে সে আর তোমাকে দেখা দিত না। ফিরোজার মত প্রখরবুদ্ধিশালিনী, চতুরা রমণীর দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করা, রূপমুগ্ধ যুবকের পক্ষে বড়ই দুষ্কর। তাহার কথায় চাতুরী—তাহার হাস্যে চাতুরী—তাহার হাব-ভাব অঙ্গ সঞ্চালনে চাতুরী—বিধাতা ঐ অপূর্ব্ব মাধুরী কেবল চাতুরীর উপকরণেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মহ। উঃ! ফিরোজা কি পিশাচী! কি শয়তানী!

খোদা। আমি মরিলে সে তোমায় বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, কেমন?

মহ। হাঁ।

খোদা। কিন্তু সেই দিন হইতে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, কেমন?

মহ। হাঁ, এও সত্য।

খোদা। চাকরেরা বলিত, ফিরোজা স্থানান্তরে গিয়াছে, কেমন?

মহ। হাঁ, সকলই সত্য, সকলই বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে।

খোদা। কিন্তু একদিন সন্ধ্যার সময় তুমি তাহাকে একটা জানালায় একবারমাত্র দেখিয়াছিলে?

মহম্মদ আলির আঁখি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল, কহিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য! বড়ই রহস্য—এ সকল ঘটনা তুমি কিরূপে জানিলে? আমি ক্রমশঃ যেন রহস্য হইতে রহস্যান্তরে ডুবিতেছি। হে রহস্যময় সদাশয় যুবক! তুমি কে?

খোদা। আমি খোদাবক্স আলি।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

গোয়েন্দার হাতে।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে মহম্মদ আলি কহিলেন,—"তুমি জানিতে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহিত ঝগড়া বাধাইয়াছি, তোমাকে খুন করিবার চেষ্টায় আছি,—তথাপি তুমি আমাকে কিছু বল নাই। ইচ্ছা করিলে আমাকে খুন করিতে পারিতে, তবু কর নাই। এ রহস্যের আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার আর কি কোন অভিপ্রায় আছে?"

খোদা। আছে বই কি!

মহ। কি?

খোদা। পরে বলিব, সময়ে সবই জানিতে পারিবে।

মহ। তুমি কে?

খোদা। আমি খোদাবক্স আলি!

মহ। আমি তাহা হইলে এখন যাইতে পারি; আমার সম্বন্ধে তোমার জানিবার কিছু আছে কি?

খোদা। আমি তোমার সমস্তই জানি।

পুনরায় মহম্মদ আলি বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন। খোদাবক্স কহিলেন, "আমি তোমায় আর একটা বিষয় দেখাইতে চাই।" এই বলিয়া জানালার উপরে ছোট ছোট পাঁচটী শিশি রাখিলেন। একটী পাঁচমুখ পিস্তল লইয়া পশ্চাতে হটিয়া গিয়া কহিলেন, "দেখ।"

উপর্য্যুপরি পাঁচটী পিস্তলের শব্দ হইল। গৃহ ধূমশূন্য হইলে মহম্মদ আলি দেখিলেন, পাঁচটী শিশিই চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সবিস্ময়ে কহিলেন, "তোমার সন্ধান অব্যর্থ!"

"আরও দেখ"—বলিয়া খোদাবক্স আলি একগাছি সূতা লইয়া তাহাতে একটী গেরো বাঁধিয়া সূতা গাছটী ঝুলাইয়া দিলেন এবং আর একটী পিস্তল লইয়া দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন। সূতা গাছটীর নিম্নাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। মহম্মদ আলি দেখিলেন, ঠিক গেরোর উপর গুলি লাগিয়াছে। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, খোদাবক্স বাধা দিয়া কহিলেন, "আরও দেখ।" দুইগাছি দড়িতে দুইটী পেয়ারা বাঁধিয়া এক স্থানে ঝুলাইয়া দিলেন, পরে অসি লইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। অসির আঘাতে দড়ি দুইগাছি কাটিয়া ভূতলে পড়িল, কিন্তু পেয়ারা দুইটী পৃথ্বীতল স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই দ্বিখণ্ড হইয়া ভূপতিত হইল।

মহম্মদ আলি চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"ধন্য তোমার অস্ত্র শিক্ষা—সাবাস তোমার লক্ষ্য!"

হাসিয়া খোদাবক্স কহিলেন, "তথাপি ফিরোজা তোমায় আমার সহিত অসিযুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল!"

মহম্মদ আলি লজ্জায় মুখ নত করিলেন। মনে মনে

ভাবিলেন, "ইহারই সহিত লড়াই করিতে ফিরোজা আমায় উৎসাহ দিয়াছিল, এই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে খুন করিতে আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম।"

খোদাবক্স কহিলেন, "এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ, তোমার জীবন নষ্ট করিবার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। তোমাকে বাঁচাইব বলিয়াই তোমাকে এখানে আনিয়াছি, তোমার সহিত অসিযুদ্ধে সম্মত হইয়াছি। পিস্তলে লড়াই করিলে, হয় ত আমার নিজের জীবন রক্ষা করিতে, তোমার জীবনে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতাম।"

মহ। নিশ্চয়ই। এতদ্ভিন্ন আমার জীবন রক্ষা করাতে তোমার যেন আরও কোন অভিপ্রায় আছে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

খোদা। তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। তোমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছা করিয়াছি।

মহ। আমি তোমার জীবন নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আমি অতি নীচ, আমি তোমার বন্ধুর উপযুক্ত নই। যে আমার মত নীচমনা ঘাতুককে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই অতি মহৎ।

খোদা। আলি সাহেব! মানবমাত্রেই ভ্রমের দাস। পাপকর্ম্মে আনুরক্তি হৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। ভ্রমবশতঃ অধর্ম্মের অধস্তন গহ্বরে পড়িয়াও যাহার হৃদয়ে আত্মগ্লানি এবং অনুতাপের সঞ্চার হয়, তাহার হৃদয়ও অতি উচ্চ। তুমি সে জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত হইও না। আমি তোমাকে সহোদরের চক্ষে দেখিব—বন্ধুর মত ভাবিব। কার্য্যগতিকে ঘটনা-

চক্রের আবর্ত্তনে আমরা এখন কার্য্যক্ষেত্রের এমন স্থলে আসিয়াছি, যেখানে উভয়ে উভয়ের সাহায্য ব্যতীত পদমাত্র চলিতে সমর্থ হইব না।

মহ। হেঁয়ালি ছাড়িয়া সোজা কথায় বল, আমায় কি করিতে হইবে। আমার দ্বারা তোমার কি সাহায্য হইতে পারে?

খোদা। তুমি আমায় সাহায্য করিবে, আমি ফিরোজাকে আর একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিব।

মহ। আমি স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না। বিষধরীবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিব,—তাহার সর্ব্বনাশ কিন্তু আমার দ্বারা হইবে না।

খোদা। তুমি আমার অনিষ্ট করিয়াছিলে, আমি তোমায় রক্ষা করিয়াছি জান?

মহ। জানি।

খোদা। আমার ইচ্ছা থাকিলে, তোমায় যে কোন সময়ে হত্যা করিতে পারিতাম, জান?

মহ। জানি। আমার মত লোকের উপর তোমার অসীম দয়া—তাহাও জানি।

খোদা। তবে আরও জান, আমার দ্বারা স্ত্রীলোকের কখনও অনিষ্ট হইবে না। ফিরোজাকে আমার খুন করিবার অভিপ্রায় থাকিলে তোমার সাহায্য চাহিতাম না। তুমি আমার ক্ষমতা দেখিয়াছ, তাহাকে আমি যখন ইচ্ছা, খুন করিতে পারিতাম। তাহার সামান্য অনিষ্টের চেষ্টাও আমার ইচ্ছা নহে।

মহ। তাহা হইলে ফিরোজা তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছে সবই মিথ্যা ?

খোদা। সমস্তই, তাহাতে একবিন্দুও সত্য নাই। সত্য আমি তাহার অনুসরণ করিতেছি, কিন্তু তাহাকে খুন করিবার অভিপ্রায়ে অথবা একদিনও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হই নাই। ইচ্ছা করিলে আমি তাহাকে কর্ণাট, কাশী, এলাহাবাদ, মুর্শিদাবাদ যে কোন স্থানে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম।

মহ। গ্রেপ্তার! গ্রেপ্তার ফিরোজাকে! তুমি—

খোদা। আমি একজন ডিটেক্‌টিভ—পুলিসের গোয়েন্দা!

মহ। সর্ব্বনাশ! তবে আর আমার রক্ষা নাই!

খোদা। ভয় নাই আলি সাহেব! আমি যখন তোমায় অভয় দিয়াছি, তখন তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। ফিরোজাকে গ্রেপ্তার অথবা তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য আমি তোমার সাহায্য চাই।

মহ। আমি তাহার সকল ইতিহাস না শুনিয়া কোন কথা বলিতে পারিব না।

খোদাবক্স ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে তাহার সকল কথা বলিব।"

এই কথা বলিয়া খোদাবক্স আলি আপনি একখানি চেয়ারে বসিলেন এবং অপর একখানিতে মহম্মদ আলিকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহম্মদ চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি,—কাহার কথায় কি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! প্রেম করিতে গিয়া শেষে গোয়েন্দার হাতে পড়িলাম।

সপ্তম তরঙ্গ।

ফিরোজার জীবন-কাহিনী।

খোদাবক্স আলি কহিলেন,—"দক্ষিণাপথের বিজয়পুর নগরে ইস্‌মাইল খাঁ নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। নানাপ্রকার দ্রব্যগুণ তাহার সংগ্রহ ছিল। অনেক রকম বিষ তাহার নিকটে থাকিত। কোন ব্যক্তিকে বিষ-প্রয়োগ করিলে সে ব্যক্তি সপ্তাহ পরে, এমন কি, পনের দিন কিংবা একমাস পরেও মারা পড়িত। বিষপ্রয়োগকারী ইত্যবসরে সে ব্যক্তির নিকট হইতে সরিয়া যাইত, সুতরাং কেহ আর তাহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না। ফিরোজা তাহার একমাত্র কন্যা। ইস্‌মাইল কন্যাকেও নিজ ব্যবসায়ে দীক্ষিত করে, অনেকের ধারণা এইরূপ। ইব্রাহিম আলির সহিত ফিরোজার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০।৭০ বৎসর। তাঁহার বিপুল বিষয়। তিনি রাজা-মহারাজা, আমির-ওমরাহকে টাকা ধার দিতেন। বিবাহের এক বৎসর পরেই ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়।"

মহম্মদ আলি উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষ দিয়ে মারে? ফিরোজা তাহার স্বামীকে বিষ-প্রয়োগ করে?"

খোদা। হাঁ, বিষ প্রয়োগেই ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়। ইস্‌-মাইল খাঁ বিষ দেয়—ফিরোজা সম্ভবতঃ নির্দ্দোষ! বিবাহের পর ইব্রাহিম তাঁহার বিষয়ের দানপত্র লিখিয়া রাখিয়া যান। তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের বিলাসী নামে এক কন্যা ছিল। তাহাকেই বিষয়ের অধিকাংশ এবং ফিরোজা-বিবিকে অবশিষ্টাংশ দিয়া যান। কিন্তু ইব্রাহিমের মৃত্যুর ছয় মাস পরেই বিলাসীরও মৃত্যু ঘটে।

মহ। মৃত্যু নয়—খুন বল! ফিরোজা খুনী আসামী!

খোদা। ঐখানেই রহস্য, যত গোলযোগ ঐখানেই। লোকে বলে, বিলাসী মরিয়াছে, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। মৃত্যুর পরদিন কবরে তাহার দেহ পাওয়া যায় না—কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই।

মহ। বোধ হয়, কেহ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়াছে।

খোদা। ওখানেও আবার এক বিষম সমস্যা—অদ্যাপি তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই।

মহ। কবরে মৃতদেহ নাই কিরূপে জানিলে, তোমাকে এ সংবাদ দিল কে?

খোদা। বিলাসীর বৃদ্ধ পরিচারক। সে তাহাকে বড় ভালবাসিত। ইস্‌মাইল খাঁ এবং তাহার কন্যার কার্য্যকলাপ তাহার প্রথম হইতেই ভাল লাগে না,—প্রথম হইতেই তাহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। বিলাসীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার ঘোর সংশয় জন্মে, মৃত্যুর দিবস সে বাড়ীতে ছিল না। স্থানান্তর হইতে আসিয়া শুনিল, সর্পাঘাতে বিলাসীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে কবরস্থ করা হইয়াছে। সে গোপনে আমাকে এক

পত্র লেখে। আমি তদন্তে আসিয়া দেখি, কবরে লাস নাই, কবর উদ্ভিন্ন। পরদিবস সেই হতভাগ্য বৃদ্ধেরও মৃত্যু হয়!

মহ। আশ্চর্য্য—অদ্ভুত কাণ্ড! তিন তিনটা খুন! উঃ! ফিরোজা পিশাচী—সয়তানী! মণি-মস্তক ফণীর ন্যায় ভয়ঙ্করী! রূপযৌবন মোহকর, আলিঙ্গন ভুজঙ্গ-বেষ্টন, কুসুম-নিহিত কালসর্পের ন্যায় তাহার হৃদয় হলাহল উদ্গীরণ করে। আমি এই প্রাণঘাতিনী কামিনীর রূপে মুগ্ধ এবং কটাক্ষে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কি মধুর বচন! কি সরল আলাপ! আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই।

খোদা। সাধ্য কি আলি সাহেব! দেখ, আমি কতদিন তাহার পশ্চাৎ ঘুরিতেছি, তাহার প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছি, তথাপি তাহার প্রকৃত চরিত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

মহ। তাহার পিতা ইস্‌মাইল কোথায়?

খোদা। মরিয়াছে। পুলিস সংবাদ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যায়—পুলিসের সহিত মারামারিতে তাহার মৃত্যু ঘটে।

মহ। এখন তোমার অভিপ্রায় কি? ফিরোজা-বিবি খুনী আসামী, তাহাকে কি গ্রেপ্তার করিতে চাও?

খোদা। আমি বিলাসীকে চাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস—বিলাসী মরে নাই—জীবিত আছে, আমি প্রথমে তাহাকেই চাই। বৃদ্ধের পত্রে যতদূর জানিয়াছি, বিলাসীর মৃত্যু হয় নাই।

মহ। বিলাসী মরে নাই—জীবিত! তবে সে কোথায়?

খোদা। ফিরোজা তাহাকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমি কতকগুলি সামান্য সূত্র পাইয়াছি। এটা অবশ্য আমার

অনুমান মাত্র। আমরা অনুমানের দ্বারাই চালিত হই—ঘটনার সূত্র ধরিয়া প্রকৃত তথ্য স্থির করি।

মহ। বিলাসীকে জীবিত রাখিবার আবশ্যক, তাহাকে হত্যা করিলেই ত সকল আপদের শান্তি হয়।

খোদা। অনেকগুলি কারণ আছে। সম্ভবতঃ তাহার উপর ফিরোজার স্নেহ পড়িয়া থাকিবে। সে জানে, আমি ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিতেছি; এরূপ অবস্থায় ইচ্ছা থাকিলেও সাহস করিবে না।

মহ। তোমাকে খুন করিতে চায় কেন?

খোদা। তাহার গুহ্যবিষয় এখন জগতে আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমাকে নষ্ট করিতে পারিলে সে নিরাপদ হয়। তাহার বিশ্বাস, আমি তাহাকে তাহার স্বামীর হন্ত্রী বলিয়া গ্রেপ্তার করিব—বৃদ্ধ পরিচারকের মৃত্যুর জন্য তাহাকে দায়ী করিব—বিলাসীর মৃত্যুর জন্য তাহাকে কারাগারে রাখিব—সেই জন্য সে আমাকে মারিয়া নিরাপদ হইতে চায়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র—আমি বিলাসীকে চাই—আমি তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চাই। এখন তুমি আমায় সাহায্য করিতে পার কি না?

মহ। পারি। এরূপ ভয়ঙ্কর প্রকৃতির স্ত্রীলোক যাহাতে ন্যায় এবং ধর্ম্মের শাসন এড়াইয়া, সমাজের বক্ষে বিচরণ করিতে না পারে, তাহা প্রত্যেক লোকেরই কর্ত্তব্য। আমাকে সে প্রতারণা করিতে ক্রটী করে নাই। আমারও জীবনের সে হন্তারক হইত না কে বলিবে? আমি তোমাকে সাহায্য করিব—যাহাতে তাহার দণ্ড হয়, তাহার উপায় বিধান করিব।

খোদা। কিন্তু সাবধান! আমাকে সাহায্য করিতে হইলে তোমাকেও অনেক বিপদে পড়িতে হইবে। ফিরোজা কিরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোক, তুমি বোধ হয়, এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। তাহার সহিত তোমার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতার আবশ্যক। আমার ভয় হয়, পাছে তাহার নিকটে যাইয়া তুমি আবার মুগ্ধ,—আবার প্রতারিত হও!

মহ। কখনই না; আমি তাহার রূপে আর ভুলিব না—তাহার মধুর কথায় আর মজিব না।

খোদা। আমি তোমার হাতে আমার নিজের জীবন সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব। কিন্তু সাবধান, যদি ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস-ঘাতকতার চেষ্টা পাও, তাহা হইলে তোমার জীবনের মূল্য সামান্য শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষা যে বেশী হইবে না, তাহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

মহ! আমায় কোন আশঙ্কা করিবে না। আমার জীবন পর্য্যন্ত পণ, আমি জীবনে মরণে তোমার সহায়।

খোদাবক্স তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বেকার সমস্ত ঘটনা ভুলিয়া যাও। মনে কর, সে সকল কখন ঘটে নাই। আমার প্রতি যে অপ-ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তাহা অমূলক স্বপ্ন বলিয়া হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল। তুমি আমার এবং আমি তোমার বন্ধু!"

তাহার পর খোদাবক্স তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, কিরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, কিরূপে ফিরোজার চাতুরী-জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্যের উদ্ধার করিতে হইবে।

রাত্রি অনেক হইয়াছিল। মহম্মদ আলি বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

খোদাবক্স একটী সঙ্কেত করিলেন, অমনি একটী সপ্তদশ-বর্ষীয় সুন্দর যুবক সহাস্যবদনে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, "আকবর! মহম্মদ আলির অনুসরণ কর—কামান্ধ-রূপমুগ্ধ যুবকের কথায় সহসা আস্থা-স্থাপন কর্ত্তব্য নয়।"

আকবর সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অষ্টম তরঙ্গ।

চতুরে চতুরে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মহম্মদ আলি ফিরোজা-বিবির প্রাসাদ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্য তিনি যাত্রীতে আছেন। বিবি সাহেব সহাস্যবদনে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আলি সাহেবের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহম্মদ! তুমি কি রাগ করিয়াছ?"

মহম্মদ আলি ম্লানমুখে কহিলেন, "রাগ করিবার কি কোন কারণ নাই? তুমি আমার সহিত প্রতারণা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছ।"

ফিরোজার মুখের ভাবান্তর ঘটিল। মহম্মদ আলি লক্ষ্য করিলেন, সুন্দর গোলাপগণ্ডে মুহূর্ত্তের জন্য কালিমার ছায়া স্পষ্ট লক্ষিত হইল—শ্রবণায়ত পদ্মনেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য চপলার ন্যায় ভ্রূকুটীর বিকাশ পাইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া প্রফুল্লাধরে কহিলেন, "প্রতারণা কি মহম্মদ! তোমার মুখে ও কথা শুনিলে আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে।"

মহ। আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কতবার ফিরিয়া গিয়াছি। আশাভঙ্গে কত অসুখ, কত মনো-

পীড়া, তুমি জান না ফিরোজা! তাহা হইলে আমার ভৎর্সনায় কষ্ট পাইতে না। হৃদয়ভরা আশা লইয়া তোমার মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিতাম, আর ভগ্ন হৃদয়ে বিষাদের ঘোর কালিমা লইয়া বাসায় ফিরিয়া যাইতাম। কি কষ্ট বল দেখি ফিরোজা? প্রণয়ী-হৃদয় কি ইহাতে ব্যথিত হয় না?

ফিরোজা। আমি খোদাবক্সের ভয়ে সদাই শঙ্কিত। আত্মগোপনে সদাই বিব্রত। কখন কোথায় থাকি, আমার অতি বিশ্বস্ত দাস-দাসী পর্য্যন্ত তাহা জানে না। খোদাবক্স আমার এ বাসস্থান জানিতে পারিয়াছে ভাবিয়া, আমি এখান হইতে সরিয়া গিয়াছিলাম। তোমাকে পত্র দিবারও কোন অবসর পাই নাই। তাহা নহিলে মহম্মদ! প্রাণের মহম্মদ! আমার কি সাধ যে, তোমায় ছাড়িয়া এ কয়েক দিন থাকি! তোমায় সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখি, আমার কি প্রাণের বাসনা নয়? আহা, কতদিনে ভগবান সময় দিবেন, কতদিনে আমি চিন্তাশূন্য হইয়া, তোমায় লইয়া সুখে কালযাপন করিব। হায়! মহম্মদ, আমাদের কি সে দিন আসিবে না?

ফিরোজা বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিলেন। মহম্মদ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই ফিরোজা! আর সে দিনের বেশী বিলম্ব নাই। ফিরোজার প্রত্যাশী হইয়া দুইজন কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। হয় মহম্মদ—নয় খোদাবক্স—একজন পরশ্ব সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ধরা হইতে অপসৃত হইবে!"

ব্যাকুলস্বরে ফিরোজা মহম্মদের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ও কি কথা মহম্মদ! মহম্মদ অপসৃত হইবে, একি অলক্ষণের কথা! বল, খোদাবক্স মরিবে। তাহার কি সাক্ষাৎ

পাইয়াছ ?—তাহার সহিত কি তোমার কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছে ? তাহাকে কি কিছু বলিয়াছ ?”

ফিরোজা প্রাণের আবেগে আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিলেন। মহম্মদ আলি কহিলেন, “হাঁ, গত রজনীতে এক নিভৃত স্থানে তাহার সহিত আমার দেখা হয়। কথায় কথায় বিবাদও হয়। লোকটা খুব চতুর। দেখিলেই বদ্‌মায়েস বলিয়া বোধ হয়। তোমার সহিত আমার যে আলাপ হইয়াছে, তাহা সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে।”

ফিরোজা। বল কি মহম্মদ! কিরূপে জানিল ? তুমি কি তাহাকে কোন কথা বলিয়াছ ? আমায় তাহা হইলে সে দেখিয়াছে। আর আমার রক্ষা নাই!

মহ। ভয় নাই ফিরোজা! আমায় সব কথা বলিতে দাও। হাঁ, সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে, তোমার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। সে আমার দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ‘তোমায় নষ্ট করিতে না পারিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে না।’

ফিরোজা সন্দিগ্ধনয়নে মহম্মদের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কোনরূপ সন্দেহের কারণ দেখিতে পাইলেন না। তবু জিজ্ঞাসিলেন,—“উহার অর্থ কি ?”

মহ। অর্থ আর কি! আমি বাঁচিয়া থাকিলে তাহার প্রণয়াশা সফল হইবে না। আমি তোমাকে আশ্রয় দিলে, সে সহজে তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

ফিরোজা মনে মনে হাসিলেন। তিনি খোদাবক্সের কথার প্রকৃত অর্থ সংগ্রহ করিয়া কিন্তু শিহরিলেন। ভাবিলেন,

খোদাবক্স অগ্রে মহম্মদ আলিকে নষ্ট করিবে, পরে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে।

মহ। আমিও তাহাকে কহিলাম, সেই ভাল। দেখা যাইবে, কাহার মনোরথ পূর্ণ হয়! নারীনির্য্যাতন যাহাদের ব্যবসা, তাহাদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিতে হয়, মহম্মদ আলি বিশেষরূপে জানে। তাহাতে সে বলিল, 'বটে রে দুষ্ট! তুমি আমায় শাসন করিবে—তুমি আমায় শিক্ষা দিবে? যদি কখন অবসর পাই, তোমায় উপযুক্ত প্রতিফল দিব।' আমি কহিলাম, এত যদি তোমার সাধ হইয়া থাকে, একবার না হয় তলোয়ারে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। সেও রাজি হইয়াছে, কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পীরসাহেবের ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইবার ফিরোজা! তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে—পাপী শাস্তি পাইবে, আমি তোমায় লইয়া সুখী হইব।

ফিরোজা। যাহাতে তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে পার, আমি তোমাকে তাহার উপায় করিয়া দিব। দুইখানি তলোয়ার তোমায় দিব। একখানাতে একটা চিহ্ন করা থাকিবে, তুমি সেইখান লইবে। তাহার সামান্য একটা আঁচর লাগিলেও খোদাবক্স আলি বাঁচিবে না।

মহ। বিষাক্ত করা না কি?

ফিরোজা। তাহা আবার বলিতে! তাহার মৃত্যু আমার দিবিনিশি কামনা! সে কতদিনে, কতক্ষণে মরিবে,—আমি কতদিনে নিরুদ্বেগ হইব!

এই বলিয়া ফিরোজা দুইখানি তলোয়ার তাঁহার হাতে

দিয়া কোন্‌খানি তিনি লইবেন, দেখাইয়া দিলেন। মহম্মদ আলি তাঁহার অজ্ঞাতসারে একবার তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। মুখাকৃতি এত স্বাভাবিক, এত গম্ভীর যে, তাহার মধ্যে মনের অভিসন্ধি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, কাহাকে বিশ্বাস করি, কাহার কথায় আস্থা স্থাপন করি? ফিরোজার নিকট আসিলাম, দেখিলাম, ফিরোজা সরলা, সুন্দরী, সুহাসিনী, দেবী প্রতিমা! আদরে হৃদয়ে স্থান দিলাম! শুনিলাম, খোদাবক্স পাষণ্ড, পিশাচ—নির্ম্মম, নরহন্তা! ঘটনাচক্রে তাহার হাতে পড়িলাম, শুনিলাম, সে পুলিস-কর্ম্মচারী। ব্যবহারে জানিলাম, সদাশয়, উচ্চান্তঃকরণ, আদর্শ মানব। আবার কি শুনিলাম, ফিরোজা, যাহাকে উপাস্য দেবতার ন্যায় হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, সে সয়তানী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী; ছলনা, চাতুরী, নরহত্যা, বিষপ্রয়োগ তাহার ব্যবসা। ফিরোজার নিকট আসিয়া দেখি, সবই মিথ্যা। খোদাবক্সের প্রত্যেক বর্ণ মিথ্যায় অতিরঞ্জিত। এ আমার মত দুর্ব্বল হৃদয় ব্যক্তির নিকট কিরূপ সমস্যা—ঘোর কুহেলিকা। এ প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ভেদ আমার সাধ্যাতীত। যাহা হউক, ঘটনাচক্রে দেহ ভাসাইয়া দিই; যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে—চিন্তায় কোন ফলোদয় হইবে না। মহম্মদ আলি মুহূর্ত্তের মধ্যে এতগুলি বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া লইলেন। ফিরোজা তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন,—"তোমার মনে কি কোনরূপ সন্দেহ হইতেছে মহম্মদ?"

"সন্দেহ কি সুন্দরি!"—মহম্মদ ব্যস্তভাবে কহিলেন, "সন্দেহ কি সুন্দরি! ভাবিতেছি, কতক্ষণে সময় আসিবে, কতক্ষণে

দুরাত্মার হৃদয়ে এই অসির আমূল বিদ্ধ করিয়া, তাহার ঘোর যাতনার সহিত আমার হৃদয়-বেদনার অপসরণ করিব। সে নারকী নিশ্চয়ই আমার হাতে হত হইবে।”

মহম্মদ অসি দুইখানি গ্রহণ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন! ফিরোজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন আবার দেখা হইবে?”

মহ। যদি জীবিত থাকি, যুদ্ধের পরই সাক্ষাৎ করিব!

ফিরোজা। তাহাকে মারিয়াই আমার নিকট আসিবে, আমি তোমার সহিত ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখিব, তাহার দ্বারা আমার আর কোন অনিষ্টের আশঙ্কা আছে কি না।

মহ। ওঃ! এত অবিশ্বাস! আমার কথায় তাহা হইলে তোমার আদৌ বিশ্বাস নাই!

ফিরোজা। না মহম্মদ! অবিশ্বাস কি! তোমাকে অবিশ্বাস! যাহার করে জীবন-যৌবনের ভার সমর্পণ, তাহাকে অবিশ্বাস! তাহা নয়—তবে কি জান—খোদাবক্সকে আমার এত ভয় যে, সে মরিলেও আমার বিশ্বাস হয় না—আমার নিজের চক্ষুকেও আমার সন্দেহ হয়।

মহম্মদ আলি আশ্চর্য্য হইলেন। খোদাবক্স আলির অভিজ্ঞতা ও তাঁহার অনুমান শক্তির প্রখরতা ভাবিয়া আরও অধিকতর চমৎকৃত এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। খোদাবক্স আলি ঠিক এইরূপই অনুমান করিয়াছেন, এবং তাহার উপায়ও চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ফিরোজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন, “সুন্দরি! খোদাবক্স ত মরিবেই, তাহার মৃতদেহ দেখিয়া ফিরিবার সময় মসজিদ্ দিয়া আসিলে হয় না?”

হাসিয়া ফিরোজা উত্তর করিলেন, "কেন মহম্মদ! তোমার কি আর বিলম্ব সহিতেছে না। মনের মিলনই বিবাহ—তাহা ত হইয়াছে—বাহ্য বন্ধনের জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? ফিরোজা তোমা ব্যতীত অন্য পুরুষকে হৃদয়ে কখন স্থান দিবে না।"

মহম্মদ বিদায় হইলেন। পথে যাইতে যাইতে কত কি ভাবিলেন। খোদাবক্সের কথাতেই তাঁহার প্রত্যয় জন্মিয়াছে। ফিরোজার চাতুরীর অনেক আভাস পাইয়াছেন।

মহম্মদ বাসায় আসিয়া দেখেন, খোদাবক্স তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। তিনি আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! তুমি আমার বাসা পর্য্যন্ত চেন?"

খোদা। চিনি বই কি! গোয়েন্দাগিরি করা কি সহজ আলি সাহেব! কত বিষয়ের অনুসন্ধান রাখিতে হয়। এখন কি খবর বল?

মহ। খবর বড় চমৎকার! ফিরোজা দুইখান তলোয়ার দিয়াছে। একখানা তুমি লইবে, অপর আমি লইব। দুইজনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া লড়িব। আমার খানায় একটা চিহ্ন থাকিবে, সেখান বিষাক্ত, তাহার একটা আঁচর লাগিলেই তুমি মরিবে।

খোদা। বিষাক্ত! একখানা! কই, কোন্‌খানা দেখি?

মহম্মদ চিহ্নিত অসিখানি দেখাইলেন। খোদাবক্স বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন এবং অপরখানিও দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিলে যে, আমার কথায় কি বিশ্বাস হইল না?"

খোদা। তাহা নয়। হাসিবার কারণ আছে। ফিরোজা এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে চায়।

মহ। কি রকম?

"দেখাইতেছি"—বলিয়া খোদাবক্স তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী ছোট খাঁচা বাহির করিলেন। তাহার ভিতর দুইটী ছোট ছোট ইন্দুর। মহম্মদ কিছুই বুঝিলেন না, কেবল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। খোদাবক্স খাঁচার মধ্য হইতে একটী ইন্দুর বাহির করিয়া বিষাক্ত অসি দ্বারা তাহার গাত্রে একটী সামান্য আঘাত করিলেন। হত-ভাগ্য মূষিক বিষের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। তখন মহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া খোদাবক্স কহিলেন, "দেখিলে, তলোয়ারখানি কত বিষাক্ত! তুমি যেন আমার শরীরে আঘাত করিয়াছ, আমি যেন যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে মরিলাম। বেশ লক্ষ্য করিয়া, উহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি, মৃত্যু-যাতনায় হস্তপদাদির বিক্ষেপ দেখ। ফিরোজা তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে—আমি কি প্রকারে মরিয়াছি, মরিবার সময় হস্ত-পদাদি কেমন করিয়া ছুড়িয়াছি। তুমি সব বলিবে।"

শুনিয়া এবং এই লোমহর্ষণ ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া মহম্মদের মহাবিস্ময় উপস্থিত হইল। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"উঃ, পিশাচী পিশাচী! স্ত্রীলোক এত নিষ্ঠুর—প্রাণিহিংসায় এত প্রবৃত্তি হয়, আমি কখন ভাবি নাই।"

"আরও দেখ"—বলিয়া খোদাবক্স অপর ইন্দুরটী লইয়া অপর অসিদ্বারা তাহার গাত্রে পূর্ব্বের ন্যায় আঘাত করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সেইরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সেও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ভয়চকিত এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মহম্মদ আলি খোদাবক্সের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। খোদাবক্স সহাস্যে কহিলেন, "এখন দেখিলে একখান নয়, দুই-খানাই বিষাক্ত! একজনের নয়—আমাদের দুইজনের মৃত্যুই তাহার বাঞ্ছনীয়! এখনও সাবধান মহম্মদ আলি! এখনও সাবধান! আমার কথায় যদি বিশ্বাস না জন্মে, তবে ফিরো-জাকে আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হও! তাহার বাহুলতা গলে দোলাইবার পূর্ব্বে অসিলতা গলের আভরণ স্থির জানিয়া রাখ! সে মানুষী নয়, রাক্ষসী—রমণী নয়, পিশাচী।"

মহম্মদ আলির মুখে পাণ্ডুবর্ণের ছায়া পড়িল। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। যুক্তকরে, কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাস্তবিকই তুমি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ! এরূপ প্রাণঘাতিনী রমণীর প্রণয়াশা করিয়া প্রকৃতই আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।"

খোদা। এখন তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছ। কল্য ঠিক রাত্রি দুই প্রহরের সময় তুমি ফিরোজার নিকট উপস্থিত হইবে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিশুষ্কমুখে গিয়া বসিয়া পড়িবে। সাবধান—খুব সাবধান! হত্যাকারীর মত হাব-ভাব, মনের চাঞ্চল্য, বিনাকারণে ভীতি দেখান চাই!

মহ। হাঁ! আমি সমস্ত ঠিক করিয়া লইব। কিন্তু সে যে তোমার মৃতদেহ দেখিতে চায়?

খোদা। তাহা আমি জানি। তুমি তাহাকে লইয়া যাইবে।

মহ। যদি তাহার সহিত কোন অস্ত্র থাকে, তোমায় আঘাত করে ?

খোদা। তাহার জন্যও আমি প্রস্তুত থাকিব। এখন চলিলাম, কাল যথাসময়ে আবার দেখা করিব।

খোদাবক্স প্রস্থান করিলেন।

নবম তরঙ্গ।

পীর সাহেবের ভগ্ন অট্টালিকা।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। মহানগরী দিল্লী—মুসলমান নৃপতি-বৃন্দের রাজধানী, অসংখ্য সৌধরাজি বক্ষে ধরিয়া, ঘোর সুষুপ্তি-জালে অভিভূত। চন্দ্রমার স্মিতরশ্মি সৌধশিখরে—গৃহপ্রাঙ্গণে শ্যামপত্র পাদপশিরে প্রতিফলিত। প্রশস্ত রাজবর্ত্মে লোক-সমাগম নাই, সকলেই নিদ্রিত। ফিরোজার চক্ষে কিন্তু নিদ্রা নাই, অন্তরে শান্তি নাই—মনে সুখ নাই—মুখে প্রফুল্লতা নাই; নিজকক্ষে সুকোমল মখমল-শয্যায়—কখন নিদ্রাস্তিমিতনেত্রে অর্দ্ধশায়িত, কখন দীর্ঘনিশ্বাসে বক্ষ আন্দোলিত করিয়া ঊর্দ্ধ-নয়নে অবস্থিত। কখন চিন্তাক্লিষ্ট বদন বামহস্তে ন্যস্ত করিয়া উদাস-নয়নে উপবিষ্ট। ফিরোজার এইরূপ অবস্থা। কেন—পাঠকের অবিদিত নাই। আজি জীবন-সংগ্রামের সন্ধিস্থল উপস্থিত। মহম্মদ আলি বার্ত্তাবহ কি সংবাদ আনিবে—ভাবিয়া আকুল! তাহার উপর তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ এখন নির্ভর করিতেছে। যদি কৃতকার্য্য হয়—অপার আনন্দ—অবিচ্ছেদ সুখ, নচেৎ জীবনের আশা ভরসা, সুখ-স্বপ্ন সকলই জন্মের মত অস্তমিত হইবে। তিনি বসিয়া বসিয়া

সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কতক্ষণে মহম্মদ ফিরিবে, কতক্ষণে তাঁহার কর্ণে সুখের সংবাদ অমৃতধারাবৎ বর্ষণ করিবে, তাঁহাই ভাবিতেছেন। রাত্রি অনেক হইল। মহম্মদ কেন ফিরিল না? তাঁহার আসিতে যতই বিলম্ব হইতেছে—তাঁহার চিন্তার বেগও ততই বাড়িতেছে।

অকস্মাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল। ফিরোজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারে কে করাঘাত করিল, ফিরোজা দরজা খুলিয়া দিলেন, মহম্মদ আলি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিকৃত মুখভঙ্গি—চঞ্চলদৃষ্টি দেখিয়া ফিরোজা বুঝিলেন, কার্য্যসিদ্ধি। মহম্মদ গৃহ প্রবেশ করিয়াই একখানি কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। ফিরোজা সোৎসাহে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "মহম্মদ! প্রাণের মহম্মদ! তোমার এ রকম ভাব কেন? সংবাদ কি? তুমি কি কৃতকার্য্য হইতে পার নাই? বল বল, শীঘ্র বল, আমায় আর সন্দেহে রাখিও না।"

মহম্মদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ফিরোজা! হায় হায়! তোমার জন্য আজ আমি করিলাম কি! বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় বিষাক্ত তরবারি দিয়া একজনকে অন্যায়রূপে নিহত করিলাম।"

ফিরোজা। তাহার জন্য আবার অনুতাপ কি! একজন নরঘাতক দস্যুকে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছ, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি?

মহ। দুঃখ এই, অন্যায়রূপে মারিয়াছি। আহত হইবামাত্র সে আমায় বলিল, "বিশ্বাসঘাতক! বিষাক্ত ছোরায় আমায় আঘাত করিলি! নরকেও তোর স্থান হইবে না।"

ফিরোজা। এখনও তাহার প্রাণবায়ু আছে না কি? এখনও কি সে জীবিত?

মহ। জীবিত! বিষে জর্জ্জরিত হইয়া সে আমার সম্মুখেই পঞ্চত্ব পাইল। আমি কি তাহাকে অমনি রাখিয়া আসিয়াছি! মরিল দেখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া তবে আসিয়াছি।

ফিরোজা। চল, আমি একবার তাহাকে দেখিয়া আসিব। সে পাষণ্ড মরিলেও আমার বিশ্বাস হয় না।

মহ। আমায় মাপ কর ফিরোজা! আমি সেখানে আর যাইব না—সে দৃশ্য আর চোখে দেখিতে পারিব না।

ফিরোজা। তুমি না যুদ্ধ করিতে? রণস্থলে যে অমন কত শত খুন জখম হয়!

মহ। দুয়ে অনেক প্রভেদ ফিরোজা! তাহাতে এমন বিষাক্ত ছোরা থাকে না, এমন বিশ্বাসঘাতকতা হয় না!

ফিরোজা কিছুতেই মহম্মদের কথা শুনিলেন না, বারম্বার জেদ করাতে অবশেষে স্বীকার হইলেন। দ্বারে ফিরোজার গাড়ী প্রস্তুত ছিল, উভয়ে আরোহণ করিলেন, কোথায় যাইতে হইবে কোচমানকে বলিয়া দিলেন।

পীর সাহেবের অট্টালিকা—নগরের উপকণ্ঠে। একদিন এই অট্টালিকার কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য ছিল। কমলা অচলা হইয়া একদিন এই স্থানে আসন পাতিয়া ছিলেন। গৃহস্বামীর সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। আত্মীয়স্বজন, দাস-দাসীতে একদিন এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় স্থান হইত না। কালের কুটিল শাসন কে এড়াইতে পারে? কালের দৃষ্টি পড়িল- কমলা চঞ্চলা হইয়া পলাইলেন। একে একে বাটীর

সকলে কালের আহ্বানে চলিয়া গেলেন। জলবিম্ব ক্ষণেকের জন্য ভাসিয়াছিল—জলের জিনিষ জলে মিশাইয়া গেল। এখন আর গৃহে জনমানবের সমাগম নাই। দ্বারভগ্ন—কড়ি বরগা স্থানচ্যুত—ইষ্টক স্তূপীকৃত—বনবৃক্ষে তৃণশষ্পায় গৃহ-প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত—শৃগাল কুক্কুরের বাসস্থান।

এই অট্টালিকার কিয়দ্দূরে আসিলে গাড়ী থামিল। মহম্মদ এবং ফিরোজা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই চলিলেন। প্রবেশ পথের নিকট আসিলে মহম্মদ আলি আলোক জ্বালিলেন। আলোক জ্বালিবার উপকরণ পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

আলোক জ্বালা হইলে অগ্রে মহম্মদ, পশ্চাৎ ফিরোজা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবর্জ্জনা এবং বনজঙ্গলে প্রাঙ্গণ পূর্ণ। ভগ্ন-কড়ি-বরগা এবং ইষ্টক স্থানে স্থানে রাশীকৃত। ফিরোজা আলোকের সাহায্যে পথ দেখিয়া মহম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বাড়ীর দ্বিতীয় মহল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। সুধাংশুর রশ্মিজাল রোগীহাস্যের ন্যায় ভগ্ন-ইষ্টক স্তূপের উপর প্রতিবিম্বিত। বিষণ্ণবদনে হাস্যছটার ন্যায় উহাতে অট্টালিকার দারুণাবস্থাই প্রকাশ পাইতেছে। মহম্মদ আলি কহিলেন, "এস ফিরোজা, এইবার সাবধান হইয়া আইস—আমার কীর্ত্তি দেখিবে আইস?"

ফিরোজা কোন উত্তর করিলেন না। মহম্মদ দ্বিতীয় মহলে একটী দালানে উপস্থিত হইলেন। বিস্তৃত দালানের একপার্শ্বে খোদাবক্সের মৃতদেহ পতিত। গৃহতলে সঞ্চিত ধূলি-পটল পদবিক্ষেপ-তাড়নায় ইতস্ততঃ বিধ্বস্ত। ফিরোজা এক-

বার দালানের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, দেখিলেন, গৃহভিত্তি অপরিষ্কৃত, মাকড়সার জালে চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত। গৃহতলে রাশীকৃত ধূলি যেন বহুলোকের পদবিক্ষেপে বিক্ষিপ্ত। সেই ধূলার উপর খোদাবক্সের দেহ লুণ্ঠিত। হতচেতন, বিকৃত-বদন খোদাবক্সের রক্তাক্তদেহ পতিত। তাঁহার দক্ষিণহস্তের প্রকোষ্ঠে তরবারির আঘাত—ক্ষতমুখে রক্তধারা—মুখ নীল-বর্ণ। ফিরোজা মহম্মদের হস্ত হইতে বর্ত্তিকা লইয়া নিকটে যাইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। মৃতদেহের ললাটে, বক্ষে হাত দিলেন—হিমাঙ্গ! মহম্মদ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান—ফিরোজার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক! তাঁহার মুখের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটিল না, এরূপ লোমহর্ষণ একটা কাণ্ড দেখিয়া তাহার নারীহৃদয় কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না দেখিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ভাবিলেন, "এরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক না করিতে পারে, এমন দুষ্কার্য্য বোধ হয় জগতে নাই।"

সন্তুষ্ট হইয়া ফিরোজা সহাস্যবদনে, কহিলেন, "চল মহম্মদ! আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এ স্থলে আর থাকিবার আবশ্যক নাই।"

মহ। আমি মোল্লা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, এই সঙ্গে বিবাহটা হইলে কি ভাল হইত না?

ফিরোজা। আবার ঐ কথা! বিবাহ হইবে, তাহার জন্য আর চিন্তা কি! কাল আমার সহিত দেখা করিও—সেই-খানে সকল পরামর্শ ঠিক করিব।

উভয়ে বাটীর বাহির হইলেন। গাড়ীর নিকটে আসিয়া

গাড়ীতে চড়িলেন। গাড়ী ফিরোজার বাটীর দ্বারে আসিয়া লাগিল। ফিরোজা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মহম্মদ নামিয়া নিজ অবাসে চলিয়া গেলেন।

এদিকে এই পর্য্যন্ত। ওদিকে ফিরোজা এবং মহম্মদ চলিয়া যাইবামাত্র আকবর গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, আলোক জ্বালিল এবং খোদাবক্সের নিকট আসিয়া তাঁহার মুখে একটী কি ঔষধ ঢালিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। খোদাবক্সের চেতনা হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। আকবর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। খোদাবক্স তাহার নিকট হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহম্মদ আলি বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, একজন লোক তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহাকে চাও? এত রাত্রে এখানে তোমার কি প্রয়োজন?"

আগন্তুক। অগ্রে গৃহে প্রবেশ কর, তোমার সহিত অনেক কথা আছে। গুপ্তকথা এরূপ স্থানে বলা কর্ত্তব্য নয়!

মহম্মদ আলি সন্দিগ্ধনয়নে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে গুপ্তকথা! তোমায় কখন দেখিয়াছি বলিয়া ত বোধ হয় না! এত রাত্রে অপরিচিতের সহিত গুপ্তকথা!"

আগ। আশ্চর্য্য হইও না—চল, ঘরের মধ্যে চল—সকল কথা খুলিয়া বলিব।

মহম্মদ আলি বাটীর চাবি খুলিয়া আলোক জ্বালিলেন,

এবং বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া, নবাগতকে বসিতে বলিলেন। তিনি আর একবার আগন্তুকের আপাদমস্তক সন্দিগ্ধনেত্রে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "এইবার তোমার বক্তব্য বিষয় বলিতে পার।"

আগ। আমাকে এক হাজার মোহর দিতে হইবে। আমার বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ আমার মান বাঁচে না।

মহ। আগন্তুক! তোমার কথায় ক্রমশঃ আমার বিস্ময় বাড়িতেছে। তুমি কি উন্মাদগ্রস্ত?

আগ। না মহাশয়! আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। আমার টাকার প্রয়োজন—তোমার আছে, তুমি না দিলে কোথায় যাইব।

মহ। কে বলিল আমার নিকট টাকা আছে? আর থাকিলে তোমায় দিব কেন? তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি?

আগ। সম্বন্ধ গুরুতর! আমি জানি, তোমার টাকা আছে। আমি বেশী চাই না—কেবল অর্দ্ধেক মাত্র।

মহম্মদ অবাক! এ ব্যক্তি কে? এ কি ফিরোজার লোক! ফিরোজা কি ইহারই মধ্যে আর এক খেলা খেলিতে আসিয়াছে? আশ্চর্য্য নহে! পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "তুমি পাগলের মত কি বকিতেছ? আমার নিকট টাকা থাকিলেই বা তোমায় দিব কেন?"

আগ। তুমি দিতে বাধ্য।

মহ। জোর না কি?

আগ। জোর নয় ত কি? না দিলে তোমার মহা অনর্থ ঘটিবে। তোমার সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব।

মহ। আমার কি কথা প্রকাশ করিয়া দিবে?

আগ। পীর সাহেবের ভাঙ্গা বাড়ীর যাবতীয় ঘটনা।

আগন্তুক মহম্মদ আলির মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। মহম্মদ সে হাসির অর্থ বুঝিলেন। কপট কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কেন প্রলাপ বকিতেছ? তোমার কথার মাথামুণ্ড বুঝিবার যো নাই। যাও, এ পাগলামীর স্থান নয়।"

সে ব্যক্তি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "সহজে যাইব না আলি সাহেব! হয় আমাকে হাজার মোহর দাও, নয় আমি পুলিসে সংবাদ দিব;—তোমার সকল কথা প্রকাশ করিব। খোদাবক্স আলিকে খুন করিয়াছ, তাহার মৃতদেহ এখনও পীর সাহেবের ভাঙ্গা বাড়ীতে পতিত, মিথ্যা বলিয়া ঢাকিতে পারিবে না।"

মহম্মদ আলি বড় বিপদে পড়িলেন। এ ব্যক্তি ফিরোজার প্রেরিত লোক কি না, নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া নবাগত হাসিয়া কহিল, "ছি আলি সাহেব! তুমি এমন কাপুরুষ—একজন লোককে একটী যুবতীর মনোরঞ্জনার্থ বিষাক্ত তরবারীতে নিহত করিলে!"

মহম্মদ ভীত অথচ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কে তুমি?"

আগ। আমি খোদাবক্স আলি।

মহম্মদ বিস্মিতনেত্রে আগন্তুকের দিকে চাহিলেন। আগন্তুক ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন। মহম্মদ দেখিয়া অবাক! বাস্তবিকই খোদাবক্স আলি। তাঁহার ভয় অপনীত হইল। দুইজনে হাস্য করিতে লাগিলেন। খোদাবক্স কহিলেন, "সাবধানে থাকিবে, ফিরোজা-বিবি তোমাকে পরীক্ষা করিবে। সামান্য

অসাবধানতায় সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া যাইবে। যে কোন লোক আসুক না কেন, কথাবার্ত্তা বেশ সতর্কতার সহিত কহিবে, যেন ফিরোজার মনে কোনরূপ সন্দেহ না হয়।”

উভয়ের আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল, খোদাবক্স চলিয়া গেলেন। মহম্মদ আহারাদির পর পীর সাহেবের বাড়ীর ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা গেলেন।

দশম তরঙ্গ।

বিবাহের উদ্যোগ।

ফিরোজা আজ আর সে মলিন কুসুম নয়। আজ আর তাহার সে বিষণ্ণতা, সে অবসাদ নাই! ফিরোজা মেঘমুক্ত শশীর ন্যায়, বিপদমুক্ত হইয়া সদাই হাস্যাননা। সরস অধরে, নধর-গোলাপ-গণ্ডে মানসিক প্রফুল্লতা সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছে। অন্যদিন নির্জ্জনে বসিয়া কত কি ভাবেন; ভীতি, চিন্তার গুরুভারে হৃদয়কে নিষ্পেষিত করেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের অদম্য যাতনার পরিচয় দেন—আজ কিন্তু আর সে ভাব নাই। সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত। দাসদাসীর মধ্যে যাহারা এ গুপ্তবিষয় জ্ঞাত নয়, আজ অকস্মাৎ গৃহস্বামিনীকে প্রফুল্ল দেখিয়া ভাবিল, কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর বিষাদ-বিভাবরীর বুঝি বা অবসান হইল—নতুবা প্রভাতপদ্মের মত তাঁহার মুখপদ্ম উৎফুল্ল হইবে কেন? মালঞ্চের মরাগাছ যখন মুঞ্জরিত হইল, শুষ্কবৃক্ষে যখন ফুল ফুটিল, তখন অলি-সমাগম যে সত্বরেই হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

বিষণ্ণা, ক্ষীণা ফিরোজা আজি ক্রীড়াপরা, প্রফুল্লতাময়ী। তাঁহার সকল চিন্তার, সকল ভয়ের অবসান হইয়াছে। শত্রু

নিপাত হইয়াছে। যাহার ভয়ে আহারে সুখ, বিহারে আনন্দ, শয়নে শান্তি ছিল না, আজি সেই শত্রু নিপাত। যাহাকে দেখিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত—যাহার নাম পর্য্যন্ত স্মরণ-পথে উদিত হইলে হৃদয়-শোণিত তরল হইত, যাহার ভয়ে আত্মগোপনের জন্য জগতের নানাস্থানে ঘুরিতে হইত, আজি সেই শত্রু নিপাত—ইহা অপেক্ষা ফিরোজার আর কি সুখ হইতে পারে? তাঁহার আছে সকল সুখই—যাহা থাকিলে জগতে সুখী হইতে পারা যায়, অন্ততঃ লোকে সুখী, ভাগ্য-বান্ বলে, ফিরোজার তাহা সকলই আছে, কেবল সেই সুখে একটী কণ্টক ছিল, আজি সেই কণ্টকের উদ্ধার হইল। ফিরোজা আজি পূর্ণ সুখে সুখিনী। চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, পথশ্রান্ত প্রভৃতি শত সহস্র কষ্টভোগের পর আজি সুখ-সমাগমে ফিরোজার হৃদয় কলানিধি-সমাগম-সুখস্ফীত অম্বুধি-বক্ষের ন্যায়, আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। সরসীর স্বচ্ছনীরে জলসিক্ত প্রভাতপদ্ম যেমন কাঁপিতে থাকে, গোলাপের উচ্চ শিরে স্ফুট গোলাপ যেমন দুলিতে থাকে, পবনান্দোলিত নদীতরঙ্গ যেমন তালে তালে নাচিতে থাকে, সুখসম্পাতে ফিরোজার উচ্চ, বিশাল বক্ষও আজি সেইরূপ কাঁপিতেছে, দুলিতেছে এবং তালে তালে নাচিতেছে।

ফিরোজা ভাবিতেছে, "কি চতুরতাই প্রকাশ করিলাম! মূর্খ মহম্মদ আলি ভাবে—আমি তাহার প্রণয়াভিলাষিণী। খোদাবক্স আলিকে হত্যা করিবার পরেই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। বর্ব্বর সেই আশায় উৎসাহিত হইয়াই খোদা-বক্সকে হত্যা করিল। কিন্তু যখন শুনিবে, আমি চতুরতা

করিয়াছি—তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি; তখন কুপিত হইবে; নিরাশপ্রণয়ে উন্মত্ত হইবে, আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে; করুক, আমিও তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিব। মহম্মদ আলি শূন্যহস্ত, কপর্দ্দকবিহীন—আমি তাহাকে দুই হাজার মোহর অগ্রিম দিয়াছি। সে নরহন্তা, যাতুক, অর্থই তাহার পুরস্কার! নরশোণিতে যাহার হস্ত রঞ্জিত হইয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতায় যাহার হৃদয়রুধির কলুষিত হইয়াছে, অর্থই তাহার পুরস্কার! নারীর প্রেম, রূপসীর ভালবাসা, আমার মত সুন্দরীর প্রণয় আস্বাদন করিবার সে কি উপযুক্ত পাত্র? আমি তাহাকে আরও দুই হাজার, না হয় চারি হাজার মোহর দিব, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইবে। তাহার পর বিজয়নগরে ফিরিব। ফিরিব—কিন্তু দেখা কি পাইব? তিনি বলিয়াছেন, "সময়ে দেখা হইবে, যদি তখনও তোমার, আমার প্রতি এইরূপ ভালবাসা থাকে, যদি তোমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক থাকে, তবে সে দেখায় আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না।" হায়, সে দিন কবে আসিবে? কবে আবার আমি তাঁহার ভালবাসার ছায়ায় বসিয়া সন্তাপিত প্রাণের জ্বালা নিবারণ করিব? কবে আবার আমি পিপাসিতা চকোরীর ন্যায় তাঁহার মুখেন্দুর দিকে সোৎসুকনয়নে চাহিয়া বসিয়া থাকিব। হায়! তিনি কি আর আসিবেন না? আসিবেন বই কি! ফিরোজার রূপ-যৌবন, তাহার অগাধ ভালবাসা কি তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অঙ্কিত হয় নাই? কি জানি, পুরুষের অন্তর কিরূপ, যাহার জন্য আমার এত উদ্বেগ—তাঁহার হৃদয়ে কি আমার জন্য কিছুমাত্র ভালবাসা নাই! অসম্ভব। তিনি আবার আসিবেন। আমার দুঃখের

দিন শেষ হইল—এইবার সুখরজনীর সহিত আমার সেই হৃদয়াকাশের অকলঙ্ক শশাঙ্ক উদয় হইবে! এই অর্দ্ধখণ্ড অঙ্গুরীয় আবার মিলিত হইবে।" এই বলিয়া ফিরোজা সুবর্ণ-হার-সংবদ্ধ অর্দ্ধখণ্ড অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ সুখচিন্তায়, আশায়, উদ্বেগে দিনমান অতীত হইল। দেব অংশুমালী নলিনীদলের দিকে চাহিতে চাহিতে অস্তাচলের গুহাগত হইলেন।

রজনী আসিল। তারকাস্তবকে সুশোভিত হইয়া সুখ-যামিনী হাসিতে লাগিল। সুখের সময়ে সবই সুখময় বোধ হয়। প্রকৃতির প্রত্যেক অণু সুখীর সেবায় নিযুক্ত হয়। দুঃখের কথা, শোকাবহ স্মৃতি সুখীর মনে জাগিতে দেয় না। এই চন্দ্র, এই তারা, এই মলয়পবন, এই কৌমুদী ছিল সকল সময়েই—কিন্তু তাহারা একদিনও ফিরোজার প্রাণে এত আনন্দধারা ঢালিতে পারে নাই। আজি যেন সকলেই আনন্দের অমৃতহ্রদে অবগাহন করিয়া, আনন্দের নব মূর্ত্তি ধরিয়া ফিরোজার চিত্ত বিনোদন করিতেছে—হৃদয়ে শত সহস্র সুখের উৎস ছুটাইয়া দিতেছে। ছিল সবই—ছিল না কেবল মনের সুখ, হৃদয়ের শান্তি। আজি ফিরোজা সুখী বলিয়া তাহার নিকট সকলই সুখময়! ইহাই জগতের নিয়ম—ইহাই জগতের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। যে সুখী, তাহার নিকট সবই সুখের,—যে দুঃখী, জগতের প্রত্যেক বস্তু তাহার নিকটে হলাহলে পূর্ণ। নিলাম্বরে তারকাস্তবকমণ্ডিত পূর্ণেন্দুকে দেখিয়া বিরহিণী ভাবে, নিশানাথ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে; শীতাংশুর রশ্মিজালে তাহার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। মলয়পবনে হলাহল

কুসুমহারে বৃশ্চিক জ্বালা অনুভূত হয়। আবার প্রাণকান্ত নিকটে থাকিলে, নিশাকান্ত-কান্তি নয়নানন্দদায়িনী—কৌমুদী-প্রফুল্ল-কুসুমকুল হৃদয় উৎফুল্লকর হয়। এক মনের সুখ বা দুঃখ সমস্ত জগৎকে সুখময় বা দুঃখের আগার করিয়া তুলে। যামিনীসমাগমে কামিনীকুলের শিরোমণি, অনঙ্গমোহিনী ফিরোজা শশিকর-স্ফুট-কামিনীকুসুমবৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মহম্মদ আলি যথাসময়ে ফিরোজার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ফিরোজার হৃদয় ঈষন্মাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। মৌখিক আদর অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। মহম্মদ আলি চেয়ারে উপবেশন করিলে ফিরোজা মলিনমুখে কহিলেন, "মহম্মদ! এইবার বুঝি ধনে প্রাণে মারা যাই! এত সাধের আশালতা বুঝি সমূলে উচ্ছিন্ন হয়!"

মহম্মদ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ফিরোজা! আবার কি বিপদ? আবার তোমার কি অসুখ?"

ফিরোজা। এবার বড় বিপদ শক্ত—আমাদের সব ষড়যন্ত্র বুঝি প্রকাশ পায়। পুলিসে সন্দেহ করিয়াছে, আমাদের পিছনে ডিটেক্‌টিভ লাগিয়াছে।

মহ। বল কি ফিরোজা! ডিটেক্‌টিভ! সর্ব্বনাশ! সত্য বলিতেছ ডিটেক্‌টিভ আসিয়াছিল?

ফিরোজা। হাঁ মহম্মদ, ডিটেক্‌টিভ! তুমি আসিবার পূর্ব্বে আমার নিকট একজন লোক আসিয়াছিল। তাহার কথা-বার্ত্তায় বুঝিলাম, সে গোয়েন্দা-পুলিস। খোদাবক্সের হত্যা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছে। তোমাকে আমাকে গ্রেপ্তার করিবে।

মহ। গ্রেপ্তার? সর্ব্বনাশ! বল কি ফিরোজা! কিন্তু আমি ত এ কাজ খুব গোপনে করিয়াছি। কিরূপে পুলিসে সংবাদ পাইল? বড় আশ্চর্য্য ঘটনা!

ফিরোজা। গোয়েন্দা-পুলিসের নিকট কিছুই আশ্চর্য্য নাই। তাহারা সকল বিষয়েরই সংবাদ রাখে। তুমি পুরুষ মানুষ—তোমার সাহস আছে। তুমি পলায়ন করিয়াও রক্ষা পাইবে। আমি অবলা, অসহায়া স্ত্রীলোক। কি উপায়ে এ যাত্রা রক্ষা পাইব মহম্মদ?

মহ। অত উতলা হইও না ফিরোজা! বিপদে ধৈর্য্য ধর। তাহাকে খুন করিয়াছি, তাহার ত প্রমাণ চাই। মোকদ্দমা সহজে হয় না। আমি ও মোকদ্দমা সহজেই ফাঁসাইয়া দিব।

ফিরোজা। সত্য, টাকা খরচ করিতে পারিলে সবই হয়। আমার টাকার অভাব নাই। আমি টাকা দিয়া তোমাকে বাঁচাইব। কিন্তু আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। মোকদ্দমায় জিৎ হইলেও, স্ত্রীলোকের নামে দুর্নাম বড়ই কলঙ্কের কথা। যাহাতে আমার নামে কোন প্রকার দোষ না পড়ে, তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। তোমাকে আর একটী কাজ করিতে হইবে।

মহ। আবার কি কাজ ফিরোজা? আমায় আবার কি কাজ করিতে হইবে?

ফিরোজা। তোমাকে একটা কাগজে লিখিয়া দিতে হইবে, আমি খোদাবক্স আলিকে হত্যা করিয়াছি, তাহার সহিত আমার বিবাদ ছিল। কাহারও পরামর্শে আমি তাহাকে খুন করি নাই।”

মহ। অসম্ভব কথা! ইহা কি কখন হইতে পারে?

ফিরোজা। আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না? ছি ছি! পুরুষজাতি এমনি পদার্থ, এমনি সন্দিগ্ধ যে, তাহারা তাহাদের নিজের স্ত্রীকেও বিশ্বাস করিতে চায় না!

মহ। অবিশ্বাস কি! কিন্তু ওরূপ লিখিয়া দিবারই বা প্রয়োজন কি? উহাতে তোমার কি লাভ হইবে?

ফিরোজা। লাভ আর কি! আমার নিকটে থাকিবে মাত্র!

মহ। উহাই কি তোমার মনের কথা?

ফিরোজা। মনের কথা যদি বলি, তুমি হাসিবে! যদি বিপদ ঘটে, দুজনেই মরিব—মরিতে আমি আর এখন ভয় করি না। তোমার সহিত একসঙ্গে মরিব, তাহা অপেক্ষা আমার আর কি সুখ আছে? কিন্তু যদি বিপদ কাটিয়া যায়, তুমি আমি দুইজনে সংসারে সুখের ঘর পাতিব। আমার মত রূপবতীর অভাব নাই—যদি কোন যুবতী কখন তোমায় ভুলাইতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে আমি ঐ পরওয়ানা তোমায় জারি করিয়া ধরিয়া আনিব। সত্য বলিতে কি মহম্মদ! নারীর রূপ-যৌবন আর কতদিন থাকে। আমি তোমায় আর কতদিনই বা আপনার করিয়া রাখিতে পারিব। কিন্তু যদি ঐ লেখাটা আমার নিকট থাকে, তোমার আর পদমাত্র সরিবার উপায় থাকিবে না।

মহম্মদ আলি ফিরোজার বাক্‌চাতুরী লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন, "আচ্ছা ফিরোজা! তোমার যাহাতে মনোরঞ্জন হয়, আমার নিকট তাহা অকার্য্য নয়। কাগজ কলম লইয়া আইস, আমি লিখিয়া দিই।"

ফিরোজা কাগজ কলম আনিয়া দিলেন। মহম্মদ অঞ্জলি কহিলেন, "কি লিখিতে হইবে বল, আমি লিখিয়া দিতেছি।"

ফিরোজা বলিতে লাগিলেন। মহম্মদ লিখিলেন। লেখা শেষ হইলে, মহম্মদ নীচে নাম দস্তখত করিলেন। ফিরোজা সঙ্কেত করিবামাত্র চারিজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং যন্ত্রচালিতবৎ মহম্মদের নামের নীচে নাম সহি করিয়া চলিয়া গেল। মহম্মদ অবাক! দুইজনেই কিছু সময়ের জন্য নীরব। মহম্মদ কহিলেন, "ফিরোজা! শুভমিলনের আর বিলম্ব কেন?"

ফিরোজা। তোমার কি আর বিলম্ব সহিতেছে না। এখনও আমাদের বিপদের অবসান হয় নাই। এ সময়ে কি বিবাহের কথা তুলিতে আছে!

মহ। দেখ ফিরোজা! সত্য কথা বলিতে কি, তোমার কার্য্যকলাপ আমার যেন ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার কার্য্যে যাহা দেখিতেছি, মনে যেন অন্যভাব রহিয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

ফিরোজা। তাহাই যদি হয়, তুমিও তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পার। নিজের পথ নিজে দেখিতে পার।

মহ। একি ফিরোজা! তোমার এ আবার কি মূর্ত্তি! তুমি কি আমায় ভাসাইতে চাও?

ফিরোজা। তুমিও কি ভাবিতে চাও, ফিরোজা একজন নরহন্তার পাণিগ্রহণ করিবে?

মহ। উঃ! এতক্ষণে আমার চৈতন্যোদয় হইল। হায় হায়! আমি করিলাম কি! বিনাদোষে একজনের গুপ্তহন্তা

হইলাম,—নিরপরাধের রক্তে হস্ত কলুষিত করিলাম! ফিরোজা! তুমি কি আমায় সামান্য ঘাতুক ভাবিয়াছ? আমি কি অর্থের লোভে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি? কখনও ভাবিও না, আমি অর্থের কাঙ্গাল নই,—আমিও একজন লক্ষপতির সন্তান! দুষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়া যদিও পিতার সঞ্চিত বহু অর্থের অপব্যয় করিয়াছি, তথাপি দেশে আমার এখনও যথেষ্ট আছে! আমি তোমার প্রণয়লোভে উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ফিরোজা! কেন আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছ?

মহম্মদ এই কথাগুলি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলিলেন। শুনিয়া ফিরোজার কিছুমাত্র হৃদয়-চাঞ্চল্য ঘটিল না। তিনি সহাস্য আস্যে কহিলেন, "আলি সাহেব! কেন আর প্রলাপ বকিতেছ! আমার আশা ত্যাগ কর। আমার প্রণয়াশা দুরাশা মাত্র। যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, আরও দুই বা চারি হাজার মোহর দিব, লইয়া অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর। তোমার এ গুপ্তকথা কখন কেহ জানিতে পারিবে না। আমার আশা ত্যাগ কর।"

মহ। আমার কাগজখানি ফিরাইয়া দাও।

ফিরোজা। দিব বলিয়া লইলে দিতাম। তাহা পুনরায় পাইবে না।

মহ। আমার সহিত বিবাদ বাধানই কি তুমি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা কর?

ফিরোজা। বিবাদ করিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তোমায় আমার ভয় করিবারও কোন কারণ নাই।

মহ। খোদাবক্স অপেক্ষা আমায় দুর্ব্বল শত্রু ভাবিও না।

ফিরোজা। আমার বিরুদ্ধে হাত তুলিবারও তোমার ক্ষমতা নাই। আমি ইচ্ছা করিলে, তোমাকে যখন ইচ্ছা পুলিস সোপরদ্দ করিতে পারিব।

মহ। পারিবে জানি। কিন্তু যে একজনকে খুন করিতে পারিয়াছে, সে আরও একজনকে খুন করিতে পারিবে, জানিয়া রাখ। আমার কাগজখানি আমায় দাও, আমি চলিয়া যাই।

ফিরোজা। কখনই পাইবে না।

মহম্মদ বলপ্রকাশ করিয়া কাগজখানি ফিরোজার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। ফিরোজা হাসিতে লাগিলেন। মহম্মদ কাগজখানি খুলিয়া দেখেন, দুই পিট সাদা—এখানি সে কাগজ নয়! ভাবিলেন, ফিরোজা এবারও আমার সহিত চতুরতা করিয়াছে, এবারও আমার হার।

মহম্মদ কুপিতস্বরে কহিলেন, "ফিরোজা! তোমার এ কেমন ব্যবহার?"

ফিরোজা। যে যেমন ব্যবহারের উপযুক্ত! তুমি যদি আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিতে, আমি তোমায় আরও কিছু টাকা দিয়া বিদায় করিতাম, কিন্তু তুমি সে পাত্র নও।

মহ। তুমি কাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এখনও বুঝিতে পারিতেছ না।

ফিরোজা। আমি খোদাবক্স আলির ঘাতুকের সহিত বিবাদ করিতেছি।

মহ। যে ফিরোজার শত্রু খোদাবক্স আলিকে হত্যা করিতে পারে, ফিরোজাকে খুন করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়!

ফিরোজা। যত সহজ বিবেচনা কর, তত নয়। এই

দেখ, তোমার মৃত্যুবাণ—গ্রেপ্তারি-পরওয়ানা (এই বলিয়া ফিরোজা মহম্মদকে তাঁহার স্বাক্ষরিত কাগজ দেখাইলেন)। ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে পুলিসে দিতে পারি। আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তোমার যেন স্মরণ থাকে, তুমি আমার সম্পূর্ণ হস্তগত—তোমার জীবন মৃত্যু আমার দয়ার উপর নির্ভর করে।

মহ। সুন্দরি! শত্রুকে অত তুচ্ছ ভাবিও না। তোমার ছল-চাতুরীর বন্ধন ছুচ্ছেদ্য, তোমার কুটিলতার আবরণ উন্মোচন অসাধ্য সত্য, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় তুমিও আমার হাতে পড়িয়াছ! তোমারও সকল রহস্য আমার হস্তগত হইয়াছে। মৃত খোদাবক্সের জামার জেবে কতকগুলি কাগজপত্র ছিল, সেগুলি এখন আমার নিকটে।

ফিরোজার মুখ শুখাইল; কহিলেন, "মিথ্যা কথা! প্রবঞ্চক ধূর্ত্ত মহম্মদ আলি! তোমার প্রবঞ্চনা আমার নিকট টিকিবে না।"

মহ। তোমার অপেক্ষা প্রবঞ্চনা আমার অধিক নয়। প্রবঞ্চনা তোমার ব্যবসা—ছলনা, চাতুরী তোমার আভরণ—মিথ্যা কথায় তোমার অস্থি-মজ্জা গঠিত। নারীদেহে তুমি রাক্ষসী। পিশাচী! তোমার যাবতীয় গুহ্যকাহিনী আমি জানিয়াছি। খোদাবক্স আলি মরিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও দ্বিতীয় খোদাবক্স বর্ত্তমান।

ফিরোজার মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন হইল। গণ্ডে পাণ্ডুবর্ণের ছায়া পড়িল। মহম্মদ আবার কহিলেন, "সব জানি ফিরোজা, সব জানি! কাগজে লেখা ছিল—তুমি তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ, বিলাসীকে বিষ দিয়াছ, বৃদ্ধ পরিচারককে খুন

করিয়াছ। তুমি বিষ-ব্যবসায়ী—রাজদ্বারে তোমারও নিস্তার নাই। তুমিও আমার হাতে। ইচ্ছা করিলে আমিও তোমায় পুলিসের হাতে দিতে পারি।"

মহম্মদ আলির কথা শুনিয়া ফিরোজার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি করা কর্ত্তব্য মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থির করিয়া লইলেন। কহিলেন, "মহম্মদ সেই কাগজগুলি আমায় দাও; আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকার হইব।"

মহ। ফিরোজা! আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। আমি তোমাকে নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। তুমি আমায় লইয়া যথেষ্ট খেলা করিয়াছ—আর কেন ফিরোজা? আর চাতুরী কেন? তখন চাতুরী করিয়াছিলে, সাজিয়াছিল! আমি তোমার অনিন্দ্য রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলাম, তোমার দাসানুদাস হইয়াছিলাম; নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য-গরিমার সেবা করিয়াছিলাম—সে ছিল একদিন। তখন আমি তোমাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিয়াছিলাম,—দেখিয়াছিলাম শুধু রূপের মাধুরী—লাবণ্যের লহরী—যৌবনের ভরা জোয়ার;—তোমার ছলনা চাতুরী আমার নজরে পড়ে নাই। মূর্খ, অন্ধ, মোহপাশে আচ্ছন্ন হইয়া আমি তখন দেখিতে পাই নাই, সেই রূপমাধুরীর নীচে বিষাক্ত-ছুরি লুক্কাইত—লাবণ্য-লহরী-দাম্ভিকতার বিষ উদ্গীরণে জর্জ্জরিত! আর তুমি আমায় মুগ্ধ করিতে পারিবে না।

ফিরোজা। মহম্মদ আর আমায় ভৎর্সনা করিও না। আর আমি তোমায় প্রবঞ্চনা করিব না! আমি অন্তরের সহিত বলিতেছি, তোমায় বিবাহ করিব।

মহ। খোদাবক্স পুলিসের লোক, তুমি তাহাকে তোমার

শত্রু বলিয়া আমার দ্বারা তাহাকে খুন করিলে। তোমার স্বার্থসিদ্ধ হইল। আর তুমি আমায় চাও না। তুমি মুখে এখন যাহা বলিতেছ, উহা তোমার অন্তরের কথা নহে।

ফিরোজা। সত্য বলিতেছি মহম্মদ! তুমি আমায় সেই কাগজগুলি দাও—আমি তোমায় বিবাহ করিব।

মহ। তোমায় বিশ্বাস নাই! সে কাগজ আমি দিব না। উহা আমার নিকট থাকিবে।

ফিরোজা বিরক্ত হইয়া অধর দংশন করিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা মহম্মদ! আমরা পরস্পরকে চিনিয়াছি। তুমি আমার বিষয় সমস্ত জান, আমিও তোমার সকল কথা শুনিয়াছি। এরূপ স্থলে পরস্পরে বিবাদ হইলে, দুইজনেই মারা যাইব। এস, দুইজনে বিবাহ করি। দুইজন খুনী আসামীর মিলন মন্দ হইবে না।"

ফিরোজা ঈষৎ হাসিলেন। মহম্মদও প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "ফিরোজা! আমার মৃত্যু তোমার হাতে, এবং তোমার মৃত্যুও আমার নিকট, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। এখন কবে বিবাহ হইবে বল?"

ফিরোজা। বিলম্বের আবশ্যক নাই। আমি কালই সকল যোগাড় করিয়া রাখিব, কালই আমাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু সঙ্গে কোন লোকজন আনিও না, এখন বিবাহ একরূপ গোপনেই থাকিবে, যাহা করিতে হয় বিজয়পুরে গিয়া করিব।

মহ। আমার কোন আপত্তি নাই।

আরও দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর মহম্মদ আলি প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিলেন।

একাদশ তরঙ্গ।

বিবাহ-বাসরে।

মহম্মদ আলি খোদাবক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা যথাযথ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "কাল আমাদের বিবাহ।"

খোদাবক্স হাসিয়া কহিলেন, "আমরা বরযাত্রী যাইব।"

মহ। বিবিজানের নিষেধ! বিবাহটা গোপনে হইতেছে, লোকজন লইয়া যাওয়া হইবে না।

খোদা। আমিও গোপনে যাইব—কেহ জানিতে পারিবে না। কেমন মহম্মদ! এখন আমার কথা বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে ত? তুমি সন্ধ্যার সময় বিবাহ করিতে যাইবে। বিবাহ কতদূর গড়াইবে, আমার জানিতে বাকি নাই। নির্ভয়ে সকল কার্য্য করিবে। আসল কথা যেন বাহির না হয়। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, তোমার সাহায্যার্থ কোন বলবান ব্যক্তি নিকটেই আছে।

মহম্মদ বাসায় ফিরিলেন। পরদিন যথাসময়ে ফিরোজার সকাশে উপস্থিত হইলেন। ফিরোজা হাসি-হাসিমুখে মহম্মদের হাত ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসাইলেন। মহম্মদ দেখিলেন, ফিরোজার স্বভাবসুন্দর দেহে মণিমাণিক্য-রতন-খচিত নানাবিধ

অলঙ্কার থাকাতে, সৌন্দর্য্যমাধুরী যেন আরও অধিক উছলিয়া উঠিয়াছে। মহম্মদ ভাবিলেন, "হায়! বিধাতার সৃষ্টি-লীলার একি রঙ্গ! যে বস্তু যত সুন্দর, সে বস্তু তত ভয়ঙ্কর! যাঁহার প্রতি লোকের যত লোভ, যত কামনা, তাহা হইতেই তাহার তত মৃত্যুর সম্ভাবনা! সৃষ্টির সুন্দর নয়নমনের তৃপ্তিকর কুসুমদল নিম্নে সর্পের বাসস্থান! নয়নারাম শ্যাম জলধরে অশনি! এ সকল সৃষ্টিবৈচিত্র্য বুঝিবার শক্তি সাধারণের নাই। তাঁহার সকলই রহস্য—সকলই অদ্ভুত! নচেৎ বিশ্ব-বিনোদিনী, বিলাস-বিভ্রম-মাতোয়ারা ফিরোজার এ অতুল সৌন্দর্য্যমাধুরীর মধ্যে হিংসার বিষবহ্নি, ছলনা-চাতুরীর শাণিতছুরিকা লুকাইয়া রাখিবেন কেন?"

মহম্মদকে নীরব দেখিয়া ফিরোজা কহিলেন, "মহম্মদ! আমাদের উভয়েরই হস্ত নরশোণিতে কলঙ্কিত হইয়াছে! আমাদের তুলনা আমরাই দুজনে। বিধাতা আমাদিগকে আজ একটী সূতায় বাঁধিলেন। এখন এস, আমরা পরস্পরের সুখের জন্য পরস্পর জীবন উৎসর্গ করি—অতীত জীবনের কাহিনী বিস্মৃতির তিমিরাবরণে ঢাকিয়া ফেলি। নূতন জীবনে নূতন প্রণয়ের আস্বাদনে এখন আমাদের জীবন কাটিবে ভাল।"

মহ। আহা, এত সুখ যে আমার অদৃষ্টে ঘটিবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তোমার মত স্ত্রীর স্বামী হওয়া জন্মান্তরীণ পুণ্যের ফল মাত্র। ফিরোজা আর বিলম্ব কেন? বিবাহের কি সমস্ত যোগাড় হইয়াছে? মোল্লা সাহেব কি আসিয়াছেন?

ফিরোজা। হাঁ মহম্মদ! সমস্তই প্রস্তুত। আমি সকলকে ডাকিয়া আনি।

ফিরোজা প্রস্থান করিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহম্মদ দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, ফিরোজার পশ্চাৎ চারিজন সশস্ত্র গুণ্ডা। তিনি কোন কথা কহিলেন না, কেবল একবার মাত্র ফিরোজার মুখের দিকে চাহিলেন। ফিরোজার চোখে মুখে পৈশাচিক আনন্দের ছায়া দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, যদি খোদাবক্স আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে আজি আর তাঁহার প্রাণ থাকিবে না।

ফিরোজা কহিলেন, "মহম্মদ! আর বিলম্ব কেন? এস, আজি আমাদের বিবাহ! ইহারা এ বিবাহের মোল্লা এবং সাক্ষী।"

মহম্মদ কোন কথা কহিলেন না। ফিরোজা তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "বাঁধ, বেশ করিয়া শক্ত দড়ি দিয়া হাত-পা বাঁধ। মুখে একখানা কাপড় বাঁধ, যেন চীৎকার না করে।"

ফিরোজার বাক্য শেষ হইতে না হইতে দুইজন ছুটিয়া আসিয়া মহম্মদ আলিকে ধরিল এবং অপর দুইজন তাঁহাকে রজ্জু দিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করিল। ফিরোজার চক্ষু দিয়া, এক প্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইল, মহম্মদ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ফিরোজা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মহম্মদ! এখনও, আমায় সে কাগজ কয়খানি ফিরাইয়া দিবে কি না বল?"

মহ। না।

ফিরোজা। তোমার অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!

মহ। আমার ভাবনা আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছি। সসর্প গৃহে বাস করিতে গেলে প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হয়! আমি প্রাণের মমতা থাকিতে তোমায় বিবাহ করিতে আসি নাই।

ফিরোজা। মৃত্যুই কি তোমার বাঞ্ছনীয়?

মহ। অন্য উপায়াভাবে।

ফিরোজা। কেন, উপায় ত যথেষ্ট রহিয়াছে। আমায় কাগজ কয়খানি ফিরাইয়া দাও, আমি তোমাকে জীবন ভিক্ষা দিব।

মহ। আমি তোমার দয়ার প্রত্যাশী নই।

ফিরোজা। তোমার মৃত্যু বড় সুখের মৃত্যু নয়।

পরে গুণ্ডাদের দিকে চাহিয়া ফিরোজা আদেশ করিলেন, "ইহাকে নীচের তলায় অন্ধকার ঘরে রাখিয়া আসিবে চল।"

মহম্মদ কোন উত্তর করিলেন না। গুণ্ডারা তাঁহাকে আবদ্ধাবস্থায় নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া চলিল। ফিরোজা আলোক হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিলেন, তাহারা পশ্চাৎ চলিল। চাবি খোলা হইলে ফিরোজা গুণ্ডাদিগকে কহিলেন, "ইহাকে হত্যা কর, খুব যন্ত্রণা দিয়া মার,—মরিলে উহার মাথাটী লইয়া আমাকে দেখাইয়া আসিবে, আমি উপরে চলিলাম—সাবধান, যেন চীৎকার না করে।"

ফিরোজা চলিয়া গেলেন, যাইবার সময়ে ইঙ্গিতে উপরোক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে নিষেধ করিয়া গেলেন।

ফিরোজা নিজ কক্ষে যাইয়া বসিলেন। বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। "সত্যই কি মহম্মদ আমার সকল

ঘটনা জানিতে পারিয়াছে? সত্যই কি খোদাবক্সের নিকট কাগজ পত্র ছিল? উঃ! পাপিষ্ঠ খোদাবক্স মরিবার সময়ও আমার অনিষ্ট করিয়া গেল। আজীবন আমার স্কন্ধে বৃথা কলঙ্করাশি চাপাইয়া গেল! এখন করি কি? মহম্মদ আলির নিকটে কাগজপত্র নাই। উহাকে হত্যা করিলেও আমি নিরাপদ হইব না। সেই সাংঘাতিক কাগজপত্র অপরের হাতে পড়িবে, আবার কত খোদাবক্সের উদ্ভব হইবে। হায়! কিরূপে এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইব। মহম্মদ আলিকে রাখিলেও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। যদি কোনরূপে পলায়ন করে, আমার সর্ব্বনাশ করিবে।”

ফিরোজা বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিও অনেক হইল। শয়নকক্ষে যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি রক্তাক্ত-কলেবরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার শরীরের নানাস্থানে অস্ত্রের আঘাত, মুখাকৃতি ক্ষত বিক্ষত। ফিরোজা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, সম্মুখে মহম্মদ আলির রক্তাক্ত মৃতদেহ ভীষণমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে বাহির হইল, “ভূত।”

রক্তাক্ত মূর্ত্তি বিকটস্বরে বলিল, “সত্যই ভূত ফিরোজা! আমি মহম্মদ আলির প্রেতাত্মা! তোমার অনুচরেরা আমায় হত্যা করিয়াছে!”

কণ্ঠস্বর এত গম্ভীর, এত বিকৃত যে অতি সাহসীরও এরূপ অবস্থায় হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ফিরোজা ভয়ে চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ চারিদিকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু

কেহই আসিল না। প্রেতমূর্ত্তি হাসিয়া উঠিল। ফিরোজা পুনরায় ডাকিলেন, তত্রাপি কেহ আসিল না। প্রেতমূর্ত্তি গম্ভীরস্বরে কহিল, "ফিরোজা!"

ফিরোজা। দূর হ'! কে তুই?

ভূত। আমায় চেন না ফিরোজা! আমি মহম্মদ আলির প্রেতাত্মা!

ফিরোজা। এখানে কেন,—দূর হ'! কি চাস তুই?

ভূত। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা চাই ফিরোজা! আমায় খুন করিয়াছ, আমি প্রতিহিংসা লইব।

ফিরোজা। রক্ষা কর আমায়! ক্ষমা কর আমায়! আমি তোমায় খুন করি নাই! ইঙ্গিতে বারণ করিয়া আসিয়াছি। তাহারা বুঝিতে পারে নাই। আমায় বাঁচাও!

ভূত। বাঁচাব তোমায়! তুমি কত জনকে বাঁচাইয়াছ? বিলাসী কোথায় ফিরোজা?

ফিরোজা। কে তুই? ভূত, প্রেতাত্মা! না কোন ছদ্মবেশী? কে তুই শীঘ্র বল?

ভূত। বিলাসী কোথায়?

ফিরোজা। সে অনেক দিন মরিয়াছে। তাহার দেহ কবরে মাটী হইয়া গিয়াছে।

ভূত। মিথ্যা কথা! এতদিন ও কথা বলিলে আমি ভুলিতাম! আমি সমস্ত প্রেতজগৎ অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও তাহাকে পাই নাই। বিলাসী কোথায় ফিরোজা?

ফিরোজা। কে তুই ছদ্মবেশী? শীঘ্র বল, নহিলে আমি চীৎকার করিব!

ভূত। যদি সামর্থ্য থাকে চীৎকার কর! আমি আমার ছদ্মবেশ খুলি।

প্রেতমূর্ত্তি ছদ্মবেশ খুলিল। ফিরোজা ভয়চকিত, বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, খোদাবক্স আলি! মুখে মহম্মদ আলির মুখের অনুরূপ একটী মুখোস দেওয়া ছিল। ভয়ে বিস্ময়ে ফিরোজার মুখে কথা সরিল না। বাস্তবিকই তাঁহার চীৎকার করিবার সামর্থ্য লুপ্ত হইল।

উভয়েই নীরব। খোদাবক্স আলির মুখে হাস্যরেখা, নয়নে বক্রদৃষ্টি। ফিরোজা সম্মুখে দণ্ডায়মানা—প্রভাত-পবনান্দোলিতা কদলী পত্রিকার ন্যায় কম্পান্বিতা! মুখবর্ণ মৃতব্যক্তির বদনের অনুরূপ, নেত্রযুগল ক্ষিতিলগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া খোদাবক্সের মুখের দিকে চাহিলেন—খোদাবক্সের মুখে হাস্যরেখা—নয়নে ভ্রূকুটী ভঙ্গিমা। ফিরোজার হৃদয় শিহরিল। অন্তরস্পর্শী খোদাবক্সের ঐ দৃষ্টির সম্মুখে ফিরোজার বিদ্যুৎ-বর্ষিণী কটাক্ষ চিরকালই ব্যাহত—চিরকালই ফিরোজার কুটিল কটাক্ষ ঔষধবিশেষের নিকট ভুজঙ্গিনীবৎ অবনতমস্তক। ফিরোজা মনে মনে ভাবিলেন, "খোদাবক্স আলি জীবিত! মহম্মদ মিথ্যাবাদী। আমায় প্রতারণা করিয়াছে। মৃতদেহে কাগজপত্র পাওয়া তাহার রচনা। খোদাবক্সের নিকট সকল কথা শুনিয়াছে। এ সমস্তই খোদাবক্সের চাতুরী! মহম্মদ আলি তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা।"

ফিরোজা মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সকল চিন্তা করিয়া খোদা-বক্সের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "খোদাবক্স! এবার তোমারই জয়!"

খোদা। মরাকে তোমার এত ভয় কিসের? আমি ত কয়েক দিন মরিয়াছি! স্বচক্ষে পীরসাহেবের ভাঙ্গা বাড়ীতে আমার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছ! তবে আমায় আবার এত ভয় কেন?

ফিরোজা। ভয় আমার কাহাকেও নাই। আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, মহম্মদ আলি বাঁদরের ন্যায় তোমার হাতে নাচিতেছে!

খোদা। ভাল কথা! মহম্মদ আলি কোথায় ফিরোজা?

ফিরোজা। আমি তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি। সে প্রতারণা করিয়াছে—আমি তাহাকে নিকটে আসিতে দিই না।

খোদা। নীচের আঁধার ঘরে তবে কাহাকে খুন করিলে ফিরোজা?

ফিরোজা। খুন! মিথ্যা কথা! কে বলিল, আমি খুন করিয়াছি?

খোদা। ফিরোজা! এতদিনে তোমার সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আর তুমি কোনরূপে রক্ষা পাইবে না। গুণ্ডাদের মারিতে হুকুম দিয়াছিলে—তাহারা তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। তাহারা তাহাকে সত্যই হত্যা করিয়াছে। আমি নিকটে ছিলাম, ইচ্ছা করিলে রক্ষাও করিতে পারিতাম। কিন্তু দুটী কারণে করি নাই। প্রথমতঃ, সে আমায় অপমান করিয়াছিল—আমার শত্রু! তাহার প্রতি আমার দয়া-মমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে খুন না হইলে আমি তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারি না। তোমার অপরাপর দোষ প্রমাণ করিতে আমায় অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, কিন্তু এটা প্রমাণ করা অতি সহজে হইবে। আমি তোমায় হাতে হাতে ধরিতে

পারিব। তুমি খুনী আসামী! তোমার নামে গ্রেপ্তারি-পরোয়ানা লইয়া পুলিসের লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, আমার আদেশ পাইলেই পরোয়ানা জারি করিবে।

ফিরোজার মুখ শুখাইল—বুক কাঁপিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। কাতরকণ্ঠে যুক্তকরে কহিলেন, "খোদা-বক্স! আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর!—আমি তোমায় যথেষ্ট পুরস্কার দিব! আমার বিষয়ের অর্দ্ধেক তোমায় দিব।"

খোদা। আমি এক কড়িও গ্রহণ করিব না! তুমি খুনী আসামী, তোমার দণ্ডই আমার প্রার্থনীয়!

ফিরোজা। আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমায় দিব। আমার জীবনরক্ষা কর—আমায় এ স্থান হইতে পলাইতে দাও।

খোদা। তোমার নিকট এক পয়সাও লইব না। তুমি স্বামীহন্ত্রী, তোমার অর্থ রুধির-রঞ্জিত।

ফিরোজা। তোমার মিথ্যা কথা! আমি আমার স্বামীকে কখন হত্যা করি নাই।

খোদা। সে বিষয় আমি এখানে বিচার করিতে আসি নাই। আজিকার দোষই যথেষ্ট। তবে তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে স্বীকার হও।

ফিরোজা। বল, আমি রাজী আছি। আমার জীবন দান কর, আমি তোমার সকল কথাতেই সম্মত আছি।

খোদা। তোমার স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা বিলাসীকে আমি চাই, তাহাকে পাইলেই আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব!

ফিরোজা। বিলাসী! বিলাসী ত অনেক দিন মরিয়াছে।

হাসিয়া খোদাবক্স কহিলেন, "চতুরতাময়ি! আর চতুরতা

কেন? এখনও কি বিশ্বাস হয় নাই যে, খোদাবক্স তোমায় সহজে ছাড়িবে না ?”

ফিরোজা। যদি বিলাসীকে বাহির করিয়া দিই, তাহা হইলে আমায় রক্ষা করিবে বল? আর আমার অনুসরণ করিবে না বল ?

খোদা। আমি বিলাসীকে চাই—তাহাকে বাহির করিয়া দাও, তাহার সমুদয় বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দাও! তোমার সহিত আমার অন্য সম্বন্ধ নাই, তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।

ফিরোজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “বিলাসী এ বাড়ীতে নাই; চল, তাহাকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিব।” এই বলিয়া ফিরোজা ভৃত্যদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু কেহই আসিল না। ফিরোজা খোদাবক্সের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “বুঝিয়াছি, বাড়ীর সকলেই এখন তোমার অধীন, তুমি ডাক, আসিবে।”

খোদাবক্স আহ্বান করিবামাত্র একজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি তাহাকে কহিলেন, “আকবর! অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি”, বলিয়া বহির্গত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, “চল, কোথায় যাইতে হইবে।”

ফিরোজা তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। খোদাবক্সের গাড়ী দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল, উভয়ে আরোহণ করিলেন। কোথায় যাইতে হইবে বলিয়া দিলে, গাড়োবান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

যথাসময়ে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। একটা কক্ষে খোদাবক্স আলিকে বসাইয়া ফিরোজা কহিলেন, "অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। বিলাসী ঘুমাইতেছে, তাহাকে তুলিয়া আনি। ভয় নাই—আমি পলাইব না"

হাসিয়া খোদাবক্স কহিলেন, "আমি সে বিষয়ে সতর্ক আছি। তবে এইমাত্র বলিয়া দিই, এ নাটকের যবনিকা যত শীঘ্র পড়ে, ততই মঙ্গল।"

ফিরোজা প্রস্থান করিলেন, এবং প্রায় ১৫ মিনিট পরে এক অবগুণ্ঠনবতী কিশোরীকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। খোদাবক্স কিশোরীর আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্ব হইতে যে সন্দেহের আবছায়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে তাহা আরও ঘনীভূত হইল। ফিরোজা সহজে যে বিলাসীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবে—প্রথম দাবার কিস্তিতেই যে, ফিরোজার মত খেলোয়ার বাজী মাৎ হইতে দিবে, ইহা তাঁহার ধারণাতেই আসিল না। যাহা হউক, তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। ফিরোজা কহিলেন, "এই নাও বিলাসীকে আমার! এতদিন আমার নিকট ছিল, এইবার তাহাকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিলাম। বিলাসীকে আমি গর্ভজাত কন্যার মত ভালবাসিয়াছি—সেও আমাকে মা'র মত ভালবাসিয়া আসিয়াছে। আমি কখন তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করি নাই।" পরে বিলাসীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা! ইনিই এখন হইতে তোমার অভিভাবক। তোমার বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, ইহাঁকে বুঝাইয়া দিব। তুমি ইহাঁর সহিত যাও। আমাকে মনে রাখিও।"

খোদাবক্স কিশোরীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা! একবার মুখের আবরণ খোল ত?"

ফিরোজা। দেখিতেছি, আমাকে তোমার আদৌ বিশ্বাস নাই।

ফিরোজা বিলাসীর অবগুণ্ঠন তুলিয়া কহিলেন, "এই দেখ, এ জাল বিলাসী নয়। তোমার সহিত প্রতারণা করিয়া আমি নিস্তার পাইব না।"

খোদাবক্সের নিকট বিলাসীর একখানি প্রতিকৃতি ছিল। ছবির সহিত সাদৃশ্যে বুঝিলেন, এই বিলাসী। ফিরোজার সহিত তাঁহার আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর খোদাবক্স ফিরোজার নিকট বিদায় লইয়া বিলাসীর সহিত যাইতে উদ্যত হইলেন। ফিরোজা জিজ্ঞাসিলেন, "মহম্মদের লাস কি হইবে? তাঁহাকে ভবিষ্যতে আরত কোন বিপদে পড়িতে হইবে না।"

হাসিয়া খোদাবক্স কহিলেন, "আমি যাহাকে একবার অভয় দিই, তাহার আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না। তবে আমার প্রতি অসৎ ব্যবহার করিলে আমি তাহাকে দণ্ড দিতে পশ্চাৎপদ হই না। মহম্মদের জন্য কোন ভয় নাই। সে জীবিত আছে।"

খোদাবক্স বিলাসীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, ফিরোজা তাঁহার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে ফিরোজার চক্ষে একপ্রকার আনন্দের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইল। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

করিম উল্লা।

পরদিবস প্রাতঃকালে খোদাবক্স বিলাসীকে ডাকাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জানিলেন, ফিরোজা তাহার প্রতি কখন সদয় ব্যবহার করেন নাই। তাহাকে বন্দীর মত একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। খোদাবক্সের ভয়ে তাহাকে এতদিন কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, অবসর পাইলে তাহাকে খুন করিতেন। ফিরোজার সম্মুখে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে সাহস করে নাই।

খোদাবক্স বিলাসীকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। তাহার সকল কথা তাঁহার সন্তোষজনক বোধ হইল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "এ কি সেই প্রকৃত বিলাসী! ইহার কথাবার্ত্তায়, ইহার আকার-ইঙ্গিতে আমার ত ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। কৌশলময়ী, চতুরতাময়ী ফিরোজা যে, আমার উপর আর এক চাল চালে নাই, কে বলিবে? যদি তাহাকে বিশ্বাস করি, আমার এতদিনের পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড হইবে। এ কিশোরীকেও চতুরতার আকর বলিয়া

বোধ হইতেছে। যে ফিরোজার নিকট এত দিন শিক্ষা পাইয়াছে, সে চতুরা না হইবে কেন? আমার যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোকবিশেষের মুখের ভাব দেখিয়া, তাহার অন্তরের ভাব বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ, তাহা আজি ইহার নিকট ব্যাহত হইল। এ যদি জান্ত বিলাসী হয়—তবে প্রকৃত বিলাসী কোথায়? আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম! যাহা হউক, সহজে ছাড়িব না!" তিনি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া বিলাসীকে কহিলেন, "তুমি এইখানেই থাক, আমি ফিরোজার নিকট যাইতেছি।"

বিলাসী। আমার পিতার বিষয়ের আমার ন্যায্য অংশ যাহাতে শীঘ্র আমার হস্তগত হয়, তাহার উপায় করুন। আমি লক্ষপতির দুহিতা হইয়া কতদিন আর এরূপ পরান্নে জীবন ধারণ করিব?

খোদাবক্স তাহাকে আশ্বাস দিয়া বিদায় হইলেন। প্রথমতঃ মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহম্মদ আলি তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি কখন্ কিরূপে কি কার্য্য কর, আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কাল গুণ্ডারা যখন আমায় বাঁধিল, আমি মনে করিলাম, তুমি সময়ে না আসিতে পারিলে, আমার জীবন সংশয় হইবে। যখন আঁধার ঘরে লইয়া গেল, তখনও তোমার দেখা নাই, আমার আতঙ্ক বাড়িল। ফিরোজা আমাকে খুন করিতে আদেশ দিল—আমি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলাম। এক ব্যক্তি আমার কানে কানে কহিল, "ভয় নাই আলি সাহেব!" আমি তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আকবর—

তোমার সহচর, তখন ধড়ে আমার প্রাণ আসিল। ভাবিলাম, খোদাবক্স মুখে যাহা বলে, কাজে তাহার ব্যতিক্রম হয় না।

খোদা। ফিরোজা গুণ্ডাদিগকে ঠিক করিয়াছে, আমি সন্ধান লইয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিলাম। কহিলাম, আমি পুলিসের লোক, যদি তোমরা আমায় এ কার্য্যে সাহায্য না কর, তোমাদের বিপদ বড় শক্ত। আমাকে সাহায্য করিলে পুরস্কার কিছুই পাইবে না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। তাহারা আমার পরিচয় পাইয়া ভয়ে আমার প্রস্তাবে স্বীকার হইল। আমি তাহাদের দলে আকবরকে রাখিয়া আসিলাম। যে চারিজন গুণ্ডা ছিল, আকবর তাহাদের মধ্যে ছদ্মবেশে একজন।

শুনিয়া মহম্মদের বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। খোদাবক্স তাঁহাকে অপরাপর যাবতীয় ঘটনা বলিলেন। পরে সেখান হইতে বিদায় লইয়া ফিরোজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ফিরোজার সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা, পরামর্শ হইল। শেষে স্থির হইল, দানপত্রের স্বর্ত্তানুসারে ফিরোজা বিলাসীকে তাহার প্রাপ্য অংশ বুঝাইয়া দিবে। সমুদায় স্থির হইলে, বিদায় লইবার জন্য খোদাবক্স গাত্রোত্থান করিলেন। ফিরোজাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খোদাবক্স পুনঃ পুনঃ তাঁহার হাতের দিকে চাহিতেছেন দেখিয়া ফিরোজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

খোদা। তোমার হাতের আংটীটী বেশ পরিষ্কার, বড়ই সুন্দর। আমি অনেক আংটী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন পরিষ্কার কখন দেখি নাই—হীরাখানি বহুমূল্যের।

হাসিয়া ফিরোজা কহিলেন, "যখন আমি আমার স্বামীকে এবং বিলাসীকে খুন করি, ও আংটী তখন আমার হাতে ছিল না। নির্দ্দোষীর রক্তে উহা কলঙ্কিত হয় নাই। যদি তোমার বড় পছন্দ হয়—লইতে পার।" এই কথা বলিতে বলিতে ফিরোজা চম্পকাঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়কটী খুলিয়া ফেলিলেন।

খোদা। যদি তুমি দুঃখিত না হও, তাহা হইলে তোমার সহিত বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ লইতে পারি।

ফিরোজা। দুঃখিত কি খোদাবক্স! আমি আন্তরিক আনন্দের সহিত উহা তোমায় দিলাম।

খোদাবক্স ফিরোজার নিকট হইতে অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে খোদাবক্সের বাসায় আর একটী ঘটনা ঘটিল। একজন অপরিচিত লোক আসিয়া আকবরকে কহিল, "খোদাবক্স আলি বোধ হয় বাড়ীতে নাই! আমি একবার বিলাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি ফিরোজার নিকট হইতে আসিতেছি, আমার নাম করিম উল্লা।"

আকবর আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "বিলাসী উপরে আছে—এস, তোমাকে তাহার নিকট লইয়া যাই।"

বিলাসী নিজকক্ষে বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছে। আকবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "ফিরোজা-বিবির নিকট হইতে করিম উল্লা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

বিলাসী পুস্তকখানি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। করিম উল্লা গৃহে প্রবেশ করিল। আকবর চলিয়া গেল। বিলাসী নবাগতের দিকে সন্দেহনয়নে চাহিয়া আপনমনে কহিল, "করিম উল্লা! কৈ, এ নাম ত কখন শুনি নাই।" পরে প্রকাশ্যে কহিল, "তোমার নাম করিম উল্লা?"

করিম। হাঁ বিবিসাহেব!

বিলাসী। কৈ, তোমায় ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই?

করিম উল্লা গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিল, "আমায় তুমি দেখিবে কোথা হইতে! আমি প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতাম। বিবিসাহেবের গোপনীয় কাজ সকল আমায় করিতে হইত। আমার উপর কি তোমার কোন সন্দেহ হইতেছে?"

বিলাসী। সন্দেহ! না—সন্দেহ হয় নাই! তোমার এখানে কি প্রয়োজন?

"বলিতেছি"—বলিয়া করিম উল্লা বিলাসীর নিকট বসিল, এবং দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "এ ঘরে এখন আর কেহ আসিবে না ত?"

বিলাসী। না, আমার ঘরে সাড়া না দিয়া কেহ আসে না।

করিম। বিবিসাহেব আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, দেখিয়া আইস, আমার বিলাসী কেমন আছে।

করিম উল্লা ঐ কথা বলিয়া, বিলাসীর মুখের দিকে আড়-নয়নে চাহিয়া এক প্রকার হাসিল। বিলাসী তথাপি নীরব, তথাপি তাহার প্রতি তাহার সন্দেহ দূর হইল না। করিম

উল্লা তবুও হাসিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া বিলাসী কহিল, "তুমি কি পাগল! অমন করিয়া হাসিতেছ কেন?"

করিম। আমি দেখিতেছি--আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস নাই। ভাল, আমি নিদর্শন দেখাইতেছি।

এই কথা বলিয়া করিম উল্লা জামার জেব হইতে একটী অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া কহিল, "এই দেখ, এইবার বিশ্বাস হইবে, আমি বিবিসাহেবের লোক।"

বিলাসী দেখিল, বাস্তবিকই ঐ অঙ্গুরীয় ফিরোজার অঙ্গুলিতে থাকে। তখন তাহার মুখের আর সে প্রকার ভাব, নয়নের সে প্রকার দৃষ্টি রহিল না। করিম উল্লা কহিল, "আমাকে তোমার বিশ্বাস হইবে না, সেই জন্য বিবিসাহেব নিজের হাত হইতে আংটী খুলিয়া বলিয়া দিলেন, এই নিদর্শন বিলাসীকে দেখাইলেই সে তোমাকে বিশ্বাস করিবে।" করিম উল্লা আবার হাসিল। এবার বিলাসীও সে হাসির অর্থ বুঝিয়া হাসিতে লাগিল।

বিলাসী। তিনি আমায় কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন?

করিম। বলিয়াছেন, খুব সাবধানে থাকিবে। খুব সতর্ক রহিবে। সামান্যমাত্র সন্দেহ হইলেই সমস্ত নষ্ট হইবে।

বিলাসী। তাহা আর আমাকে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার আদেশ আমার বেশ মনে আছে।

করিম। এ গোয়েন্দার বাড়ী,—তাহাদের চাতুরী তুমি কিছুই জান না। তাঁহার সর্ব্বদা ভয়, পাছে তুমি সব নষ্ট কর। এখন তোমার উপরই তাঁহার আশা-ভরসা! তোমার অসাবধানতায় কোন কথা প্রকাশ হইলে সকল আশা নষ্ট

হইবে—জীবন লইয়া টানাটানি পড়িবে! তুমি সকল কথা বেশ সাবধানে বলিবে।

বিলাসী। বিবিসাহেবকে বলিবে, তাঁহার বাঁদী আশা তেমন নির্ব্বোধ নয়। সে অমন কত গোয়েন্দাকে ঘোল খাওয়াইতে পারে!

এই বলিয়া বিলাসী বা ওর্‌ফে আশা করিম উল্লার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। করিম উল্লাও মনের আহ্লাদে মনের হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কহিল, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কোন ভয় নাই—যথাসময়ে তোমার সহিত আবার দেখা হইবে।"

বিলাসী। আমি এক এক করিয়া উদ্ধারের দিন গণিতেছি। সুযোগ পাইলেই উড়িয়া পলাইব।

করিম। গোয়েন্দাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। দেখ, স্বপ্নেও যেন কোন কথা প্রকাশ না হয়। গোয়েন্দা বড় বিষম জানোয়ার।

বিলাসী। ওরূপ জানোয়ারকে বশ করিতে আমি ভালরূপ শিখিয়াছি। আমাদের বুদ্ধির নিকট খোদাবক্সকে এখনও অনেক দিন ঘোল খাইতে হইবে।

"আর বড় বেশী দিন হইবে না আশা বিবি!" বলিয়া করিম উল্লা উঠিল এবং নিজের ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আশা! এতদিনে তোমার কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর সকল আশা ফুরাইল। খোদাবক্সকে অনেক ঘোল খাওয়াইয়াছ, কিন্তু আর পারিবে না।"

আশা খোদাবক্সের মুখের দিকে চাহিয়াই অবাক্! তাহার

কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল—মুখে পাণ্ডুবর্ণের ছায়া পড়িল। হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। খোদাবক্স তাহার সেই প্রকার অবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, "কি আশা বিবি! গোয়েন্দাদিগকে ঘোল খাওয়াইবে না?" আশা নীরব, লজ্জাভারে বদন অবনত! খোদাবক্স পুনরায় কহিলেন, "আশা—জাল বিলাসী! এখন যদি জীবনের আশা থাকে, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার সত্য উত্তর দাও। মিথ্যা বলিয়া আর কোন ফল নাই। তোমরা বিলাসীকে কোনরূপেই গোপন রাখিতে পারিবে না।"

আশা। আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার সত্য উত্তর দিব।

খোদা। বিলাসী কোথায়?

আশা। দিল্লীতে।

খোদাবক্স হাসিয়া উঠিলেন। আশা কহিল, "সত্যই বিলাসী দিল্লীতে।"

খোদা। দিল্লীতে! কোথায়? কোন্ বাড়ীতে থাকে?

আশা। আমি তাহা ঠিক জানি না। সেখানে আমার কর্ত্রীর ৩।৪ খানি বাড়ী আছে শুনিয়াছি। তাহারই এক-খানিতে আছে। আমরা যে বাড়ীতে থাকি, উহাতে সে নাই।

খোদা। তুমি কে?

আশা। আমি ফিরোজা-বিবির বাঁদী—সহচরী।

খোদা। তোমার সহিত বিলাসীর এত সাদৃশ্য কেন? তুমি কি তাহার কেহ হও?

আশা। আমাদের পিতা এক। ইস্‌মাইল খাঁর এক রক্ষিত

বেশ্যার গর্ভে আমার জন্ম হয়। শৈশবেই আমি মাতৃহীনা হই। বাল্যকাল হইতেই আমি ইস্‌মাইল খাঁর সংসারে লালিতা পালিতা। ফিরোজা-বিবি আমায় বড় ভালবাসেন, আমি তাঁহার বাঁদী বা সহচরী।

খোদা। তোমাকে আমার সহিত পাঠাইবার তাঁহার কি উদ্দেশ্য?

আশা। প্রবঞ্চনা! এত পরিশ্রম পণ্ড করা।

খোদা। তুমি এখানে কতদিন থাকিতে?

আশা। যতদিন না সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইত। বিলাসীর প্রাপ্য বিষয় আমাকে বুঝাইয়া দিলে, অবসর বুঝিয়া আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতাম; ফিরোজার সহিত মিলিত হইতাম।

খোদাবক্স তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

আশায়-উদ্বেগে।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছে। সহরের কোলাহল ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। পথে ঘাটে লোকের যাতায়াত ক্রমে অল্প হইয়া আসিতেছে। নিরভ্রগগনে চন্দ্রমা তারকা-স্তবকে মণ্ডিত হইয়া, সুস্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতেছেন। নৈশ মৃদুসমীরণ লতাশিরে ফুল্লকুসুমের মুখচুম্বন করিয়া, শ্যাম-পাদপের পত্রপুঞ্জ ঈষদান্দোলিত করিয়া, মুক্ত-বাতায়নপথে সুষুপ্ত সুন্দরীর অসংযত অলকাগুচ্ছ কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে বহি-তেছে। এই সময়ে এক ব্যক্তি ফিরোজার বাটীর অদূরে, বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দণ্ডায়মান। ইনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ খোদাবক্স আলি।

খোদাবক্স আলি সন্ধ্যার পর হইতেই ফিরোজার বাটীর চারিদিকে ঘুরিতেছেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, বিবিসাহেব বাড়ীতেই আছেন। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া চতুরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন। রাত্রি দশটা বাজিল, তথাপি

যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাহার কোনই সন্ধান পাইলেন না। মনে মনে স্থির করিয়াছেন, যেরূপে হউক, আজি চতুরা ফিরোজার চাতুরীজাল বিচ্ছিন্ন করিবেন।

রাত্রি এগারটা বাজিল। তথাপি কেহ ফিরোজার বাটী হইতে বহির্গত হইল না। অপর কেহ হইলে নিরস্ত হইত, কিন্তু খোদাবক্স আলি সহজে নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন। তিনি পূর্ব্ববৎ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আরও এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, ফিরোজার অট্টালিকার গুপ্তদ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল। চঞ্চলনেত্রে খোদাবক্স চাহিয়া দেখিলেন, একজন যুবক সেই দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বহির্গত হইল। চারিদিকে একবার চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া উত্তরমুখে চলিল। খোদাবক্স আলি ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিলেন। মনে মনে কহিলেন, "ফিরোজা! আজি তোমার সকল চাতুরীর অবসান হইবে।" বাস্তবিকই ফিরোজা ছদ্মবেশ ধরিয়া, পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া রাস্তায় বহির্গত হইয়াছেন। খোদাবক্স বরাবর তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। কত রাস্তা, কত গলি পার হইয়া ফিরোজা একটী দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খোদাবক্স দেখিলেন, এই বাটীর কক্ষ-বাতায়নেই একদিন মহম্মদ আলি ফিরোজাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলেন।

বাটীর সদর দ্বার অর্গলরুদ্ধ। ফিরোজা তথায় কাহাকেও না ডাকিয়া, অপর একটী দ্বারের নিকট গমন করিলেন। দ্বারে চাবি বন্ধ। ফিরোজা জামার জেব হইতে একটী চাবি

বাহির করিয়া কুলুপ খুলিলেন, এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিলেন।

খোদাবক্স বাটীখানির চারিদিক বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পশ্চাদ্দিকে একটী নানাবৃক্ষের বাগান। বাগানের চতুর্দ্দিক উন্নতপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। খোদাবক্স পাদুকা নিম্নে রাখিয়া অতি সাবধানে প্রাচীরে উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে নামিলেন। একটী প্রাচীন প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখা দ্বিতলের ছাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত। খোদাবক্স সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ছাদে আসিয়া নামিলেন। বাটীর ভিতর সমস্ত অন্ধকার, কেবল একটী কক্ষে আলোক জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলেন। অতি সাবধানে, নিঃশব্দপদসঞ্চারে অবরোহিণী দিয়া দ্বিতলে আসিলেন। যে কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহার দ্বারের নিকট আসিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, ফিরোজা পুরুষবেশ খুলিয়া একখানি পালঙ্কে বসিয়া আছেন—তাঁহার পার্শ্বে একটী বালিকা। বালিকাকে দেখিয়া খোদাবক্সের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিলাসী বিমাতার নিকট বসিয়া আছে, তাহার মুখখানি অবনত। খোদাবক্স দেখিলেন, আশার সহিত বিলাসীর বর্ণগত এবং মুখাবয়বের সাদৃশ্য চমৎকার। উভয়কে একসঙ্গে দেখিলে যমজকুমারী বলিয়া ভ্রম হয়। পার্থক্যের মধ্যে আশার বয়স কিছু অধিক। উভয়ের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে শুনিবার জন্য খোদাবক্স উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন।

ফিরোজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিলাসী! সত্য করিয়া বল, তুমি আমায় ভালবাস কি না?"

বিলাসী নীরব। ফিরোজা পুনরায় বলিলেন, "কেন মা! আমি ত কখন তোমায় কোন অযত্ন করি নাই। তুমি আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহ না কেন? আমি তোমায় গোপন করিয়া রাখিয়াছি সত্য; তাহার অনেক কারণ আছে। তুমি ইহার পর সবই শুনিতে পাইবে। আমার পিতা তোমাকে হত্যা করিতে গিয়াছিল, আমিই তোমাকে রক্ষা করিয়াছি। তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি বলিয়াই আমার আজি এত কষ্ট। দুরন্ত খোদাবক্স আমাকে এত নির্য্যাতন করিতেছে। তুমি বড় হইলে আমি তোমাকে তোমার বিষয়ের অংশ বুঝাইয়া দিব। খোদাবক্স তোমাকে বাহির করিয়া, তোমার বিষয় তোমায় দিতে চায়। আমার তাহাকে বিশ্বাস নাই—আমি তাহাকে ঘৃণা করি। সে আমার অনেক কুৎসা রটনা করিয়াছে। তাহার মত পাষণ্ডের হাতে তোমাকে সমর্পণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

বিলাসী এবার কথা কহিল, করাঙ্গুলিতে শয্যাস্তরণে দাগ কাটিতে কাটিতে কহিল, "আমি শুনিয়াছি, তিনি খুব ভাল লোক। তুমি তাঁহাকে অত ভয় কর কেন?"

ফিরোজা। কি জানি, কেন তাহাকে দেখিলেই আমার হৃদয়শোণিত শুখাইয়া যায়। মনে হয়, সে যেন আমার কি মহানিষ্ট করিবে। তাহার বিশ্বাস, আমি তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছি, তোমাকে এবং বৃদ্ধ পরিচারককে আমিই বিষ দিয়া মারিয়াছি। ভগবান জানেন, আমি এ সকলে কত নির্দ্দোষ। আমি এ সকল কার্য্য করি নাই বলিলে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, আমার নির্দ্দোষিতার কোন প্রমাণই

নাই। আমি তোমাকে বাহির করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু তুমিও পাছে আমার উপর সন্দেহ করিয়া, তোমার পিতার এবং বৃদ্ধ চাকরের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও,—এই ভয়ে আমি তোমায় নানাস্থানে গোপন করিয়া রাখিয়াছি।

বিলাসী। সত্য করিয়া বল মা! এ সকল বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ?

ফিরোজার চক্ষে জল আসিল। ফিরোজা বালিকার মত কাঁদিতে লাগিলেন। খোদাবক্স দেখিলেন, বিলাসীর কথায় ফিরোজার অন্তরে আঘাত লাগিয়াছে। তাহার নারীহৃদয় এখনও কোমলতা-বর্জ্জিত হয় নাই, মরুভূমের প্রতপ্ত বালুকা-স্তূপের মধ্যে এখনও নারীসুলভ মমতার অন্তঃসলিলা প্রচ্ছন্ন প্রবাহিতা আছে।

ফিরোজা বিলাসীর হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমি বুঝিয়াছি, কেন তুমি এতদিন আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহ নাই, কেন আমায় দেখিলে তোমার মুখ মলিন, বিমর্ষ হয়! সত্য বলিতেছি বিলাসী! ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, "এ পর্য্যন্ত আমার দ্বারা কাহারও প্রাণের অনিষ্ট হয় নাই। আমার হতভাগ্য পিতাই এই সকল দুর্ঘটনার কারণ।"

বিলাসী। আমি ঘটনাচক্রে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তোমাকেই আমার পিতৃহন্ত্রী এবং আমার পরিচারকের মৃত্যুর কারণ জানিয়া তোমার প্রতি আমার দারুণ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। অদ্য আমার সে সকল ভ্রম দূর হইল। আমি তোমাকে আজি হইতে মার মত দেখিব।

ফিরোজা বিলাসীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন। আরও দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর ফিরোজা কহিলেন, "যাও মা! রাত্রি অধিক হইয়াছে, তোমার শয়ন-কক্ষে যাও।"

বিলাসী উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিল। ফিরোজা পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য, মনের অবসাদ এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তিনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, খোদাবক্স আলি আমার পশ্চাৎ কেন ঘুরিতেছে। বিলাসীকে বাহির করাই তাহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, সে যেমন চতুর, আমিও তাহার উপর চতুরতা করিতে ত্রুটী করি নাই। তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি বিলাসীকে উদ্ধার করাই হয়, তাহা হইলে সে আমাকে এইবার ত্যাগ করিবে। কিন্তু মনের ভাব অন্যরূপ থাকিলে আমাকে সে এখনও বিপদগ্রস্ত করিতে ছাড়িবে না।"

এই সময়ে গৃহদ্বারে কাহার ছায়া পড়িল। ফিরোজা বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখেন—খোদাবক্স আলি!

ফিরোজা। এখানেও তুমি! তুমি কি আমায় ছাড়িবে না?

খোদা। ছাড়িতে পারিতেছি কৈ!

ফিরোজা। তোমার উদ্দেশ্য কি? বলিলে, বিলাসীকে পাইলেই তোমায় মুক্তি দিব। বিলাসীকে পাইয়াছ, আবার আমার অনুসরণ কেন?

খোদা। তোমার বিলাসী ধরা পড়িয়াছে। সে তোমার মত অত চতুরা নয়। তোমার আংটী তোমারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে!

ফিরোজা খোদাবক্সের কথার অর্থ বুঝিলেন। কহিলেন, "ঐ জন্যই তুমি আমার হাতের আংটী লইয়াছিলে।"

খোদা। তুমি বার বার হারিতেছ। তবু প্রতারণা করিতে ছাড়িতেছ না। তোমার এ গুরু পাপের দণ্ড কি জান?

ফিরোজা। জানি, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই কথা বলিয়া ফিরোজা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া নিজের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া হানিলেন। খোদাবক্স ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। চেষ্টা বিফল হইল। ফিরোজা থর থর কাঁপিলেন।

খোদা। আত্মহত্যা! কেন, কি দুঃখে আত্মহত্যা করিবে?

ফিরোজা। দুঃখ অনন্ত! লোকের নিকট অপমানিত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলা অপেক্ষা আত্মহত্যা শতগুণে শ্রেয়স্কর!

খোদা। কে বলিল তোমায় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে? তুমি সুন্দরী! যুবতী! এমন নিদারুণ কে আছে, তোমায় ফাঁসিকাষ্ঠে তুলিয়া ধরিবে? তোমার কোন ভয় নাই।

ফিরোজা। পুলিসের কথায় আবার বিশ্বাস! তাহারা প্রবঞ্চক, শঠের শিরোমণি।

খোদা। এ অনুযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা সুন্দরি!

ফিরোজা। আমার জীবনে তোমার অনেক লাভ। আমি বাঁচিলে তোমার অনেক স্বার্থ! আমায় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে পারিলে তোমার অনেক সুখ্যাতি! এত বড় একটা খুনী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছ, আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছ,—তোমার আরও পদবৃদ্ধি হইবে, গৌরব বাড়িবে। তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে আমার বাকি নাই।

খোদা। তোমার ভুল। আমি তোমাকে আইনের হাতে সমর্পণ করিব না। তোমাকে বলপূর্ব্বক বিজয়পুরেও লইয়া যাইব না। তোমার ইচ্ছা হইলে যাইতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই।

ফিরোজা। তবে তোমার উদ্দেশ্য কি? এতদিন আমার পশ্চাৎ কেন ঘুরিলে? আমায় এতদিন কেন কষ্ট দিলে? এ সকলই কি বৃথায় যাইবে?

খোদা। আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

ফিরোজা। তুমি এখানে অনেকক্ষণ আসিয়াছ?

খোদা। হাঁ! তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি। প্রকৃত বিলাসীকেও দেখিয়াছি।

ফিরোজা। এখন কি করিবে? আমায় আর কতদিন কষ্ট দিবে?

খোদা। তোমার কষ্টের অবসান হইয়াছে। দেখ, আমিও অবিবাহিত, তুমি আমায় বিবাহ কর। আমি তোমায় বড় ভালবাসি!

ফিরোজা। এ আবার কি কথা! তোমার একথা ত এতদিন শুনি নাই?

খোদা। কেন, আমি ত তোমায় অনেক দিন হইতে বিবাহ করিবার জন্য ঘূরিতেছি। এ ত নূতন কথা নয়। তুমিই ত একথা মহম্মদ আলির নিকট স্বীকার করিয়াছ।

ফিরোজা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। শেষে কহিলেন, "আর কেন আলি সাহেব! আর কেন আমায় জ্বালাতন কর।"

খোদা। না সুন্দরি! তোমায় সহজে ছাড়িব না। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অসীম! রাগবিদ্বেষ ভুলিয়া তুমি আমায় বিবাহ কর। বিবাহে আমরা পরস্পর সুখী হইব।

ফিরোজা। অসম্ভব! তুমি আমায় যত কষ্ট দিয়াছ, আমি জীবনে ভুলিব না।

খোদা। এখনও যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তোমার কষ্টের শেষ হইতে অনেক বিলম্ব!

ফিরোজা। সহিতে হয় সহিব। রমণীহৃদয় একজন বই দুইজনকে দিতে জানে না! আমি এখন কষ্টের পথ পরিষ্কার করিতে শিখিয়াছি।

খোদাবক্স তাঁহার কথার ভাব বুঝিলেন। কহিলেন, "তুমি কি এখনও আত্মহত্যা করিবে?"

ফিরোজা নীরব। খোদাবক্স অন্য কথা পাড়িলেন। কহিলেন, "আমি তোমায় একটী সুখের সংবাদ শুনাইব।"

ফিরোজা। বিলম্ব কেন?

খোদা। দৌলত আলি দিল্লীতে।

ফিরোজা। দৌলত আলি!

ফিরোজার মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। বদনমণ্ডল বিশুষ্ক; নেত্রদৃষ্টি পলকবিহীন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "কি বলিলে, দৌলত আলি!"

খোদা। হাঁ সুন্দরি! দৌলত আলি দিল্লীতে আসিয়াছেন, তিনি অতি ভদ্র, অতি সদাশয়।"

ফিরোজা। তুমি তাঁহাকে চেন?

খোজা। হাঁ, ঘটনাসূত্রে আলাপ হইয়াছে!

ফিরোজা। আমার এই সকল কাল্পনিক দোষের কথা তাঁহাকে বলিয়াছ ?

খোদা। কাল্পনিক দোষ! তুমি কি তবে খুনী আসামী নও ?

ফিরোজা। ভগবানকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, কখন কাহারও প্রাণের অনিষ্ট করি নাই।

খোদা। কেবল আমাকে যাহা খুন করিতে গিয়াছিলে।

ফিরোজা। উপায়ান্তর না দেখিয়া গিয়াছিলাম সত্য। যদি তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় থাকিত, কখনই ওরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইতাম না। আত্মরক্ষার্থেই করিয়াছিলাম।

খোদা। তিনি তোমার সকল কথা শুনিয়াছেন।

ফিরোজা। তুমি বলিয়াছ ?

খোদা। আমি সেরূপ অভদ্র নই! তিনি তোমায় এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসেন।

ফিরোজা। কে বলিল, তিনি আমায় ভালবাসেন ?

খোদা। আমি বলিতেছি।

ফিরোজা। তুমি কিরূপে জানিলে তাঁহার সহিত আমার ভালবাসা আছে ?

খোদা। কোন ঘটনায় জানিয়াছি। অনেক কথা জানি।

ফিরোজা। দৌলত আলি বিশ্বাসঘাতক!

খোদা। মিথ্যা কথা! তুমি তাঁহার মত সদাশয় ব্যক্তির ভালবাসা পাইয়াও আপনার হৃদয় উন্নত করিতে পার নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। আমি স্বকর্ণে তোমাদের প্রণয় আলাপ শুনিয়াছি।

ফিরোজা। মিথ্যা কথা!

খোদা। একদিন পূর্ণিমার রজনীতে একটী বাগানের মধ্যে তোমাদের শেষ দেখা হয়। তোমার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়, কিন্তু কোন কারণবশতঃ হয় নাই, কেমন ?

ফিরোজা। হাঁ, সত্য।

খোদা। তিনি একটী আংটী দ্বিখণ্ড করিয়া, অর্দ্ধখণ্ড তোমায় দেন এবং অপরার্দ্ধ নিজের নিকট রাখিয়া দেন, কেমন ?

ফিরোজা। খোদাবক্স আলি ! তুমি কে ? এ সব গুহ্যকথা কিরূপে জানিলে ?

খোদা। আরও আছে। দৌলত আলি বলিয়াছিলেন, 'সময়ে দেখা হইবে, যদি তখনও আমার প্রতি তোমার এইরূপ ভালবাসা থাকে, যদি তোমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক থাকে, তবে সে দেখায় আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না।'

ফিরোজা। খোদাবক্স ! সকলই আমার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

খোদা। যদি তুমি সেই ভাগ্যবানের উপরই সদয় হইয়া থাক, তাহাকে বিবাহ করিও। আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি, আমার ভালবাসা মনেতেই থাকিবে। তোমার অতীত জীবন যতই পাপময় হউক না কেন, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন অচিরেই সুধের সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত হইবে। প্রভাতে দৌলত আলি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে।

খোদাবক্স প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রস্থান করিলেন। ফিরোজার সর্ব্বাবয়ব স্বেদাক্ত হইল,—তিনি শয্যার উপর বসিয়াই সর্ব্বরীর অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

সুখ-সম্মিলনে।

কষ্টের রজনীর অবসান শীঘ্র হয় না। দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। খোদাবক্স চলিয়া গেলে, ফিরোজা বসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় এত ব্যথিত এবং চিন্তাক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, নিদ্রাদেবী তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। ফিরোজা অনন্যমনা হইয়া যাবতীয় ঘটনা আদ্যোপান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৌলত আলি বাস্তবিকই কি দিল্লীতে? এ প্রশ্ন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে উঠিতে লাগিল।

ফিরোজা বামকরে বিষাদ-মলিন বামগণ্ড সংস্থাপিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, খোদাবক্সের কথা কি সত্য?—মিথ্যা হইবারও ত কোন কারণ দেখিতেছি না। সে এ সকল কথা কিরূপে জানিল, এ গুপ্ত প্রেমরহস্য কোথা হইতে শুনিল? দৌলত আলি কি তাহাকে সকল বিষয় বলিয়াছেন? আমি ত কিছুই নিরূপণ করিতে পারিতেছি না! খোদাবক্স বলিয়া গেল, প্রভাতে দৌলত আলি আসিবে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন

সুখময় হইবে। আমি কিন্তু সুখের কণামাত্র দেখিতে পাইতেছি না,—দুঃখের ঘনান্ধকার, কষ্টের বিভীষিকা-জাল আমার চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! মেঘস্তরের সহিত মেঘস্তর মিলিয়া যেমন ঘনীভূত হয়, এবং তদ্দারা গগনপটে ভানুর বিমলভাতি যেমন আচ্ছাদিত ও জগৎ অন্ধকার হয়, সেইরূপ বিপদের উপর বিপদ আসিয়া আমার হৃদয়ের সুখশান্তি অপহরণ পূর্ব্বক আমার হৃদয়ের সুখসূর্য্যকে দুঃখের অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মর্ম্মদাহের ভীষণতাপে আমার অন্তস্তল অহর্নিশি দগ্ধ করিতেছে। আমার হৃদয় বড় কঠিন, তাই এতদিন জীবিত আছি। বিপদার্ণবে ঘোর ঊর্ম্মিমালার মধ্যে আশার ভেলা ধরিয়া ভাসিতেছি। কিন্তু সে ভেলাও বুঝি তরঙ্গাঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়। এত দুঃখ কষ্ট, এত নির্য্যাতন, এত মর্ম্মযাতনার মধ্যেও যাহার আশায় বুক বাঁধিয়া, যাহার ভালবাসার ছায়ায় বসিয়া শীতল হইব ভাবিয়াছিলাম, সে আশার সেতুও বুঝি ভগ্ন হয়। আমার এ অপকলঙ্ক নিশ্চয় তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে! এ হতভাগিনী, নিরপরাধে অপরাধিনীকে কি তিনি আর হৃদয়ে স্থান দিবেন? আমার নামে যে সকল বৃথা কলঙ্ক বিঘোষিত হইয়াছে, তিনি যদি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন, আমার ভাগ্যগগনে সুখশশধর আর কখন সমুদিত হইবে না। আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন সেই দৌলত আলি। যৌবনের অগাধ ভালবাসা, হৃদয়ের শূন্য-সিংহাসন তাঁহাকেই দিয়াছি। যদি এ জীবনে আমার সে আশালতা ফলবতী না হয়, নিশ্চয়ই এ জীবন বিসর্জ্জন দিব। খোদাবক্স দুর্ম্মতিই সকল অনর্থের মূল, সেই দৌলত আলিকে আমার সকল কথা

বলিয়াছে, তাহার সম্মুখেই এ জীবন ত্যাগ করিব। যে জীবনে সুখের আশা বিরল, সে জীবনে কি প্রয়োজন?

ফিরোজা বসিয়া বসিয়া সমস্ত সর্ব্বরী কেবল এইরূপ ভাবের চিন্তাতেই অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতেই দৌলত আলি আসিবেন। উৎকণ্ঠিতপ্রাণে, ক্ষণে ক্ষণে মুক্তবাতায়ন-পথে উষার সুন্দর আলোক-রেখার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! এ রাত্রির—এ উদ্বেগময়ী যামিনীর কি অবসান নাই? ফিরোজা প্রভাতারুণের সুবর্ণমুকুট দেখিবার জন্য যতবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, চন্দ্রমার ম্লানরশ্মি কেবল তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়! চন্দ্রদেব কি আজি আর অস্ত যাইবেন না? রাত্রির পরিমাণ কি আজি অধিক হইয়াছে? ফিরোজার এখন ইহাই একমাত্র ভাবিবার বিষয় হইল। ফিরোজা প্রিয়সমাগমের ঔৎসুক্যবশতঃ বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বরাজ্যের অপূর্ব্ব নিয়ম এক ভাবেই সর্ব্বত্র কার্য্যকারী। দিনমান, রাত্রিমান, সমভাবেই চলিতেছে। উহা কাহারও সুখ-দুঃখের, কাহারও অনুনয়-বিনয়ের মুখাপেক্ষী নয়! সুখীর সুখ-উৎস শতমুখে ছুটুক, দুঃখীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দনরোলে জগতে হাহাকার উঠুক, উহা কাহারও অপেক্ষা করিবে না, সমভাবেই আপন কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইবে। সুখী সুখ-সরোবরের শতদল শয্যায় সুখে শয়ন করিয়া, সুখরাজ্যে অবস্থান করিতেছেন; রজনী আসিলে সুখসূর্য্য অস্ত যাইবেন, সুখীর শত আরাধনায় সূর্য্যদেব ক্ষণ-কাল অপেক্ষা করিবেন না। রুগ্ন, শোকার্ত্ত, মর্ম্মাহত কেহ রজনী সমাগমে অন্তর বেদনায় কাতর হইয়া বার বার শশ-

ধরকে অস্তগমনে অনুরোধ করিতেছে; সুধাকর বধির, কাতর রোদনে আপন কার্য্য ভুলিতেছেন না। এইরূপই জগতের নিয়ম। সুখের রজনী কোথা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা সুখী জানিতে পারে না। দুঃখের রজনী পলে পলে মর্ম্মাহতের মর্ম্মস্থলে দুঃখের শেল হানে, তাই তাহার রাত্রির পরিমাণ অধিক বোধ হয়। ফিরোজারও তাহাই হইল। অনন্ত তারকামণ্ডিত, অনন্তগগন সুধানিধির সুবিমল কিরণে তেমনিই হাসিতে লাগিল। ফিরোজার সুখসম্পদের দিনে যেমন হাসিয়াছিল, তেমনিই হাসিতে লাগিল। ফিরোজার কিন্তু সে হাসি, সে জগৎপ্লাবি কিরণরাশি ভাল লাগিল না। ভাল বোধ হউক, আর নাই হউক, সুধাস্রাবী চন্দ্রমার চন্দ্রিকাচয় ধরণীপৃষ্ঠে সেইরূপ ভাবেই ক্ষরিত হইতে লাগিল,—শ্যামপাদপের উচ্চ শীর্ষ, কুসুম-ভূষণা-লতার নধর কলেবর, সৌধশিখর সেই একই ভাবে রঞ্জিত হইতে লাগিল,—তরঙ্গান্দোলিতা বিধুবনিতা স্বচ্ছ সরসীর সলিলশয্যায় সেই একই ভাবে হাসিতে লাগিল।

যথাসময়ে চন্দ্রদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। বালার্কের বিমলভাতি দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। ফিরোজা প্রভাত সমাগমে বাহিরে আসিয়া হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিলেন; এবং পুনরায় সেই শয্যায় উপবেশন করিয়া খোদাবক্স এবং দৌলত আলির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দৌলত আলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় মনোজ-মোহিনী ফিরোজা তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য অপূর্ব্ব বেশবিন্যাস করিতেন, বরাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার পরিতেন, কালকাদম্বিনীভ ঘন নিবিড় তরঙ্গায়িত অলকগুচ্ছ বেণী-

বন্ধন করিয়া নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত করিয়া রাখিতেন, আজি তাহার কিছুই নাই। বিলাসিনীর বিলাস-সজ্জায় যেন বিরাগ জন্মিয়াছে। কেশ অসংবদ্ধ, বরাঙ্গ ভূষণশূন্য। কুসুমচ্যুত, নিদাঘের রবিকরদগ্ধ লতিকার ন্যায় ফিরোজা মলিন এবং বিষণ্ণ! কিন্তু এই মলিনতা এবং বিষণ্ণতার মধ্যেও ফিরোজার আজি যে রূপের বিকাশ পাইয়াছে, যে অপূর্ব্বমাধুরী প্রকাশ হইয়াছে, পূর্ব্বে কখন সেরূপ হয় নাই! দুঃখক্ষিণ্ণ মলিনমুখে, তাপদগ্ধ হৃদয়ক্ষেত্রে যে সৌন্দর্য্যচ্ছটা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা অতি নির্ম্মল, অতি অপূর্ব্ব, অতি স্বাভাবিক! প্রাবৃটের কূলপ্লাবিনী, তরঙ্গ বিভঙ্গচঞ্চলা, সমলা তরঙ্গিণী অপেক্ষা, নিদাঘের তাপশুষ্কা, সৈকত-স্তূপমধ্যবাহিনী, ক্ষীণা তটিনীর সৌন্দর্য্য সমধিক হৃদয়গ্রাহী এবং অতীব বিমল। বিলাস-চঞ্চলা, সুখপ্রমত্তা প্রমদার যৌবনশ্রী অপেক্ষা, সংসার তাপ-ক্লিষ্টা সুন্দরীর শোভা অধিক মনোমোহিনী, কপটতাপরিশূন্যা এবং বিমলতায় পরিপূর্ণা। সুন্দরী ফিরোজার সুখের সময়ের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা এই বিপন্ন অবস্থার শোভা তাই অধিক মনোহারিণী।

ফিরোজাকে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। খোদাবক্স আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখভাব গম্ভীর! তাঁহাকে একাকী আসিতে দেখিয়া ফিরোজার মুখ শুখাইয়া গেল। খোদাবক্স গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ফিরোজার সম্মুখস্থ একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। ফিরোজা তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিলেন। বক্ষ কাঁপিল, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল,

পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর ঈষৎ উদ্ভিন্ন হইল, কিন্তু মনের কথা মুখে বাহির হইল না। ফিরোজা অধোবদন হইলেন। খোদাবক্স আলি ফিরোজার এই প্রকার ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বিবি সাহেব! বলিতে দুঃখিত হইতেছি, দৌলত আলি আর আসিবে না। তাহার আশা ত্যাগ কর। তুমি রূপবতী, ধনবতী, যুবতী, তোমার প্রণয়পাত্রের অভাব নাই। দৌলত আলি হতভাগ্য, মূর্খ, তাই তোমার মত নারীরত্ন ত্যাগ করিল। যদি পূর্ব্বস্মৃতি ত্যাগ করিতে পার, আমার প্রতি বৃথা বিরাগ-ভাব বিসর্জ্জন দিতে পার, আমার প্রতি সদয় হও। আমি নতজানু হইয়া তোমার উপাসনা করিতেছি, আমাকে বিবাহ কর। বংশমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য বা পদগৌরবে আমি দৌলত আলি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহি।"

ফিরোজা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া, পতিতপ্রায় অশ্রুবিন্দু বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া কহিলেন, "খোদাবক্স! তুমি আমার যতই অনিষ্ট কর না কেন, যদি আমি একজনকে হৃদয়ে স্থান না দিতাম, বোধ হয় তোমার প্রস্তাবে স্বীকার হইতে পারিতাম। দৌলত আলি আমায় ত্যাগ করুন, আমি কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। সেই মোহন স্মৃতি কখন ভুলিব না।"

খোদাবক্স বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বাক্স বাহির করিয়া ফিরোজা-বিবির হাতে দিয়া কহিলেন, "দৌলত আলি তোমাকে এই বাক্সটী দিয়াছে।" ফিরোজা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, সাগ্রহে বাক্সটী খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বাক্সের মধ্যে সেই অর্দ্ধখণ্ড অঙ্গুরীয়। ফিরোজা একবার মুখ তুলিয়া

খোদাবক্সের মুখের দিকে চাহিলেন, দর দর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। পুনরায় অনিমেষনয়নে অঙ্গুরীয়ার্দ্ধের দিকে চাহিলেন। কৌমুদীস্নাত সেই পূর্ণিমার রজনীতে, সেই উপবন মধ্যস্থ সরসীসোপানে বসিয়া দৌলত আলির সহিত সেই কি কথা হইয়াছিল, ফিরোজার আনুপূর্ব্বিক সকলই মনে পড়িল। ফিরোজা আত্মহারা হইলেন। উন্মাদিনীবৎ বক্ষঃসংলগ্ন হার বিলম্বিত অপরার্দ্ধ অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া এই অর্দ্ধাংশের সহিত সংযোগ করিলেন। দুইখণ্ড সংযোজিত হইল। অনন্ত-দৃষ্টি হইয়া তিনি তাহাই দেখিতে লাগিলেন; গৃহের মধ্যে এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিল, তাহা জানিতে পারিলেন না। সংযোজিত অঙ্গুরীয়কের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সকলই হইল, দুই খণ্ড আংটী আবার একত্র হইল, কিন্তু দুইটী হৃদয় এ জন্মে আর মিলিল না। ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়-- দৌলত আলি মিথ্যাবাদী!"

"কখনই না ফিরোজা, কখনই না! দৌলত আলি মিথ্যা কথা জানে না।" ফিরোজার অনুযোগের প্রত্যুত্তরে এই কয়টী কথা তাহার সহচরের মুখ হইতে বিনির্গত হইল। ফিরোজা শিহরিয়া উঠিলেন। এ যে সেই স্বর,—পূর্ণিমা রজনীতে সরসীসোপানে বসিয়া চন্দ্রালোকে যে স্বর শুনিয়াছিলেন, এ যে সেই স্বর! মেঘগর্জ্জনে ময়ূরীর ন্যায় যে স্বরে ফিরোজার হৃদয় নাচিতে থাকে, হৃদয়ের অবসন্ন বৃত্তিগুলিকে সতেজ করে, মরুভূমের বালুকাস্তূপের মধ্যে সুখের শত উৎস ছুটাইয়া দেয়,—এ যে ফিরোজার হৃদয়-উন্মাদী, চিরপরিচিত, হৃদয়ের প্রত্যেক অস্থিখণ্ডে বিজড়িত সেই কণ্ঠস্বর! ফিরোজা চম-

কিত, বিস্মিত এবং ভীত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যাহা কখন ভাবেন নাই, স্বপনে যাহার অস্পষ্ট ছায়া কখন নেত্র সম্মুখে আসে নাই—তাহাই সম্মুখে বিদ্যমান। ফিরোজা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দৌলত আলির পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে বাষ্পগদগদকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "খোদাবক্স পুলিস-কর্ম্মচারী, আর দৌলত আলি আমার হৃদ্‌বিহারী! স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, দুই মূর্ত্তিতে একজন।"

দৌলত আলি বা খোদাবক্স সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ, অশ্রুমুখী ফিরোজাকে সাদরে উত্তোলন করিয়া হৃদয়ে ধরিলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

উপসংহার।

বাস্তবিকই খোদাবক্স আর দৌলত আলি একই জনের নাম। খোদাবক্সই দৌলত আলি নাম গ্রহণ করিয়া ফিরোজার চিত্তহরণ করেন এবং তাঁহার হৃদয়মরুতে প্রেমের প্রবাহিণী ছুটাইয়া দেন।

বৃদ্ধ পরিচারকের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই ইস্‌মাইল খাঁর দুষ্টকার্য্যের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে আইসেন। ঘটনাদৃষ্টে ফিরোজাকেও সেই সকল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। তিনি দৌলত আলি নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ফিরোজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মনোজশরের অপূর্ব্ব শক্তিতে উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হন। খোদাবক্স তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেও, নরহত্যাকারিণী, পতিঘাতিনী রমণীকে গৃহিণীরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত। তিনি তদবধি ফিরোজা হত্যাকাণ্ডে কতদূর লিপ্ত জানিতে ব্যস্ত হন। তাহার পরে বৃদ্ধ পরিচারকের পত্র যথাসময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া পুলিসের কর্ম্মচারীরূপে ঘটনার তদন্তে

নিযুক্ত হন। প্রথমাবধিই তাঁহার ধারণা জন্মে,—ফিরোজা নির্দ্দোষী। যাহার এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, যাঁহার হৃদয়ে এত ভালবাসা, সে কখন অপরের প্রাণের হিংসা করিতে পারে না। পরিশেষে তাঁহার ধারণাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে, তিনি আর আত্মগোপন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিলেন।

ফিরোজার সহিত খোদাবক্সের মিলন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আকবরের সহিত মহম্মদ আলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ফিরোজা ও বিলাসী এবং আশাকে সেই গৃহে লইয়া আসিলেন।

খোদাবক্স সহাস্যমুখে সকলের সমক্ষে কহিলেন, "আজি আমার ফিরোজা-বিবির মোকদ্দমার তদন্তের শেষ হইল। এ মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমি যথাযোগ্য পুরস্কৃত এবং দণ্ডিত করিব।" তাহার পর জামার জেব হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া বিলাসীর ন্যায্য প্রাপ্য অংশ কত, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। ফিরোজা এবং বিলাসীর সম্মতিক্রমে আকবরের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল। বিশ হাজার টাকা দিয়া মহম্মদ আলিকে এক কারবার খুলিয়া দিলেন এবং তাহার সমুদয় স্বত্ব তাহার নামে লেখা পড়া করিয়া দিলেন। মহম্মদ আলি প্রথমতঃ লইতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু খোদাবক্স এবং ফিরোজার অনুরোধে পড়িয়া শেষে উহা গ্রহণ করেন। তিনি ইহার পর আর বিবাহ বা কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হন নাই। আশা পূর্ব্ববৎ ফিরোজার সহচরী রহিল।

খোদাবক্স মহম্মদের দিকে চাহিয়া আকবরকে দেখাইয়া কহিলেন, "তুমি এই রমণীকে রক্ষা করিতে গিয়াই আমার জালে আবদ্ধ হইয়াছিলে।"

মহম্মদ আলি বিস্মিতনেত্রে আকবরের দিকে চাহিলেন। আকবর একবার একটু হাসিল মাত্র।

আশা হাসিয়া খোদাবক্সের দিকে চাহিয়া কহিল, "তাহা হইলে আশার কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর সকল আশা ফুরায় নাই,—বরং সফলই হইয়াছে।"

সম্পূর্ণ।